মার চিত্তর ময়ূর-মার্কা তিলতৈল
• মাথা ঠান্ডা রাখে • চুল উঠা বন্ধ করে

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

৫০ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা

শনিবার, ৩ বৈশাখ ১৩৭৮ (২৭ চৈত্র ১৪৯৩ শক) Saturday, April 17, 1971.

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

শ্রেষ্ঠ আগমার্ক ভগবতী ঘৃত
মহানন্দ দত্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১৫৩/১ কটন স্ট্রীট (বড়বাজার) কলি:
ফোন-৩৩-৯১৯

ময়মনসিংহ থেকে কুমিল্লায় জোর লড়াই

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকফৌজ : শ্রীহট্ট বিমানক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত

কুমিল্লা থেকে ময়মনসিং—গোটা পূর্ব রণাঙ্গন জুড়ে শুক্রবারও প্রচন্ড সংগ্রাম চলেছে। এইদিন বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের চতুর্থ সপ্তাহেরও সূচনা এই খন্ডে মুক্তিফৌজ একটি সেতু উড়িয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় অবস্থিত দু'দল পাক ফৌজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তা সত্ত্বেও দখলদারের দল এদিন বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢুকে পড়েছে। মুক্তিফৌজ শহর থেকে সরে গিয়েছে। তবু পাক বিমানবহর শহরটিতে বোমা ফেলতে ছাড়েনি—এই নিয়ে পরপর তিনদিন।

গতকাল রাতে মুক্তিফৌজ গুলি করে তিনটি পাক বিমান মাটিতে নামিয়েছিল, এ পর্যন্ত ভূপাতিত বিমানের সংখ্যা আট।

আখাউড়ায় প্রচন্ড লড়াই চলছে মুক্তিফৌজ গঙ্গানগরে পাকফৌজের চার চারটি কোমপানির মোকাবিলা করছে।

ভারতের আসাম সীমান্তের কাছে বাংলাদেশ বাহিনী শালুটিকর বিমানক্ষেত্রটি অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এইটি পাক হানাদারদের শেষ বড় ঘাঁটি এবং শ্রীহট্ট শহরের সরবরাহ কেন্দ্র। মুক্তিফৌজ তিন দিক থেকে অভিযান চালিয়েছে। বিমানক্ষেত্রের প্রায় ৮০০ ফৌজ আটক এবং রান-ওয়ে-টিও ক্ষতিগ্রস্ত—প্রায় অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

গত তিন দিন তিতাস নদী এবং উজানিশহরের মধ্যে যে লড়াই চলেছে তাতে প্রায় তিন শ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। পাকফৌজ ময়নামতী ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে আখাউড়ার দিকে এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু তাদের গতি ব্যাহত হয়ে আছে। মুক্তিফৌজের ব্যূহ তারা ভেদ করতে পারে নি। ত[illegible] ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ন' মাইল দূরে আশুগঞ্জে পাকবাহিনী দুই স্টিমবোঝাই ফৌজ নামাতে পেরেছে।

চট্টগ্রামের খবর : চট্টগ্রাম থেকে [illegible] এলাকাগুলিতে আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে পাকবাহিনী সমস্ত পথের ধারের গ্রামগুলি আগুন লাগিয়ে মরটার ও গ্রেনেড চালিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই সব এলাকা থেকে প্রচুর উদ্বাস্তু আসছে ভারতে।

শ্রীহট্ট রণাঙ্গন

বাংলা দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে শ্রীহট্টের শালুটিকরে আট শ'র মতো পাকসেনাকে মুক্তিফৌজ তিন দিক থেকে মরণ-ঘেরা ঘিরে ধরেছে। আর পালাবার উপায় নেই। হাজার হাজার আনসার আর মুজাহিদ মুক্তিফৌজের সঙ্গে। জোর লড়াই চলেছে গত রাত্রির থেকেই। আজ সকালে খবর পাওয়া গেল, পাক পক্ষে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মনে হচ্ছে ওদের জল আর খাবারে টান পড়েছে। তা হলে, আত্মসমর্পণ অনিবার্য। মুক্তিফৌজ তাদের চেপে-বসা ক্রমাগত সুদৃঢ় করে চলেছে। ত্রিমুখী অভিযানের প্রথমটির উৎস কালাগুলি। শত্রুঘাঁটি থেকে মাত্র ন' কিলোমিটার পথ। দ্বিতীয় সুনামগনজ থেকে এবং তৃতীয়টি শ্রীহট্টের নিকটবর্তী খাদিমনগর থেকে। খাদিমনগর সুরক্ষার জন্যে বেশ কিছু মুক্তিফৌজ ওখানে থেকে গেল। শত্রুঘাঁটি সালুটিকর বিমানবন্দরের দিকে এগিয়ে আসার সময় পথে ছোটখাট লড়াই-এ মুক্তিফৌজ বেশ কিছু পাকসেনাকে খতম করে। অবশিষ্ট সেনা পিছন ফিরে সালুটিকরে আশ্রয় নেয়।

মুক্তিফৌজের তৃতীয় বাহিনী সুরমা নদীর ওপর একটি সেতু ধ্বংস করে খাদিমনগরকে আরো সুরক্ষিত রাখে।

তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

পূর্ব রণাঙ্গন

ধ্রুব মজুমদার, তুষার পান্ডিত, অমিয় দেবরায়

পশ্চিম রণাঙ্গন

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ দেবনাথ

রংপুরের নীলফামারিতে তিস্তা নদীর ধারে নৌকোয় মুক্তিফৌজ পাক বাহিনীর অপেক্ষায়। চিত্র : তারাপদ ব্যানার্জি

চুয়াডাঙ্গায় বোমাবর্ষণ, মুক্তিফৌজের প্রচন্ড প্রতিরোধ

শুক্রবার বাংলা দেশের পশ্চিম খণ্ডে পাক ফৌজ চুয়াডাঙ্গা শহরে প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করে। ফলে, বাংলা দেশ সরকারের অস্থায়ী সদর দপ্তর এই শহর থেকে অজ্ঞাত একটি স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই সংবাদ দিয়ে ইউ এন আই যদিও বলছেন কুষ্ঠিয়া মুক্তিফৌজের হস্তচ্যুত, পি টি আই-এর বিবরণ অনুযায়ী এ শহরটি এখনও মুজিব বাহিনীর পুরো দখলে।

চুয়াডাঙ্গায় নাপাম বোমা ফেলা হয়। হতাহত অসামরিক নাগরিকের সংখ্যা অন্তত দেড়শো। ২০টি গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা যায় পাক ফৌজের একটি বাহিনী কালিগঞ্জ দখল করে চুয়াডাঙ্গার দিকে আগ্রসর হয়। আর একটি বাহিনী সারা পুল দখল করেছে এবং রেল শহর ঈশ্বরদিও তাদের হাতে। চুয়াডাঙ্গা শহরটির অবশ্য এখনও পতন হয়নি তবে টেলিফোন একসচেঞ্জ চুরমার করে দিয়েছে। আকাশবাণীর ঘোষণায় জানা যায়, দখলদার পঞ্চাশ মাইল দূরে।

উত্তর পশ্চিমে পাক বাহিনী দিনাজপুর আর ঠাকুরগাঁও তাদের দখলে এনেছে এবং রাজশাহী থেকে নবাবগঞ্জের দিকে এগিয়ে চলেছে। বগুড়া শহরটি মুক্তি ফৌজেরই হাতে।

সামরিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলা দেশে মুক্তিফৌজ এখন মুখোমুখি সংগ্রামের বদলে গেরিলা লড়াইয়ের কৌশল অবলম্বন করেছেন।

চুয়াডাঙ্গার আরও খবর : পাক ফৌজ বোমা ও মেশিনগান, রকেট নিয়ে বারবার এই শহরে আক্রমণ চালায়। তাদের আক্রমণে অন্যতম লক্ষ্য ছিল মুক্তিফৌজের স্থানীয় কমানডর মেজর ওসমানের বাড়ি।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুক্তি ফৌজের সেনাধ্যক্ষ মেজর ওসমান এবং তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ হক বর্তমানে চুয়াডাঙ্গায় নেই। আঠার মাইল দূরে মেহেরপুরে আদালত ভবনে মুক্তি সংগ্রামীদের নতুন ঘাঁটি তৈরী হয়েছে।

এই অঞ্চলের ভার রয়েছে শ্রীনুরুল কাদেরের উপর। তিনি একজন অসামরিক ব্যক্তি এবং পাবনার ভূতপূর্ব জেলা ম্যাজিসট্রেট।

শ্রীকাদের বলেন, এখানে তাঁদের অস্ত্র নেই। লোকবলও কম। কিন্তু মরার আগে তাঁর লোকেরা প্রত্যেকে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য মেরে তবে মরবেন।

তিনি জানান, গত দুই সপ্তাহে সাত হাজার পশ্চিম পাকিস্তানীকে ওই এলাকায় নিহত করা হয়েছে।

মেজর ওসমান চুয়াডাঙ্গা ত্যাগ করে গোপন কোন আস্তানায় গিয়েছেন বলেই মনে হয়। মোটরযানের পথ অর্থাৎ শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে শক্তি নিয়োজিত করাই মুক্তি ফৌজের নতুন লক্ষ্য। কারণ গ্রামাঞ্চলের কাঁচা বহু রাস্তা ইতিমধ্যেই অগম্য হয়ে পড়েছে। চুয়াডাঙ্গার পথে সর্বত্র রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে।

যশোর থেকে

যশোর রণক্ষেত্র থেকে কৃষ্ণ দেবনাথ জানান যশোর দুর্গের উত্তর দিকে কালিগঞ্জে পাক হানাদাররা এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে মুক্তিফৌজ তাদের প্রবল প্রতিরোধ করে। গত দুদিনে এই এলাকায় মুক্তি ফৌজের আক্রমণে প্রায় ছশ' হানাদার খতম ও সাতখানা সাঁজোয়া গাড়ি ঘায়েল হয়। দখলদাররা মরীয়া হয়ে রকেট ও বোমা

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

পাক কাগজের খবর
পিনডি মুজিবের বিচারে বসবে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—পশ্চিম পাকিস্তানের জং কাগজের খবর, বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবরের সামরিক আদালতে বিচার হবে। তাঁর বিরুদ্ধে 'জাতীয়তা-বিরোধী কাজকর্ম ও বিচ্ছেদকামী তৎপরতার' অভিযোগ আনা হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বলেছেন, গত ২৬ মারচ ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাংলা দেশ সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু নিরাপদে মুক্ত অবস্থায় আছেন এবং তিনিই গুপ্ত সদর দফতর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

জং কাগজের খবর, পাক গোয়েন্দা দফতর ভারত ও কয়েকটি বিদেশী শক্তির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর 'ষড়যন্ত্র' করার 'ষোলআনা প্রমাণ' সংগ্রহ করেছে। এই ষড়যন্ত্র করে পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ওই কাগজে আরও বলা হয়, পাক সরকার ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলাটি আবার আদালতে তুলবার কথা ভাবছেন। ওই মামলার প্রধান আসামী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। পুরনো তথ্য প্রমাণগুলি আবার খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাছাড়াও নতুন নতুন প্রমাণ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

আয়ুব খান ১৯৬৭ সালের ডিসেমবরে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলাটির জন্ম দেন। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেবরুয়ারি আয়ুব নিজেই ওই মামলা তুলে নেন। তখন শেখ মুজিবর ও তাঁর সঙ্গীরা মুক্তি পান। —ইউ এন আই

সীমান্তের এপারে ভাসানি

সজল চোখে সাহায্য প্রার্থনা

গৌহাটি, ১৬ এপ্রিল—পূর্ব বাংলার অশীতিবর বৃদ্ধ নেতা মৌলানা ভাসানি গতকাল মাঝ রাতে সীমান্তের এপারে এসে কোন এক জায়গায় কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী এবং আসামের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৈয়দ আমেদ আলির সঙ্গে দেখা করেন। বাংলা দেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানী জঙ্গী ফৌজের অবর্ণনীয় নির্যাতন বন্ধ করতে তিনি ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আজ এখানকার সরকারী মহল থেকে একথা জানা গিয়েছে। আকাশবাণীর গৌহাটি কেন্দ্র থেকেও এ খবর প্রচারিত।

আর একটি খবরে জানা যায়, জাতীয় আওয়ামি পারটির প্রধান শ্রীভাসানি করজোড় ও সজল চোখে ভারতীয় নেতাদের কাছে আবেদন জানান : বাংলা দেশের জনগণ তাঁদের এই অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে নিজেদের অসহায় বোধ করছেন। তাকিয়ে আছেন ভারতের দিকে একমাত্র সাহায্যের ভরসা হিসাবে।

তিনি অনুরোধ করেন : তাঁর এই আবেদনটি যেন ভারত সরকার ও জনগণকে জানানো হয়।

শ্রীভাসানি ওই দুজন মন্ত্রীকে বলেন : বাংলা দেশে পাকিস্তানী ফৌজ যে বর্বরতা

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

'বাংলা দেশ' থেকে এক লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত জেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় এক লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ওই সব জেলায় ১০০ জন মেডিকেল অফিসার প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে ৮টি জেলায় ১০ জন করে ৮০ জন এবং ২৪ পরগনার ২৪ জন ও দারজিলিংয়ে ৬ জন অফিসার পাঠানো হবে। এঁরা কলেরা ও বসন্তের টিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন জানান, একমাত্র পশ্চিম দিনাজপুরেই ৭০ হাজার উদ্বাস্তু এসেছেন। এঁরা হিলি, হামজাপুর, সাপ্তয়া, গঙ্গারামপুর রাধিকাপুর, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ প্রভৃতি সীমান্ত দিয়ে এসেছেন। জেলা কর্তৃপক্ষের চাহিদা মত এঁদের পানীয় সরবরাহের জন্য অবিলম্বে একশত নলকূপ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ আবেদিন জানান, যেসব উদ্বাস্তু পশ্চিম দিনাজপুরে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কয়েকটি 'চটকদার' 'লাকসারি' মোটর গাড়িও নিয়ে এসেছেন। এ-সব গাড়ি নিয়ে কী করা হবে, তা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত গাড়িগুলি আটক রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ আবেদিন জানান, পশ্চিম দিনাজপুরে গত সপ্তাহে সরকারকে মাত্র ১৩ জন উদ্বাস্তুকে খাওয়াতে হয়েছিল। এ

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

ঢাকার আকাশে শকুনের ভিড়

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল—ঢাকার আকাশে পাক ফৌজী বিমান উড়ছে। ঐ সঙ্গে উড়ছে অসংখ্য শকুন। শকুনদের লক্ষ্য—ঢাকার রাজপথে স্তূপীকৃত গলিত শবদেহ।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, শকুনদের কাটিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা কঠিন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই শকুনদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। —ইউ এন আই

চট্টগ্রাম না গিয়ে গম বোঝাই জাহাজ বজবজে

বাঙালী খালাসীরা আর এগুতে অনিচ্ছুক

স্টাফ রিপোরটার

চট্টগ্রাম গামী একখানি গম বোঝাই জাহাজ যেতে যেতে হঠাৎ পিছিয়ে এসে বজবজে থেমেছে। জানা গিয়েছে, ওই জাহাজে ২৫ জন বাঙালী খালাসী বর্তমান পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামে যেতে ইচ্ছুক নন।

জাহাজখানি একটি বিদেশী কোমপানির। কয়েকদিন আগেই ওই জাহাজখানি বজবজে এসে পৌঁছায়।

এ সম্পর্কে আই-জি শ্রীপ্রসাদ বসুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ওঁরা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন বলে একটা খবর শুনেছি। তবে এটা কতদূর সত্য তা আমি বলতে পারব না।

গুলিছুরিবোমায় ৯ জন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতি-শুক্রবারে নিহত হয়েছেন নয়জন। এদের মধ্যে হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে গুলি, ছুরি ও বোমায় ছয়জন। টালিগঞ্জের চন্ডীতলায় একজন পুলিশ কনসটেবল, দমদমে একজন যুবক এবং বারাসতে একজন ছাত্র।

হাওড়ায়

গত চবিবশ ঘন্টায় হাওড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় গুলি, ছুরি ও বোমায় ৬ জন নিহত এবং চারজন আহত হন। আহতদের হাওড়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

বৃহস্পতিবার ব্যাঁটরা থানার দেশপ্রাণ শাসমল রোডে ছুরিকাহত শ্রীঅচল দাস (১৭) শুক্রবার ভোরে হাসপাতালে মারা যান।

শুক্রবার বালির ঠাকরালী চকে পুলিশের গুলিতে এক যুবক মারা যান। ওই থানারই জোড়া অশ্বত্থতলায় একজন সি পি এম কর্মীকে গলা কেটে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ জানায়।

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

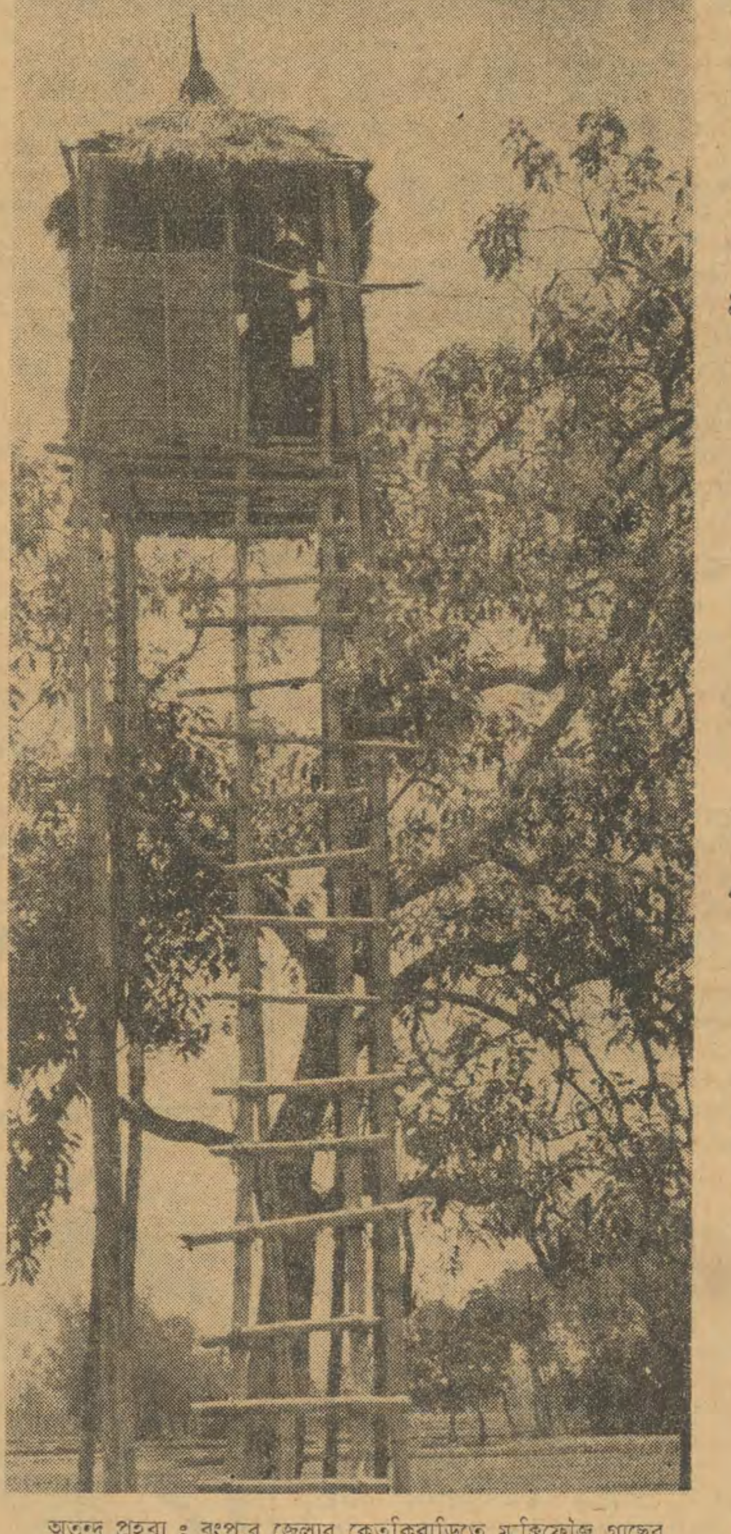

অতন্দ্র প্রহরা : রংপুর জেলার কেতকিবাড়িতে মুক্তিফৌজ গাছের উপর মাচা বেঁধে দিনরাত নজর রাখছে শত্রু আসছে কিনা। চিত্র : তারাপদ ব্যানার্জি

ধর্মতেজার প্রতি হাজত বাসের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—জয়ন্তী শিপিং করপোরেশনের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ডঃ ধর্মতেজাকে ৩০ এপরিল পর্যন্ত আদালতের হাজতে রাখা হয়েছে। নয়াদিল্লির একজন ম্যাজিসট্রেট এই আদেশ দেন।

ম্যাজিসট্রেট ডঃ তেজার অনুরোধ অনুযায়ী তাঁকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

কাজে যোগ না-দিলে চাকরি যাবে
পাক বেতারে পুরানো হুমকি আবার প্রচার

শুক্রবার সকালে পাক বেতার সেই পুরানো আদেশটি আবার প্রচার করেছে। সরকারী, আধা-সরকারী কর্মচারীদের ২১ এপরিলের মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। যোগ না দিলে—চাকরি যাবে, সামরিক আদালতে বিচার হবে এবং শাস্তি পেতে হবে।

ঢাকার সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এই হুমকিটি শুক্রবার পাক বেতারে আবার প্রচার করা হয়েছে বলে কলকাতায় পি টি আই জানান।

বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকের সাড়া দিয়ে কর্মচারীরা গত ৮ মারচ থেকে কাজে যোগ দেননি।

পাক বেতারে আর একটি ঘোষণায় বলা হয়, ঢাকা, রাজসাহী, যশোর এবং কুমিল্লাতে সব পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। ২২ এপরিল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল।

গত ২৫ মারচ পাক সেনাবাহিনীর তান্ডব শুরু হওয়ার পর আজকের ধরে এ পর্যন্ত সেনাকর্তৃপক্ষ মোট

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

রাজ্য বিধানসভা ৩ মে বসছে

স্টাফ রিপোরটার

আপাতত স্থির হয়েছে, রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন ৩ মে বসবে। এদিন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৫ মে রাজ্যপালের ভাষণ হবে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার শুক্রবার সাংবাদিকদের এই কথা জানান। আগামী মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মারকিন-চীন সম্পর্কের উন্নতিতে মসকোতে উদ্বেগ

মসকো, ১৫ এপ্রিল—মারকিন-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে হঠাৎ যে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, রাশিয়া কিছুটা সংশয় এমনকি উদ্বেগ নিয়েই তার দিকে নজর রেখেছে।

ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো তাস-এর সংবাদভাষ্যে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেনট নিকসন ভিয়েতনাম নিয়ে যে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন, তা থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্যই চীন এই মিত্রতা দেখাচ্ছে।

পশ্চিম জারমানিও নজর রাখছে। বন্‌ থেকে খবর : পঃ জারমান সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন যে, তাঁরা খুব আগ্রহের সহিত পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে মিত্রতার জন্য চীনের নতুন প্রয়াস লক্ষ্য করছেন। পঃ জারমানির এ বিষয়ে নিজস্ব কোন পরিকল্পনা নেই তবে চীনের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্য আছে এবং তার সম্প্রসারণ তাঁরা চাইবেন। —রয়টার ও পি টি আই

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামশেদপুর ও রাঁচি " " ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—
বার্ষিক ষাণ্মাসিক ত্রৈমাসিক

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিস্ট্রি বাংলা সংস্করণ দাম ছয় টাকা। প্রকাশক—হরেন অ্যান্ড ব্রাদার্স, ৩৪নং স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। (৪৭৬৯ এ)

ঔষধ ও চিকিৎসক

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১ হ্যারিসন রোড, …

কর্মখালি

HOMOEOPATH DOCTOR

Wanted immediately a well qualified graduate Homoeopath doctor for the Research Department of Devatray Homoeopathic Hospital, Ramghat Road, Aligarh (U.P.). A doctor who can nicely deal with the Indoor patients and has the capacity to control the staff and may cooperate with other doctors. Nice remuneration according to qualifications. A converted Homoeopath may be preferred. Also require two Hindi knowing midwives for our Maternity department. A Hindi speaking musician for Bhagwan Devatray Temple is also needed.

(6097)

জামার সেলাইয়ের কারখানায় বোতামঘর ও ওভারলক মেসিন চালাইবার জন্য অভিজ্ঞ কারিগর আবশ্যক। প্রশংসাপত্র সহ সকাল ৯টা হইতে ১১টার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন। নির্মল মৈত্র, হরলালকা, ৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

(৬০৯৮ এ)

পাত্র চাই

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

ভূস্বর্গ কাশ্মীর (প্যাকেজটুর) ৩৮৫. ! জনতা স্পেশ্যাল: পি-৪০ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলি-১ ফোন ৩৪-৯৫০১ (সি ২১৬২)

কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটি বিভিন্ন রাজ্যের আইনে সঙ্গতি চান

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটি অজ এখানে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এই ব্যাপারে একমত হন যে—ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে রাজ্যগুলির মধ্যে মোটামুটি সঙ্গতি থাকা উচিত।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী … শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার ভূমি সংস্কার সম্পর্কে যে আইন গৃহীত হয়েছে, অন্যান্য রাজ্যগুলির তা বিবেচনা করে দেখা উচিত। পশ্চিম বাংলায় ভূমির সর্বোচ্চ সীমা কমিয়ে পরিবারভিত্তিক বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। —পি টি আই

চিনির খবর

আগামী সোমবার (১৯ এপ্রিল) থেকে এক সপ্তাহের জন্য কলকাতার রেশনিং এলাকায় কিছু কম দরে চিনি সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা হয়েছে। এই চিনি পাওয়া যাবে ১ টাকা ৭০ পয়সা প্রতি কিলো।

এক সরকারী প্রেসনোটে জানানো হয় যে, অন্ধ্র প্রদেশ থেকে সরকার যে অতিরিক্ত চিনি আনাবার ব্যবস্থা করেছেন তা থেকে এই সরবরাহ হবে।

সেতু সংস্কারের জন্য দুটি লোক্যাল ট্রেন বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার

একটি সেতু সংস্কারের জন্য শিয়ালদহ সাউথ সেকশনে শনিবার রাত সাড়ে ১১টার ডায়মণ্ডহারবারগামী লোক্যালটি (১৩২ ডাউন) এবং রবিবার শিয়ালদহগামী (১০১ আপ) প্রথম লোক্যালটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার পূর্ব রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানানো হয়। সোদপুর ও বাঘা যতীন স্টেশনের মাঝে নতুন ক্যানেল সেতুটি সংস্কার করা হবে।

বাংলাদেশের সাহায্যে নব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কমিটি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া আজ দলের ২৬ জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির কাজ হবে জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে এমন পথে চালিত করা যাতে বাংলা দেশের দুর্গত জনসাধারণের জন্য সর্বাধিক ত্রাণের ব্যবস্থা করা যায়।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ কমিটির আহ্বায়ক। কমিটিতে আছেন সব রাজ্য ও কয়েকটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা।

তিনজন ছাড়া কমিটির বাদবাকি সব সদস্যই নব কংগ্রেস এম-পি।

কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির (নব) সাধারণ সম্পাদক ডঃ শংকরদয়াল শর্মা বলেন: পূর্ব বাংলার জনগণকে ভারত কী ধরনের সাহায্য দিতে পারবে, কমিটি তা বিচার বিবেচনা করে দেখবে।

বাংলাদেশে ভুয়া সরকার গঠনে পাক অপচেষ্টা

গৌহাটি, ১৬ এপ্রিল—বাংলা দেশ প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌম সরকার গঠিত হওয়ার পরে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ বেসামাল হয়ে পড়েছেন। সীমান্তের ওপার থেকে এখানে পাওয়া নির্ভরযোগ্য খবরে জানা যায়, একটি ভুয়া তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদী সরকার' গঠনের জন্য তাঁরা 'প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক নেতাদের' একত্রিত করার চেষ্টা করছেন। এই উদ্দেশ্যে জোর সলা-পরামর্শ চলছে।

তথাকথিত ওই সব প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের একটি দল শীঘ্রই ঢাকা থেকে ইসলামাবাদ যাবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা শ্রীনরুল আমিন ওই দলের চাঁই। আওয়ামি লীগের বাইরে একমাত্র …

… নেতৃত্বে ১৭ জনের এক প্রতিনিধিদল আজ ঢাকায় পূর্ব বাংলার গভরনর টিক্কা খাঁর সংগে দেখা করেন।

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে ওই প্রতিনিধিদল স্বাভাবিক অবস্থা আনার জন্য তাদের প্রচেষ্টার কথা ও জনগণের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে গভরনরকে জানিয়েছেন।

—পি টি আই, ইউ এন আই

পাক সরকারের উসকানি

ভারতের বিরুদ্ধে খণ্ডজাতি নেতাদের রণহুংকার

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—ভারতের সীমান্তে হামলা চালানোর জন্য পাকিস্তান সরকার খণ্ডজাতীয় যোদ্ধাদের উসকানি দিচ্ছে এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাদের অস্ত্রসজ্জিত করছে।

আজ রেডিও পাকিস্তানের খবরে জানানো হয়—বেলুচিস্তানে দুই খণ্ডজাতীয় নেতা হুংকার দিয়েছে যে, ১৯৬৫ সালের মত এবারেও তারা ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত। উল্লেখ করা যায়—১৯৪৭ এবং ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের ঠিক আগে পাকিস্তানের …

… আর একটি খবরে প্রকাশ, চাক্রদারায় মালকান্দ এজেন্সি অঞ্চলের খণ্ডজাতীয়দের এক সম্মিলিত জিরগা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সমাবেশে খণ্ডজাতীয় সর্দাররা ভারত-বিরোধী বিদ্বেষ প্রচার করেই ক্ষান্ত হয় নি, সেই সংগে কাশ্মীর আক্রমণ করার হুমকিও দিয়েছে। —ইউ এন আই

'বাংলা দেশ' মুক্তি সংগ্রামীদের সহায়তার আবেদন

'বাংলাদেশের' মুক্তিসংগ্রামীদের সর্বতোভাবে সাহায্যের কাজে 'সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র সংগে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র, বিচারপতি এস. এ মাসুদ, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীঅশোককুমার সরকার, শ্রীসুধাংশুকুমার বসু, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, অধ্যক্ষ পি কে বসু, ডঃ প্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক, শ্রীশৈবাল গুপ্ত, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ এক আবেদন প্রচার করেছেন। ওই আবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংগ্রামীরা যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করছেন তার জন্য ভারতের মানুষের উচিত ত্রাণ ও অন্যান্য সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহ করা। এই কাজে প্রয়োজন একদল স্বার্থত্যাগী তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের—যাঁরা প্রয়োজনীয় যে-কোন রকম কাজ করতে প্রস্তুত থাকবেন।

এই মুহূর্তে ত্রাণকাজের জন্য প্রয়োজন হ'ল টিনভর্তি পেটরোল ও মবিল তেল, সাইকেল, টায়ার ও টিউব, টর্চ ও ব্যাটারি, ওয়াটার বটল রবারের জুতা, দেশলাই, গুঁড়া দুধ, নুন, সরিষার তেল, কেরোসিন এবং টি এ বি সি ইনজেকশন, টিকা ও প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনে সকল রকম ওষুধের। জনসাধারণ ও বিশেষ করে উৎপাদকদের নগদ বা জিনিসপত্র দিয়ে এ কাজে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। সকল রকম সাহায্য ১০৭।সি, আশুতোষ মুখার্জি রোডে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের নিকট পাঠাতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লেখাবার জন্য ১এ, কলেজ রো-তে …

… মুখার্জি এম এল এ-কে এই সমিতি এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সহায়ক কমিটির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী মনোনীত করেন।

একদিনের বেতন, রক্ত দান

বাংলা দেশের জন ত্রিবেণী টিস্যু এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন একদিনের বেতন দেবেন বলে জানিয়েছেন।

ছাত্র ও যুব সংহতি পরিষদের উদ্যোগে বুধবার ২৭ জন ছাত্র ও যুবক মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য রক্তদান করেন।

জয় বাংলা সহায়ক কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) সহ-সভাপতি শ্রীতাপস ব্যানার্জি এক বিবৃতিতে জানান যে, ছাত্র পরিষদের এক জরুরী সভায়, অবিলম্বে বাংলা 'দেশকে' স্বীকৃতি দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়, পাক বাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় ও অবিলম্বে ধৃত সাংবাদিকদের মুক্তি দেবার দাবি রাখা হয়। এই সভায় শ্রীব্যানার্জিকে সভাপতি করে এবং কাশীনাথ দেকে কোষাধ্যক্ষ করে এক শক্তিশালী 'জয় বাংলা সহায়ক কমিটি' গঠন করা হয়।

নববর্ষ উপলক্ষে উত্তর কলকাতার যোগীপাড়া মিলন মন্দিরের সভ্যরা হাসপাতালে ফল বিতরণ করছেন।

বাংলাদেশের

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সংহতি ও একাত্মতা ঘোষণা, স্বীকৃতি দাবি

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার কলকাতার বিভিন্ন সভা, সমাবেশে 'বাংলা দেশে' পাক হানাদারদের বর্বর আচরণের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। ভারত সরকারের কাছে 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিও তোলা হয়। বাংলা দেশের জন্য জাতীয় সমন্বয় …

… পড়ার আহ্বান জানান। ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীশচীন বসু, শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী ও অন্যান্যরা বক্তৃতা করেন। পৌরোহিত্য করেন ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅমল রায়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলা দেশের এই সংগ্রামে সাহায্য দান করার জন্য …

… দাশগুপ্ত এই কথা বলেন।

বিচারমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা বলেন, বাংলা দেশের মানুষদের সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে সন্ত্রাসবাদীরা শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে না পারে।

স্বাস্থ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ নস্কর ওপারের ভাইবোনদের নিজের ভাইবোনরূপে ভেবে তাঁদের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে …

… হরিবংশরায় বচ্চন, প্রেম ধাওয়ান, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত বাপাত, সুরেশ দালাল।

অনুষ্ঠানে পরিবেশিত দেশপ্রেমের বিভিন্ন গানের মধ্যে ছিল দুটি রবীন্দ্র-সংগীত ('আমার সোনার বাংলা', 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে')। অন্যান্য গানের সুরকার শ্রীসলিল চৌধুরী।

—ইউ এন আই

শোক-সংবাদ

হেয়ার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী রেণু ভট্টাচার্য (৫৫) গত ৩০ চৈত্র পরলোকগমন করেন। তিনি তিন পুত্র, তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন।

নেপালে আচমকা নয়া পাক রাষ্ট্রদূত হাজির

কাঠমানডু, ১৬ এপ্রিল—নেপালে পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রদূত আতাউল্লা খান গত ১৩ এপ্রিল কোনরকম খবর না দিয়েই এখানে এসে পৌঁছান। তাঁকে স্বাগত জানাতে ত্রিভুবন বিমানবন্দরে কেউ ছিলেন না। তিনি নিজেই ট্যাক্সি করে বিমানবন্দর থেকে সোজা দূতাবাসে যান। নেপাল সরকারের তরফে কেউ তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমান বন্দরে আসেননি।

ক'দিন আগেও আতাউল্লা খান লিবিয়ায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি নেপালে রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছেন। …

বাংলা দেশের তিন-চতুর্থাংশ মুক্তিফৌজের দখলে

লনডন, ১৬ এপ্রিল—প্রজাতান্ত্রিক বাংলা দেশের একজন সরকারী দূত গত রাত্রিতে এখানে এই বলে দাবি করেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তিফৌজ বাংলা দেশের তিন-চতুর্থাংশ এখন নিয়ন্ত্রণ করছেন। এ খবর দিয়েছেন রয়টার।

এই দূত হলেন শ্রীজ্যাকেরিয়া চৌধুরী। বি বি সি'র '২৪ ঘণ্টা' সংবাদ বিচিত্রা কার্যসূচী অনুষ্ঠানে শ্রীচৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক বিবরণ প্রচার করা হয়। বাংলা দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, বিভিন্ন দেশ তাকে যাতে সমর্থন করে তার জন্য তিনি লনডনে গিয়েছেন।

সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাক সৈন্যের আক্রমণের সামনে বাংলা দেশের মুক্তিফৌজের লোকেরা দাঁড়াতে পারছে না, বাধাদানের শক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এই ধরনের প্রচারিত সংবাদকে শ্রীচৌধুরী একেবারে অসত্য বলে উল্লেখ করেন। শহরগুলিতে পাক সৈন্যদের প্রাধান্য স্বীকার করেও তিনি বলেন, বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলগুলির বেশির ভাগই কিন্তু মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত অঞ্চলটি 'মুক্তি ফৌজের' সম্পূর্ণ দখলে।

বাংলা দেশের সামরিক সরঞ্জামাদি …

চৌকিওতে নেতাজী তদন্ত কমিশন

বোম্বাই শহরে 'জয় বাংলা' অনুষ্ঠানে কবি, শিল্পী

… সাক্ষী বলেন, শ্রীবসু পুরোন একখানি জাপানী বোমারু বিমানে শ্রীহবিবর রহমানের সংগে যাত্রা করেন।

সাইগনে থাকার সময় সাক্ষী তাইপে থেকে সংবাদ পান তাইপেতে নেতাজীর বিমানের দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। —পি টি আই

হাঁস ও মুরগী পালন

Poultry Farming ডাক দ্বারা শিখিয়া গভঃ রেজিস্ট্রীকৃত কলেজ হইতে ডিপ্লোমা লউন। নিয়মাবলী বিনামূল্যে।
IMPERIAL INSTITUTES (AB), DORIWALAN, DELHI-5
(৬৩০৬এ)

Required in all sizes
GRAPHITE ELECTRODES
Contact :
Gandhi Trading Corpn.,
211, Nagdevi Street,
Bombay-3
6330 A

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

… কাজের দিন বেলা ১০টা হইতে ৩টার মধ্যে নিম্নবর্ণিতের নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ১৪-৫-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বিকাল ৪টায় খোলা হইবে। বায়নার পরিমাণ ১০০০ টাকা।
ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার/ধানবাদ
জি ১০/৯/পিআরও/মিসে-৩ (৬৩৮৭)

(২) পুণে-মিরাজ সেকশনের জন্য এবং তাহার উপর দিয়া 'স্মলস' সহ সকল গুডস ট্রাফিক।
(৩) মাদ্রাজ হারবারের জন্য 'স্মলস' সহ সকল গুডস ট্রাফিক।
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।
পিআর/এসই/পিএ/১/কপস—৬ (৬৪০২)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

'আকাশ বাণীর' অনুষ্ঠান শোনায় পাক আদালতে সাজা

নিজস্ব সংবাদদাতা

জম্মু, ১৬ এপ্রিল—পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত শহর শিয়ালকোটে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান শোনা নিষিদ্ধ করেছেন।

জম্মু সীমান্ত থেকে আট মাইল দূরে শিয়ালকোটে প্রায় ১০০ জনকে ভারতীয় বেতার অনুষ্ঠান শোনার জন্য পাক আদালতে জরিমানা দিতে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আকাশবাণীর জম্মু কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শিয়ালকোট জেলার পশ্চিম পাকিস্তানীদের খুব প্রিয়। তাঁরা গোপনে এই অনুষ্ঠান শুনতেন। কিন্তু পাক জঙ্গীশাহীর হুকুম, এখন থেকে কেউ ভারতীয় বেতারের অনুষ্ঠান শুনতে পারবে না।

সর্বজন চিত্তজয়ী সর্বকালের সেরা ভেষজ

কেশ প্রসাধনী

● কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে
● মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে
● সৌরভে মনকে ভরিয়ে তোলে

নগেন্দ্র নাথের

হিমকল্যাণ

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস (প্রা:) লি: – কলিকাতা-৪

পরিবেশক : ভ্যারাইটী স্টোর্স, রাজাকাটরা, বড়বাজার, কলি:

রংপুরের নীলফামারিতে মুক্তিফৌজ শত্রুর মোকাবিলায় রকেট লাঞ্চার হাতে তৈরী।

চিত্র : তারাপদ ব্যানার্জি

নিরস্ত্রদের গুলি করতে অস্বীকার। ৮ জন পাখতুন সৈন্য খুন

শিলং, ১৬ এপ্রিল—পাক সেনাবাহিনীর লেফটেনান্ট কর্নেল সবুর কুমিল্লা এলাকার একটি রেজিমেন্ট পরিচালনা করছিলেন। গতকাল ময়নামতিতে ওই রেজিমেন্টেরই একজন মেজর লেঃ কর্নেল সবুরকে গুলি করে হত্যা করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার আজ এই খবর দিয়েছে।

ওই মেজরকে বলা হয়েছিল, সৈন্য নিয়ে গ্রামে ঢুকে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের গুলি করে খুন করতে হবে। তিনি ওই আদেশ অগ্রাহ্য করেন ও সবুরকে গুলি করে মারেন।

স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর, একজন ক্যাপটেন সমেত ৮ জন পাখতুন সৈন্যকে গতকাল কুমিল্লা সেনাছাউনিতে পাক সেনাবাহিনী গুলি করে মেরেছে। কারণ, ও'রা নিরস্ত্র জনসাধারণকে মেশিনগানের গুলি করে মারতে অস্বীকার করেন। ওই ক্যাপটেন তাঁর বাড়িতে বসে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন—তখন তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আজই আগরতলায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর খবর, পাক সেনাবাহিনী বাংলাদেশে জেল থেকে দাগী আসামীদের ছেড়ে দিয়ে বলেছে, দোকানঘর, সম্পত্তি সব লুট করে যাও। বন্দুক দেখিয়ে ওদের লুট করতে বাধ্য করা হয়। যারা লুট করতে রাজি হয় নি—তাদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হয়। যারা লুট করে—তাদের পরে গুলি করে মারা হয়েছে। লুটের ছবি তুলে পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজে ছাপানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এরাই বাঙালী স্বাধীনতা যোদ্ধা। —ইউ এন আই

নিম্ন দামোদর সংস্কার কাজের ধারায় আশংকা

নিম্ন দামোদর সংস্কার আন্দোলন কমিটির আহ্বায়ক শ্রীঅমল গাঙ্গুলী এক বিবৃতিতে নিম্ন দামোদর সংস্কার কাজের ব্যাপারে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেন। পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ যেভাবে শুরু হয়েছে, তাতে বন্যা থেকে হাওড়ার চাষী ভাইদের বাঁচানো সম্ভব হবে না বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি আরও বলেন যে, একটি প্রকল্প কার্যকর করা হচ্ছে, অথচ চাষীদের কাছ থেকে আইনসংগতভাবে দখলীকৃত জমির ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সরকার কোন নীতি ঘোষণা করেননি। যদি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে সংস্কারের কাজ শুরু করা না হয় ত কমিটি আবার আন্দোলন শুরু করবেন বলে তিনি জানান।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

শান্তিনিকেতন, ১৬ এপ্রিল—গতকাল এখানে আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়। ঐ উপলক্ষ্যে আম্রকুঞ্জ সুন্দরভাবে সাজানো হয়।

এর আগে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

দুই বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত কবি গুরুদেবের স্মৃতি তর্পণ করেন। এ বছরের অনুষ্ঠানে এটা ছিল একটি নতুন ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। —পি টি আই

ভদ্রেশ্বরে আবার ট্রেনে ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

ছোরা-বন্দুক উঁচিয়ে ধরে একদল ডাকাত বুধবার সকালে ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডু স্টেশনের মাঝে ৬৭ আপ বোমবাই জনতা একসপ্রেস ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার যাত্রীদের কাছ থেকে ৯টি হাতঘড়ি এবং নগদ প্রায় এক হাজার টাকা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই একই জায়গায় এক মাসের মধ্যে এটি তৃতীয় ডাকাতির ঘটনা। আগের ডাকাতি দুটি হয় রাত্রে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার ডাকাত দল হাওড়ায় বোমবাই জনতা একসপ্রেসে সাধারণ যাত্রীর বেশে উঠে বসে। গাড়ীটি ভদ্রেশ্বর পৌঁছোনোর পর দলের লোকেরা এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় এবং ছোরা-বন্দুক বের করে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা হাতঘড়ি কেড়ে নেয়। তিন মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে ডাকাতরা বিপদ সংকেত শিকল টেনে ট্রেনের গতি কমে যেতেই নেমে পালিয়ে যায়। ওই ট্রেনে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একজন ইনসপেকটর যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর রিভলবার থেকে ডাকাতদের দিকে চার রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন। অনুমান, ওতে একজন গুলিবিদ্ধ হয়, কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

কুমিল্লায় জোর লড়াই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী অসামরিক লোকজন সীমান্ত ডিঙিয়ে প্রাণভয়ে মেঘালয়ে ঢুকতে চেষ্টা করছে। মুক্তিফৌজও হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে তাদের অনেককে। শ্রীপুর চা-বাগানের কর্মী পাঠান বাহাদুর খান কোনমতে মেঘালয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। তার মুখে জানা গেল : গতকাল চা-বাগানের পশ্চিমী ম্যানেজার ক্যাপটেন রসিদকে মুক্তিফৌজ খতম করে দেয়। রসিদ মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে গোপন খবর সরবরাহ করত। রসিদ-পরিবারের পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আটক করা হয়।

চৌকিদার বাহাদুর খান এক সাক্ষাৎকারে আমার কাছে কবুল করে, সে নিজে মুক্তিফৌজের এই ন্যায্য লড়াই সমর্থন করে। সে জানায়, সব পাঠানই মুক্তিফৌজের শত্রু এ কথা ঠিক নয়।

করিমগঞ্জের সংবাদদাতার খবর, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার দেওয়ান ফরিদ গাজিকে শ্রীহট্ট জেলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছে। সুতারকান্দিকে করা হয়েছে মহকুমা সদর। গোটা শ্রীহট্ট জেলায় দারুণ অর্থনৈতিক দুর্দশা। ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ, ব্যাংক লুট হয়ে গেছে, বন্যার স্রোতো উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটছে, যানবাহন স্তব্ধ, পেট্রোল মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাচ্ছে না। চালের দর উঠেছে মণপিছু ষাট টাকা, নুন দেড় টাকা সের, ডাল সাড়ে চার পাঁচ, দেশলাই-প্রতি পঁচিশ পয়সা। সব জিনিসই দারুণ দুর্মূল্য। নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের মাথায় অনেকগুলি জরুরি কাজ পড়বে। আওয়ামি লীগের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা কথায় কথায় বললেন, তাজুদ্দিন সরকারের প্রথম কাজই হবে এই সব গেরস্থালী সমস্যার যথাশীঘ্র সমাধান করা। সর্বোপরি জনসাধারণকে অনুরোধ করা, যাতে তাঁরা তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে কোথাও না যান।

পি টি আই-এর খবরে প্রকাশ, মুক্তিফৌজের মরটারের নিরবচ্ছিন্ন গোলায় শালুটিকর বিমানবন্দরের রানওয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোলাবর্ষণের জন্যেই সেখানে কোনো পাকবিমান অবতরণ করতে পারেনি। এর পূর্বে মুক্তিফৌজের একটি দল বিমানবন্দরের কাছে পাকসেনাবাহিনীর কয়েকজনকে অতর্কিত আক্রমণ করে প্রচুর সমরাস্ত্র ও মরটার কেড়ে নেয়। এ ছাড়াও, পূর্বোক্ত চাবাগানের ম্যানেজার রসিদের বাড়ি তল্লাসি করে ট্রানসমিটার, চারটি মেশিনগান, দুটি সাব-মেশিনগান, দুটি রাইফেল, একটি রিভলবার, বেশ কিছু সোনার অলংকার এবং প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো পাকিস্তানী টাকা মুক্তিফৌজের হাতে পড়ে। খবরে জানা যায়, ক্যাঃ রসিদের সঙ্গে আরও তিনজন পশ্চিমী ছিল। তারা সকলেই মুক্তিবাহিনীর হাতে খতম হয়েছে। আর পলাতক চৌকিদার বাহাদুর খান মেঘালয় সীমান্ত ডাওকিতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে।

পি টি আই সূত্রে আরও খবর : পাকসেনা শ্রীহট্টের বিস্তীর্ণ চাবাগিচা অঞ্চলের বাজার হাট সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অসামরিক বাড়িঘর আর বাগিচা শ্রমিক বস্তিও সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ চাবাগিচা মালিকদের প্রায় সকলেই হাঁটাপথে আসাম ও ত্রিপুরায় পালিয়ে গেছেন।

আওয়ামি লীগের জনৈক শীর্ষস্থানীয় নেতা পিটিআই প্রতিনিধিকে বলেন, পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক অবস্থা খুবই মর্মান্তিক। মারকিন আর চীনা যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে পাকসেনা সর্বত্র মৃত্যু আর ধ্বংসের লীলাখেলা খেলছে। ওদের এমন মরীয়া হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, খাদ্যাভাব। রেল ও সড়কপথ কেটে দেওয়ার জন্যে বিচ্ছিন্ন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন আকাশপথেও খাবার পৌঁছুচ্ছে না।

আজ দুপুরে পাকসেনাবাহিনী শ্রীহট্টের তিনটি ব্রিটিশ মালিকানাভুক্ত চা-বাগিচা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। সেই তিনটি বাগিচার নাম কেওয়াচোরা, লাখোরটোলা এবং কাদিম।

কোনারক মন্দিরে আলোক সজ্জার পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—রাত্রে দর্শকদের সুবিধার জন্য প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কোনারকের সূর্য মন্দিরকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ ঐ মন্দিরে দূরবীক্ষণ স্থাপনের ব্যবস্থাও করবেন বলে স্থির করেছেন।

কোনারকে গিয়ে যাতে পর্যটকরা রাত্রে থাকতে পারেন সূর্যমন্দিরের কাছে টুরিসট বাংলোর উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

—ইউ এন আই

মণিপুরকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যরূপে গণ্য করার দাবি

ইমফল, ১৫ এপ্রিল—মণিপুর পিপিলস পার্টির সভাপতি লোকসভার সদস্য শ্রী এস কৃষ্ণমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এক স্মারকলিপি পাঠিয়ে মণিপুরকে স্বশাসিত রাজ্যের মর্যাদা দেবার জন্য আবেদন করেছেন।

—ইউ এন আই

যুদ্ধের জের—পাক অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের আশংকা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—বাংলা দেশে যুদ্ধের আঘাতে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক জীবনও বিপর্যস্ত হতে চলেছে। ইসলামবাদের জংগীশাহী নিরুপায় হয়ে দেশের পাঁচসালা যোজনারও কাটছাঁট করছেন।

'পাকিস্তান টাইমসের' খবর, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পণ্য চলাচল বন্ধ হওয়ায় যে অর্থনৈতিক মন্দার আশংকা দেখা দিয়েছে, তার মোকাবিলার জন্য আগেভাগে কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি শিল্পে লগ্নীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বন্ধ রাখা হয়েছে। যোজনায় অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলিও নতুন করে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।

আপাতত যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায়, বাংলা দেশে যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং সেই সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্যও সংকুচিত হওয়ার আশংকা। এর ফলে বেসরকারি উদ্যোগে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে।

'পাকিস্তান টাইমস' আরও বলেছেন ঢাকায় পাক শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক ইতিপূর্বে যে সব ঋণ মঞ্জুর করেছেন, বাংলা দেশে যুদ্ধের ফলে তার বিলি বণ্টনে বিলম্ব ঘটবে। এর ফলে বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংকটের সম্মুখীন হবে। —ইউ এন আই

হ্যানিম্যান জয়ন্তী : রবিবার ভারত সভা হলে মহাত্মা হ্যানিম্যানের ২১৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিও সংঘ, হোমিও বিজ্ঞান পরিষদ, ও হাওড়া মেডিকেল ক্লাবের যুক্ত উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ জে এন সরকার। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব শ্রী এ কে সেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাঃ মুরারীমোহন মুখার্জি হ্যানিম্যানের জীবনী হোমিওপ্যাথির উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল 'হ্যানিম্যান ও হ্যানিম্যানোত্তর যুগে হোমিওপ্যাথিতে গবেষণা।'

নাগাভূমি বিধানসভার সদস্য জীপ দুর্ঘটনায় নিহত

কোহিমা, ১৫ এপ্রিল—নাগাভূমি বিধানসভার সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের সদস্য শ্রী এন টাকোমেরেন (৩২) এক জীপ দুর্ঘটনার ফলে নিহত হয়েছেন।

এখান থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে মোকোকচুং জেলার এই দুর্ঘটনা ঘটে। —ইউ এন আই

সি এম ডি এ বস্তি উন্নয়ন সূচী

সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য চীফ এঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি, ৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য, সংগতিপন্ন, অভিজ্ঞ বিল্ডিং ও স্যানিটারি ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে ৭ মে ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

কাজের দফার সংখ্যা হইবে তেষট্টি (৬৩) এবং মোট মূল্য হইবে ২৬৬ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক দফায় কাজের মূল্য হইবে ২½ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক দফার জন্য বায়নার পরিমাণ কাজের মূল্যের শতকরা দুই ভাগ। জোনের ঠিকানা, স্থানের নাম, দফার সংখ্যা এবং প্রত্যেক জোন অধীনে টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ :—

একজিঃ এঞ্জিনিয়ার : জোন	ঠিকানা	স্থান	মোট দফা	টাকার পরিমাণ
১। জোন—১	৪/১, মুর অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-৪০	টালিগঞ্জ খিদিরপুর চেতলা	২৭	১০৩ লক্ষ টাকা (আনুঃ)
২। জোন—২	১১৬সি, অরবিন্দ সরণি, কলি-৪	কাশীপুর পাইকপাড়া দমদম	৫	২০ লক্ষ টাকা (আনুঃ)
৩। জোন—৩	—ঐ—	হাওড়া	২০	৯৯ লক্ষ টাকা (আনুঃ)
৪। জোন—৪	১১৬সি, অরবিন্দ সরণি, কলি-৪	কামারহাটি বরানগর চাঁপদানি রিষড়া	১১	৪৪ লক্ষ টাকা (আনুঃ)
		মোট ...		২৬৬ লক্ষ টাকা (আনুঃ)

টেণ্ডার আহ্বানের বিস্তারিত নোটিস, স্পেসিফিকেশন, বিশেষ শর্তাবলী এবং দফার তপসিল ইত্যাদি একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ৪টার মধ্যে দেখা যাইবে।

স্বাঃ আর সি বসু,
চীফ এঞ্জিনিয়ার,
সি এম ডি এ।
১৬-৪-৭১

এই কফি দিয়ে এক কাপ তৈরী করতে শুধু একটি জিনিসের অভাব...

...আপনি

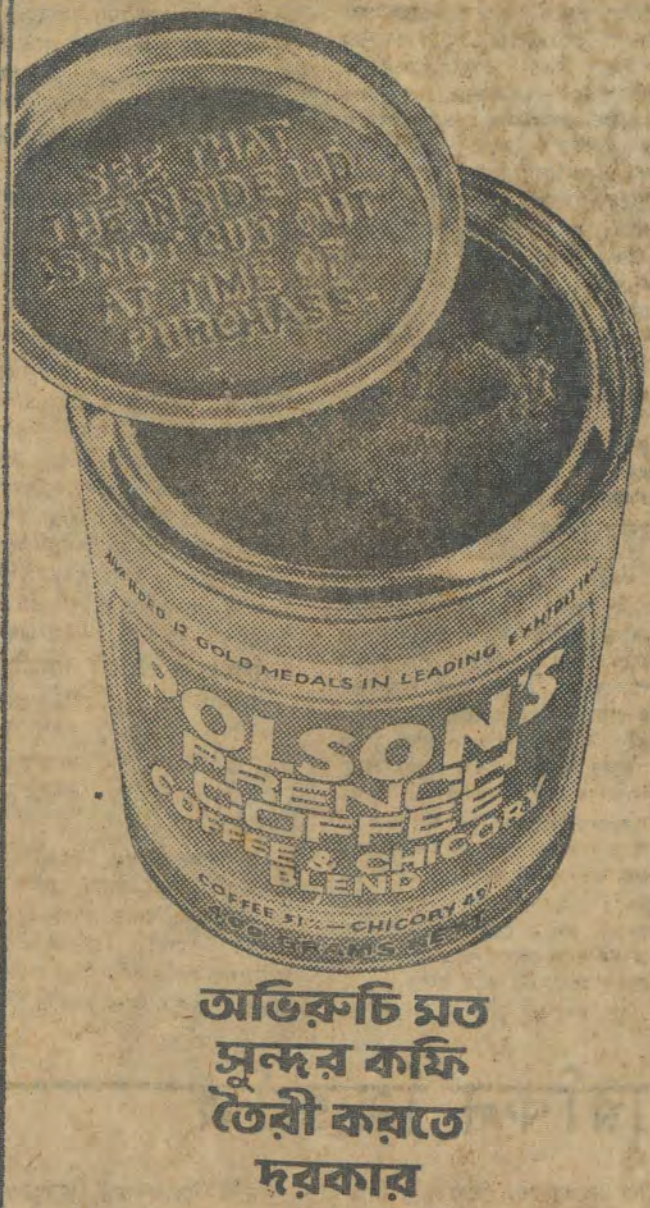

অভিরুচি মত সুন্দর কফি তৈরী করতে দরকার শুধু দু'টি মিনিট

Model courtesy: AIR INDIA

পলসনের ফ্রেঞ্চ কফি

স্বাদগন্ধে সমৃদ্ধ—স্বাদগন্ধে ভরপুর এই কফি পরিবেশনে আপনি গর্ব অনুভব করবেন।

everest/18/PL/Ben.

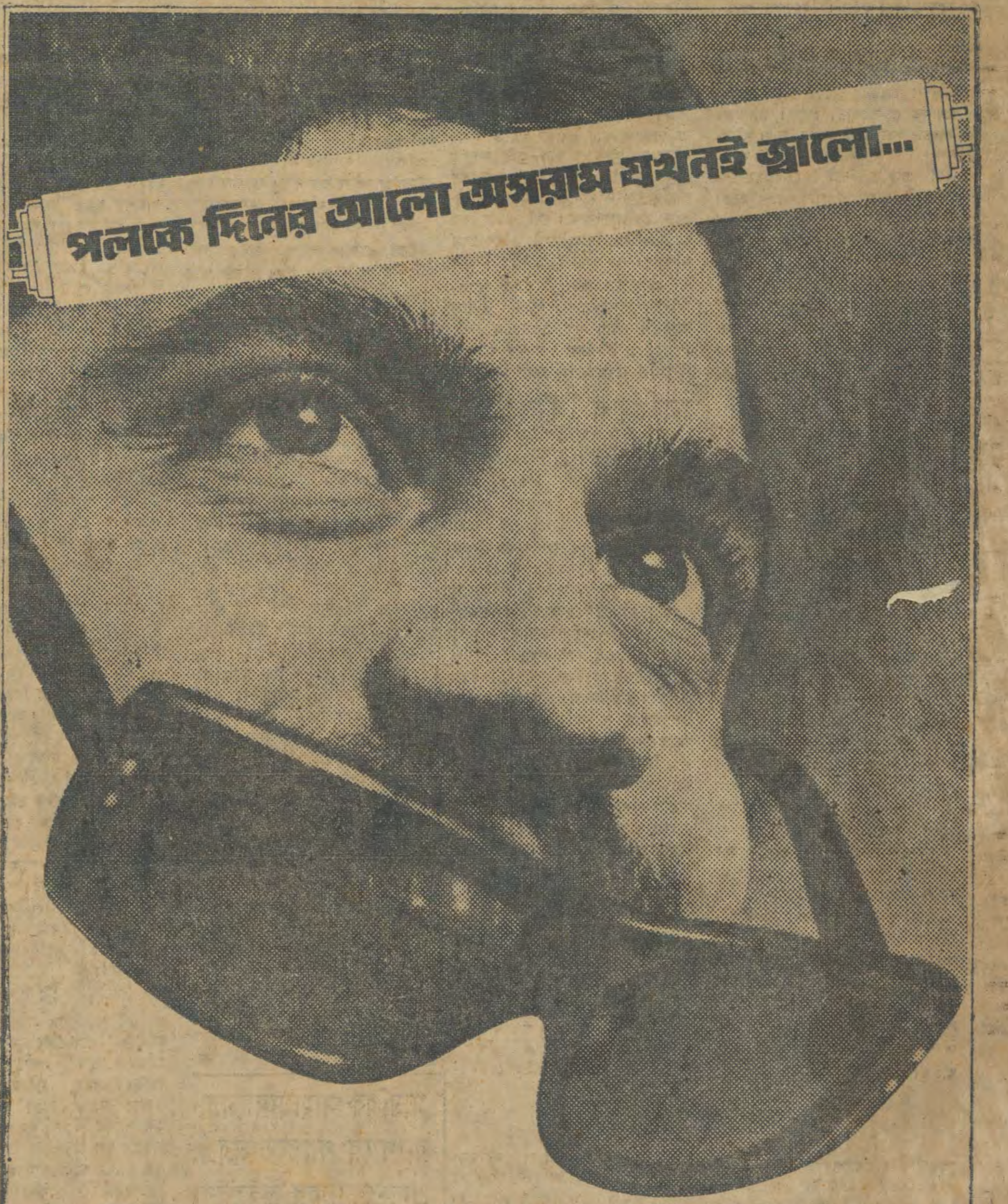

দিনের আলোর ঝর্ণা চোখ কভু ঝলসায় না!

এখন পাবেন এমন এক টিউব লাইট যা পরিষ্কার দিনের আলো ছড়িয়ে দেবে সারা ঘরে। স্নিগ্ধ আলো যাতে চোখ ঝলসায় না। অতিরিক্ত জ্বলজ্বলে আলো কিম্বা ম্যাটম্যাটে ছায়ার রেখা নিয়ে আপনার কোন দুশ্চিন্তা বা মাথাব্যথা কিছুই হবে না। এই স্নিগ্ধ দিনের আলো পাবেন কারণ প্রত্যেকটি অসরাম টিউবের ভেতরটা উন্নতমানের এক ফ্লুরেসেণ্ট পাউডার দিয়ে আস্তর করা আছে। এরপর থেকে অসরাম টিউব লাইট-ই লাগাবেন। ৫ গুণ আলো পাবেন—আর তা'ও সাধারণ আলোর চেয়ে ততগুণ কম খরচে। দিনের মতই রাত্রেও সবকিছুই সেরা স্নিগ্ধ আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাবেন। অসরাম টিউবের সঙ্গে পাবেন এরই নিজস্ব জি ই সি নিখুঁত মানানসই ফিটিং, আগেই সম্পূর্ণ তারের ব্যবস্থাসহ পলিয়েস্টার চোক, স্টার্টার আর লক-ইন-ল্যাম্প হোল্ডার। সব কিছুই সঙ্গে সঙ্গে লাগানো যায়। এসব তৈরীর পেছনে আছে জি ই সি'র বিশ্ববিখ্যাত কারিগরী।

রাতের আঁধারে দিনের আলো অসরাম টিউব যেথায় জ্বালো

G.E.C. Osram

দিনটাস-OTL. 4-210 BG

Trademark G.E.C and Osram Permitted User—The General Electric Company of India Limited.

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

শনিবার, ৩ বৈশাখ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

ভয় দেখিয়ে একটা প্রকাণ্ড জাতকে কেউ শাসন কর্ত্তে পার্ব্বে না। তা'রা ইচ্ছা ক'রে যদি অধীন থাকে ত থাকবে; আর যদি সমস্ত জাতি বিরক্ত হয়, ত তাদের শুদ্ধ মিলিত উষ্ণনিশ্বাসে শাসকের সাম্রাজ্য উড়ে যাবে। —দ্বিজেন্দ্রলাল

বিব্রত বন্দরনায়ক

বাস্তব যে অনেক সময় কল্পনাকেও ছাড়াইয়া যায় সিংহলে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা তাহারই প্রমাণ। সে দেশে এখন যে সরকার ক্ষমতায় আসীন সেটি বামপন্থী তো বটেই অতি-উগ্র বাম ছাড়া তাবৎ প্রগতিপন্থী দলই সে সরকারের সঙ্গে জড়িত। পুরাতন সমাজের পরিবর্তন ঘটাইতে তাঁহারা এতই উৎসুক যে সাবেক সংবিধানও চালু রাখিতে তাঁহারা নারাজ। তবুও সেই প্রগতিবাদে বিশ্বাসী সরকারের উচ্ছেদের নিমিত্ত সিংহলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন হইয়াছিল এমনই অদৃষ্টের পরিহাস। সে আয়োজন অবশ্য সফল হয় নাই—তাহাকে ব্যর্থ করিবার জন্য সরকারের কঠোর ব্যবস্থায় ফল ফলিয়াছে। কিন্তু অবস্থা এতদিনেও যে পুরাপুরি আয়ত্তে আসে নাই তাহাতেই বোঝা যায় ব্যাপারটা হাসিতামাসা করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার মত নয়। সরকারের আসরে নামিতে আর একটু বিলম্ব হইলেই বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করিয়া লইতে পারিত।

ব্যাপারটা এত সঙীন হইয়া ওঠার মূলে আছে সিংহল সরকারের আত্ম-তুষ্টির মনোভাব ও অসতর্কতা। নির্বাচনে বিপুল জয়লাভে তাঁহারা এতই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল তাঁহাদের বৈরী বলিতে কেহ নাই এক পরাজিত প্রধানমন্ত্রী ডাডলে সেনানায়কের মুষ্টিমেয় দক্ষিণপন্থী সমর্থক ছাড়া। শ্রীমতী বন্দরনায়কের শত্রুরা যে বামপন্থী [illegible] বাড়িতেছিলেন সে জ্ঞান তাঁহারও ছিল না, তাঁহার অনুগামীদেরও নয়। দক্ষিণপন্থীদের উপর তাঁহার এমনই আক্রোশ যে উগ্র বামকে সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোক্তা জানিয়াও তিনি প্রকাশ্য জনসভায় তাহার জন্য দায়ী করিয়াছিলেন সিংহল সংসদে বিরোধী দল-ভুক্ত-জাতীয় দলকে। সে দল নিঃসন্দেহে বন্দরনায়ক সরকারের পতন ঘটাইতে চায়—গণতন্ত্রে সর্বত্রই বিরোধী দলের ওই লক্ষ্য। কিন্তু সে লক্ষ্যে তাহারা পৌঁছাইতে চায় গণতান্ত্রিক পথে। সিংহলী বিরোধী দলের মতিগতিও ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমতী বন্দরনায়ককে পারিলে নির্বাচনী রণে পরাস্ত করিয়াই তাহারা ক্ষমতা দখল করিতে চায়।

সিংহলের মতো ক্ষুদ্র দেশে এমন একটা গভীর চক্রান্তের সন্ধান না পাওয়া সরকারের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। সংবাদ যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখিতেছি বিপ্লবীরা কল্পনার ফানুস ওড়াইয়া বিপ্লব ঘটাইতে চায় নাই, তাহারা রীতিমত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এ ছাড়া ঘরে তৈয়ারি বোমার মতো স্বদেশী অস্ত্রের তাহাদের অভাব ছিল না। বেশ বোঝা যায় তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়াই অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, রাতারাতি আবেগে অভিভূত হইয়া কিছু করে নাই। তবুও যে তাহাদের এমন বৃহৎ পরিকল্পনার সামান্য হদিশও সরকার পান নাই সেটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। সম্ভবত শ্রীমতী বন্দরনায়ক মনে করিয়াছিলেন দেশের যখন তিনি অবিসংবাদী নেত্রী তখন তরুণেরা নিশ্চয়ই তাঁহার পক্ষে। অতএব তাহাদের দিকে নজর না দিয়া প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের উপর যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার আসন কেহই টলাইতে পারিবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার দশা হইয়াছে গল্পের সেই একচক্ষু হরিণের মতো। যে দিকে তিনি নজর দেন নাই বিপদ আসিয়াছে সেই দিক হইতেই। তাঁহার হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল দক্ষিণপন্থীরা নয়, বামপন্থীরা, প্রৌঢ়-বৃদ্ধেরা নয় তরুণ-তরুণীরা, শুধু তাঁহার স্বদেশবাসীরা নয়, বিদেশীরাও। ওই বিদেশীরা দরাজ হাতে সাহায্য না করিলে বিদ্রোহীরা এমন একটা কাণ্ড বাধাইতে পারিত না যাহাতে প্রধানমন্ত্রীর আসন টলটলায়মান হইয়া ওঠে। উত্তর-কোরিয়ার সঙ্গে শ্রীমতী বন্দরনায়ক কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন, চীনের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সময়ে সাবধান হইলে এতটা কঠোর তাঁহাকে হইতে হইত না, সঙ্কটও এমন ঘনীভূত হইত না। তবু ভাল সুমতি তাঁহার শেষ পর্যন্ত হইয়াছে—কে মিত্র, কে শত্রু তিনি চিনিয়াছেন এবং মিত্ররাষ্ট্রগুলির সহায়তায় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তবে শেষ রক্ষা করিতে গেলে আদর্শবাদের জাবর না কাটিয়া তাঁহাকে কঠিন মাটিতে পা দিতে হইবে—অশান্তির মূল কারণ যে বৈষয়িক অবনতি সেটা দূর করিতে না পারিলে চূড়ান্ত জয় তাঁহার হইবে না।

ত্রাণ : মানবতার দাবি

ইয়াহিয়া খাঁ এবং তাঁহার সাকরেদ ভুট্টো সাহেব যখন সমস্বরে চেঁচাইয়া চলিয়াছেন যে, পূর্ববাংলার নরমেধ পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার, তখন সীমান্তের এপারে আমাদের ঘরে অগণিত আশ্রয়প্রার্থী। প্রতিদিনই তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। তাঁহাদের জন্য খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, ঔষধ চাই; চাই সাময়িক আশ্রয়ও। ভারত সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ববাংলার মানুষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হইবে। সুতরাং প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা—তিন রাজ্যেই সীমান্তে নানা সাহায্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ত্রাণের দায়িত্ব এখনও প্রধানত বে-সরকারী হাতে। তাঁহাদের আন্তরিকতা যতই থাকুক, সাধ্য সীমাবদ্ধ। আর আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা এবং প্রকৃতি দুই-ই বোধ হয় বে-সরকারী উদ্যোগের পরিধির বাহিরে। আগন্তুকদের মধ্যে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরাও অবশ্যই উঁকি দিতে পারেন।

সুতরাং, ত্রাণের দায়িত্ব ভারত সরকারকে নিজের হাতেই তুলিয়া লইতে হইবে। বে-সরকারী নানা সংস্থা সহযোগীর ভূমিকা লইতে পারে মাত্র। তবে কথা এই, দায়িত্ব কি শুধু ভারতের? বাংলা দেশের অসহায় নরনারীর জন্য অনেক দেশই কাঁদিতেছে। রাজনৈতিক প্রশ্নে অবশ্যই দেশে দেশে মতভেদ আছে, কিন্তু দুই একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম বাদ দিলে মানবিকতার প্রশ্নে কিন্তু প্রায় সব দেশই একমত। রাষ্ট্রপুঞ্জে কোনও কোনও দেশ নাকি ত্রাণকার্যের সুযোগের জন্য দরবারও শুরু করিয়াছে। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক প্রয়াসের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে বিতাড়ন করিয়া পাকিস্তান সরাসরি জানাইয়া দিয়াছে বাংলা দেশের মানুষকে হত্যা করাই তাহার সংকল্প। সুতরাং উ থান্ট কবে ইয়াহিয়াকে রাজী করাইতে পারিবেন, "অক্সফাম" বা রেডক্রস কবে পিণ্ডি হইতে অনুমতিপত্র লাভ করিবে—সেই আশায় বসিয়া থাকার অর্থ বাংলা দেশের কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর পরিবেশে ফেলিয়া রাখা। সেই অমানুষিক কাণ্ড ঘটিতে দিলে, সেটা হইবে চরম অপরাধ।

সরকারের উচিত অতএব, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রতিনিধিরা ঢাকায় যাওয়ার অনুমতি না-পাইতে পারেন, কিন্তু পশ্চিম বাংলার সীমান্তে আসার পথে বাধা কোথায়? পূর্ব বাংলার প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য দেশের ত্রাণকর্মীদেরও নিশ্চয় উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে আহ্বান করা যাইতে পারে। সত্য, যাঁহারা এখনও সীমান্ত পার হইতে পারেন নাই, সাহায্যের প্রয়োজন তাঁহাদের আরও বেশী। স্বাধীন বাংলা দেশের সরকার সে-কারণেও নিজেরাও এক রেডক্রস সমিতি গঠন করিয়াছেন। বিদেশীরা ত্রাণসামগ্রী তাঁহাদের কাছেও পাঠাইতে পারেন। অবশ্য সেটা খুব সহজ কাজ হইবে না। পাক হানাদাররা সে-চেষ্টা বানচাল করিবার চেষ্টা করিবেই। নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে পাক-সরকারের আচরণও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেবারের ঝড়ে মরিয়াছে বাংলার মানুষ, এবারের ঝড় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদেরই উড়াইয়া লইয়া যায় যায়। ফলে তাহারা এবার আরও মরিয়া। এমতাবস্থায় বাংলা দেশের মানুষকে সাহায্য করিতে হইলে তাহার আগে আরও কিছু করণীয় আছে বোধ হয়। সেটা আর কিছু নয়, স্বাধীন বাংলার এলাকার সঙ্গে এই দেশের যোগাযোগ-পথগুলি মুক্ত রাখা। সেটা কীভাবে সম্ভব জানি না, কিন্তু মানবতার দাবি ইহাই।

বর্বরের ব্যবহার

শিলাইদহের কুঠিবাড়ির খবর আগেই মিলিয়াছিল। এখন জানা গেল, পাক সেনারা সাংস্কৃতিক-স্মৃতি-বিজড়িত আরও একটি বাড়িকে বিনষ্ট করিয়াছে। কুমিল্লা শহরে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর অনুজ স্বর্গত ওস্তাদ আয়েত আলি খাঁ যেখানে বাস করিতেন, বাড়ি না বলিয়া তাহাকে একটি পবিত্র স্মৃতিতীর্থ বলাই ভাল। প্রাচীন সংগীতের নথিসহ বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুঁথি সেখানে সযত্নে রক্ষিত ছিল। কিন্তু অমূল্য সেই ঐশ্বর্য আর এখন নাই। যেমন সেই সুরস্রষ্টার গৃহটিকে, তেমনি তাঁহার পুস্তক ও পুঁথির বিশাল সংগ্রহকেও পাক সেনারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সংবাদটা বেদনাদায়ক, কিন্তু বিস্ময়কর নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাক করিয়া যাহারা কামান দাগিয়াছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে যাহারা বোমা ফেলিয়াছে, এবং পণ্ডিত, অধ্যাপক, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের পাইকারীভাবে হত্যা করিতে যাহাদের হাত কাঁপে নাই, অন্য আর কোন্ আচরণ তাহাদের কাছে আশা করা যায়? বর্বরের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই তাহারা করিয়াছে। তাহা না-করিলেই বরং বিস্ময়ের কারণ ঘটিত।

নির্বোধ বর্বরতার দৃষ্টান্ত যে এই প্রথম দেখা যাইতেছে, তাহাও নয়। ইতিহাসের যে-কোনও ছাত্র বলিয়া দিবেন, পৃথিবীর নানা দেশে নানা নামে ইহার আগেও অসংখ্যবার এই বর্বরদের দেখা গিয়াছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনগুলিকে নির্বিচারে ধ্বংস করিতে তাহাদের বিবেকে বাধে না। বস্তুত বিচারবুদ্ধি আর বিবেকের বালাই নাই বলিয়াই হয়ত ধ্বংসে তাহাদের এত আনন্দ, সংহারে তাহাদের এত উল্লাস। আজ যাহারা শিলাইদহের কুঠিবাড়ি ও কুমিল্লার ওই সংগ্রহশালা ধ্বংস করিয়াছে, ভিন্ন নামে ও ভিন্ন পরিচয়ে তাহারাই বার বার আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারকে ধ্বংস করিয়াছিল। আজ যাহারা ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলা আর বোমার লক্ষ্য করিয়াছে, ভিন্ন নামে আর ভিন্ন পরিচয়ে তাহারাই একদা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভস্মীভূত করিয়াছিল। তাহারাই একদা এলিফ্যান্টার ত্রিমূর্তিকে তাক করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছে; তাহারাই একদা ইউরোপের জ্ঞানী-সমাজকে ঘরছাড়া করিয়াছিল। ভিন্ন নামে তাহারাই সর্বযুগে বই পোড়ায়, মূর্তি ভাঙে, জ্ঞানীর হাতে বিষের ভাণ্ড আগাইয়া দেয়।

পুঁথি আর পুস্তকের শত্রু কি শুধু উই আর ইঁদুর! চিত্র আর ভাস্কর্যের শত্রু কি শুধু তস্কর আর লোনা হাওয়া? তা নিশ্চয় নয়। শত্রু আরও অনেক। সবচাইতে বড় শত্রু সেই অসভ্য বর্বরের দল, নিজেরা অসভ্য বলিয়াই যাহারা শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে সহ্য করিতে পারে না। সভ্য মানুষ তিলে তিলে যাহাকে গড়িয়া তোলে, এবং গড়িয়া তোলাকেই মনুষ্যত্ব বলিয়া মনে করে, অসভ্যের আক্রমণে নিমেষে তাহা ধূলায় লুটায়। মাসিডনের সেনারা যখন থীবস লুণ্ঠন করিয়াছিল, কবি পিণ্ডারের বাড়িটিতে তাহারা তখন হাত দেয় নাই। দিবার উপায় ছিল না। আলেকজাণ্ডার বলিয়া দিয়াছিলেন, পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত ওই বাড়িটিতে হাত দেওয়া চলিবে না। কিন্তু পাক ফৌজ যে নেতৃত্বের নির্দেশে চালিত, সেই নেতৃত্বও সমান বর্বর; কবি, শিল্পী, পণ্ডিত-সুরস্রষ্টার কোনও পৃথক মূল্য তাহাদের কাছে নাই। তাহাদের আচরণ দেখিয়া মনে হয় যে, ইতিহাসে-ধিকৃত সেই বর্বরেরা আবার নরক হইতে ফিরিয়াছে, এবং নূতন নামে জন্ম লইয়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সুরুচির দিকে কামান তাক করিয়া হাসিতেছে।

যৎকিঞ্চিৎ

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইলে রাহাজানি, হত্যা ও দুর্বৃত্তপনায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গবাসী আশা করিয়াছিল, অবস্থার উন্নতি হইবে। হিংস্র বর্বরতা ও বেপরোয়া দুর্বৃত্তপনা একেবারে বন্ধ না হউক অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। গরম গরম বুলি শুনা গিয়াছে, নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তিত হইয়াছে, পুলিসকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, বর্বরতা ও দুর্বৃত্তপনার দাপাদাপি কিন্তু কমে নাই। নির্বাচনের পরে রাজ্যে সরকার গঠিত হইলে রাজ্য সরকার বলিয়াছেন, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করাই হইবে তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। প্রধানমন্ত্রীও পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করা হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলিতে হইতেছে, রাজ্যে রাজনৈতিক হিংস্রতা তো নয়ই সাধারণ দুর্বৃত্তপনাও বড় একটা হ্রাস পায় নাই। বরং মনে হইতেছে, রাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে চালেঞ্জ করিয়া যেন সবরকমের অনাচার বুক ফুলাইয়া চলিতেছে। অবশ্য রাজ্য সরকারের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে এত দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হইবে না। কিন্তু পুলিস সম্বন্ধে সে কথা চলে কি? অন্যান্য দুর্বৃত্তপনার কথা ছাড়িয়া দিলেও ট্রেনে ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি দমনেও পুলিসী তৎপরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। গত বুধবার ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডু স্টেশনের মধ্যে ট্রেনে যে ডাকাতি হইয়াছে এখন পর্যন্ত সে সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তার পরেই গত বৃহস্পতিবার বিকালে নৈহাটি-গামী একটি মালগাড়ি থামাইয়া দুর্বৃত্তেরা চাল ও সিমেন্টের বস্তা লুঠ করিয়াছে। সে সম্পর্কেও কেহ গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। ইহার কোনটাই কি পুলিসী কর্মকুশলতার পরিচায়ক?

রাজ্য-রাজনীতি / বরুণ সেনগুপ্ত

মুক্তিযোদ্ধারা শেষপর্যন্ত জিতবেনই; কারণ ওরা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছেন

যাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, বাংলা দেশের মুক্তিফৌজ খুব তাড়াতাড়ি পাক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে গোটা দেশটাকে নিজ দখলে নিয়ে আসতে পারবেন তাঁদের মধ্যে এখন কিছুটা নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠেছে। সীমান্তের বড় বড় শহরগুলিতে পাক সেনাবাহিনী যত এগিয়ে আসছে ততই তাঁরা আশংকিত হয়ে উঠছেন, ততই তাঁরা মনে করছেন—তাহলে বোধ হয় মুক্তিফৌজ আর পারলেন না।

কিন্তু এভাবে হতাশ হওয়ার মত এখনও কিছু ঘটেনি। এটা মনে করা যেমন আমাদের অনেকেরই ভুল হয়েছিল যে মুক্তি সেনাবাহিনী খুব তাড়াতাড়ি পাক সেনাদের পর্যুদস্ত করতে পারবেন, তেমনি এটা ধরে নেওয়াও ভুল এবং অযৌক্তিক যে, পাক সেনারা গত কয়েকদিনে যেভাবে এগিয়েছে তাদের সেই অগ্রগতি তারা অব্যাহত রাখতে পারবে অথবা বিভিন্ন ঘাঁটিতে দখল অটুট রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। লড়াইয়ে জয় পরাজয় সব সময়ই থাকে। লড়াইয়ে কখনও এগোতে হয়, কখনও বা পিছোতে হয়। লড়াইয়ের কলাকৌশলে শিক্ষিত এবং অঢেল অস্ত্রে সজ্জিত প্রায় আশি হাজারের একটা বাহিনীকে চট করে পর্যুদস্ত করা এত সহজ নয়। বিশেষ করে, একটি অসংলগ্ন আধা সামরিক বাহিনীর পক্ষে—যাঁদের হাতে ভারী অস্ত্র বলতে তেমন কিছু নেই, যাঁদের হাতে গুলি গোলা খুবই কম।

বাংলা দেশে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইটা চালাচ্ছেন কারা? চালাচ্ছেন প্রায় ৪০-৫০ হাজারের একটা অসংলগ্ন আধা সামরিক বাহিনী। এতে পুরো সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত আছেন শুধু ই বি আর অর্থাৎ পাক সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈনিকরা। বিদ্রোহের ভয়ে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের অনেককেই আগে ভাগে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলায় ছিলেন মাত্র হাজার পাঁচেক। আধা সামরিক বাহিনীর প্রধান হলেন ই পি আর অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস। ই পি আরের মধ্যেও অফিসাররা এবং অস্ত্রচালকরা অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। তারা অধিকংশই অস্ত্র-শস্ত্র সহ গিয়ে যোগ দিয়েছেন পাক-সেনাবাহিনীর সঙ্গে। যারা মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন তদের মধ্যে খুব অল্প লোকই মেসিনগান বা মরটার চালাতে জানেন। তাঁদের অধিকাংশের হাতে ছিল সেই পুরানো ৩০৩ রাইফেল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ই পি আর পরিচালনার ভার কখনও বাঙালীর হাতে দেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ই পি আরের বাঙালী সিপাইকে কখনও ভারী অস্ত্র চালাতে শেখায়নি। মুক্তি বাহিনীতে আর আছেন মোজাহিদ, আনসার এবং পুলিশ। এদেরই বা অস্ত্রশিক্ষা কতটুকু! মোজাহিদরা আরও একটা বাড়তি অসুবিধায় পড়েন গোড়া থেকেই। তাঁদের হাতে ছিল সব চীনা রাইফেল—যে রাইফেলের গুলি পাক সেনাবাহিনীর হাতে।

মুক্তি বাহিনীতে এরা ছাড়া আর ছিলেন ছাত্র ও যুবকরা। তাঁরা লড়াই করতে এসেছিলেন হাজারে হাজারে। যে যা পেয়েছিলেন তাই নিয়েই। আমি যশোর শহরে গিয়ে দেখেছি ছাত্র ও যুবকরা লোহার রড হাতে নিয়ে পাক সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এই যে মুক্তি বাহিনী তার পক্ষে অস্ত্রে সজ্জিত একটা বিরাট বাহিনীকে চট করে পর্যুদস্ত করা সম্ভব নয়। তাঁরা প্রথম প্রথম বহু ক্ষেত্রে পরাজিত হবেন, তাঁরা হাজারে হাজারে প্রাণ হারাবেন, তাঁদের যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা জিতবেনই। কারণ, তাঁরা মুক্তি যুদ্ধ লড়ছেন। কারণ, সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের সমর্থক। কারণ, পাক সেনাবাহিনী স্রেফ একটা দখলদার বাহিনী। কারণ মুক্তি সৈনিকদের এবং বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকদের মনোবল বিরাট—তাঁরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

*

এই লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাই মুক্তি সেনাদের শিক্ষিত সৈনিক করে তুলছে। প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞতা তাঁরা পরবর্তী ধাপে কাজে লাগাচ্ছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যাঁরা অনেকে ২৭ তারিখ বিকেল পর্যন্তও নির্দেশের অভাবে চুপ করে বসে ছিলেন, ২৫ বা ২৬ তারিখ যাঁরা অনেকে স্রেফ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের হুকুমে মরটার ও মেসিনগান হাতছাড়া করেছেন আজ তাঁরা কত সতর্ক, আজ তাঁরাই কীভাবে নেতৃত্ব দিতে এগোচ্ছেন, আজ তাঁরাই কীভাবে গেরিলা কায়দায় পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন।

অতর্কিতে আক্রমণ হানার কায়দায় ওরা এখন কতটা অভিজ্ঞ তার একটা দিক শুধু তুলে ধরেছি। যেহেতু ব্যাপারটা আর গোপন নয়, তাই সত্যি কথাটা এখন জানান যায়। মুক্তিবাহিনী যখন প্রথম তিন চার দিনের লড়াইয়ের পর দেখলেন যে, পাকবাহিনীর সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করে সাফল্য অর্জন করা কঠিন, তখন তাঁরা শত্রুপক্ষকে বিপথ চালিত করার একটা নতুন কায়দা ধরলেন। তাঁরা পাক সেনাদের কাছে ভুল খবর পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাঁদের বেতার যন্ত্র বেশি নেই যে তাতে ভুল খবর বলে শত্রুপক্ষকে বেকায়দায় ফেলবেন। কোনও বাঙালীর মাধ্যমে পাকসেনাবাহিনীর কাছে ভুল খবর পৌঁছবারও পথ নেই, কারণ ওরা বাঙালী দেখলেই গুলি করে হত্যা করে। তখন তাঁরা একটা নতুন পথ ধরলেন। তাঁরা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র মারফত মুক্তিবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল খবর প্রচার করতে লাগলেন। পাক-সেনাবাহিনী জালে পা দিল। তারা সেইভাবে অগ্রসর হল। কিন্তু কিছুই পেল না। তারপর তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ হানলেন মুক্তিফৌজ।

এইভাবে তাঁরা বহু পাক সেনাকে ঘায়েল করেছেন। মুক্তিফৌজের পরিচালকরা এখন বেশ হাসতে হাসতেই বলেন : আর ও কায়দা খাটছে না। ওরা বুঝে গিয়েছে। এখন তাই ওরা আর কোনও 'খবরের' উপর ভরসা করে এগোয় না।

এটা অভিজ্ঞতার শিক্ষা। এই রণকৌশল মুক্তিফৌজ ট্রেনিং স্কুল বা কলেজে শেখেনি। শিখেছে রণাঙ্গনে। এমনিভাবে বাংলা দেশের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ লড়াইয়ের কায়দা শিখছেন। শিখছেন অস্ত্র চালনা। শিখছেন পথঘাট অচল করে দেওয়ার কলাকৌশল। শিখছেন অল্প লোক দিয়ে অতর্কিতে বিরাট সশস্ত্র বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার কায়দা। খুব দ্রুত তাঁরা শিখছেন। কিন্তু তবু সময় লাগবে। দু-চার সপ্তাহে এ ধরনের লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হতে পারে না। এ লড়াই চলবে। এ লড়াইয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত জয় কিছুতেই হতে পারে না।

*

এই লড়াইয়ে আমাদের অর্থাৎ আমরা যাঁরা বাংলা দেশের পূর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরে বাস করি, তাদেরও বিরাট ভূমিকা আছে। বাংলা দেশের সংগ্রামী মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী অনেক কিছু করছেন। কী কী করছেন, তা নিশ্চয়ই ঢাক পিটিয়ে বলা হবে না। তবে এটা বিনাদ্বিধায় বলা যায়, বিশ্বের বহু মানবদরদী নেতার চেয়ে এক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা কম নয়।

সরকার ছাড়া সাধারণ মানুষেরও অনেক কিছু করতে হবে। আজ সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমাদের দেখতে হবে তা হল, বাংলা দেশের অর্থনীতি যেন ওপার ও এপারের কিছু অসাধু লোকের হাতে গিয়ে না পড়ে। ওপারের স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই বিধ্বস্ত ওপারের ব্যবসাবাণিজ্যও। শহর ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামে। গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর তাই বিরাট চাপ। গ্রামে গ্রামে খাদ্যাভাব। অভাব কেরোসিন, দেশলাই, টর্চের ব্যাটারী, মোমবাতি, ওষুধপত্র প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের।

আমাদের সরকার চান আর না চান, এ সব জিনিস এপার থেকে ওপারে যাবে। ওপারের লোকদেরও দেখতে হবে, আমাদেরও দেখতে হবে, যাতে না এ নিয়ে বিরাট কালোবাজারী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওপারে এবং এপারে আঞ্চলিক কমিটি গড়ে তুলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায়। এবং, তা করতেই হবে।

আবার, ওপারের বহু কাঁচামালও এপারে আসবে। আসবে মাছ, আসবে পাট। আগেও আসত। এখন অনেক বেশি করেই আসবে। ওপারের উৎপাদকরা যাতে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত না হন, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এ ব্যাপারেও ওপার এবং এপারের আঞ্চলিক কমিটিগুলি সক্রিয় হলে ফাটকাবাজদের জব্দ করা কঠিন হবে না। আমরা যেন ভুলে না যাই, নেপালের সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকে যে ভারত-বিরোধী, তার প্রধান কারণ, অসাধু ব্যবসায়ীদের ক্রিয়াকলাপ। পূর্ববাংলার বিপন্ন চাষী যেন এদের শিকার না হন। ওপারে যেন এরা নিজস্ব দালালবাহিনী না সৃষ্টি করতে পারে।

দুই দেশের সরকারকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। দুই দেশের মানুষকেও এই ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। শুধু ভাবাবেগে চলবে না। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ওপার ও এপারের মানুষকে এগোতে হবে। তাহলে বাংলা দেশকে কেউ পদানত করতে পারবে না।

আন্তর্জাতিক

সিংহলে রাষ্ট্রদ্রোহ

ভারতের পূর্ব সীমান্তের অপর পারে একটি মুক্তিকামী জাতি যখন রাষ্ট্রীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অকাতরে রক্ত ঢালছে, সেই সময় ভারতের দক্ষিণে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ভাঙ্গার জন্য আঘাত আরম্ভ হয়েছে। আঘাত উগ্রপন্থী অভ্যন্তরীণ দুষ্টশক্তির; এই অতর্কিত আঘাতে সিংহলের বামপন্থী সরকার এখন খুবই বিব্রত। আক্রমণকারীরা মাওপন্থী, না চে-গুয়েভারাপন্থী, না মাও-গুয়েভারা যৌগিক মতবাদের অনুগামী, তা স্পষ্ট নয়। এরা সিংহলে প্রকাশ্যেই সংগঠন গড়েছে; জনতা বিমুক্তি পেরামুনা নামে পরিচিত এদের সংস্থা প্রকাশ্যে প্রচার চালিয়েছে, সাধারণ নির্বাচনে সক্রিয় অংশও নিয়েছে। সেই সঙ্গে এরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে ভাবপ্রবণ তরুণদের দলভুক্ত করেছে, অস্ত্র জুটিয়েছে এবং সরকারী ঘাঁটিতে আঘাতের ব্যাপক পরিকল্পনা এঁটেছে। সিংহলের বামপন্থী সরকার উগ্রতম বামপন্থীদের এই ভয়ঙ্কর আয়োজনের খবর রাখেন নি, রাখলেও খুব কমই রেখেছেন।

শ্রীমতী বন্দরনায়কের শ্রীলংকা ফ্রিডম পারটি এবং ট্রটস্কিপন্থী কমিউনিস্টদের কোয়ালিশন সরকার সিংহলে। তাঁরা মনে করেছিলেন—সিংহলকে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে পরিণত করে, বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করে, ব্যক্তিগত আয়ের সীমা নির্ধারণ করে এবং মুদ্রা-বিমুল্যায়নের (ডিমনিটাইজেশনের) আদেশ দিয়ে যথেষ্ট বাম নীতির পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন এবং এতেই উগ্রপন্থীদের প্রচার-পাল চুপসে যাবে। কিন্তু এইভাবে রোমান্টিক রাজনীতি থেকে ভাবপ্রবণ তরুণদের বিমুখ করা যায় না, যায়ওনি—বন্দরনায়ক সরকারকে আত্মসন্তুষ্টির উচ্চ মূল্য দিতে হচ্ছে। মারচ মাসের মাঝামাঝি উগ্রপন্থী তৎপরতার আভাস পেয়ে গোটা রাজ্যে বন্দরনায়ক সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন, জনতা বিমুক্তি পেরামুনার নেতা রোহন উইজিরাকে সাময়িকভাবে গ্রেফতার করা হয়, ব্যাপক তল্লাসী চালিয়ে কিছু অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছিল। সরকার মনে করলেন—এই যথেষ্ট; এতেই উগ্রপন্থীরা শায়েস্তা হবে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বন্দরনায়ক সরকারকে স্তম্ভিত করে দিল এক সঙ্গে পঁচিশটি থানায় এবং বিভিন্ন সরকারী ভবনে উগ্রপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমণ, জায়গায় জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। এবার সরকার বিদ্রোহ দমনে তাঁদের প্রায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন—স্থল সৈনাকে সাহায্য করার জন্য বিমান থেকে বোমা ও যুদ্ধ জাহাজ থেকে গোলা বর্ষিত হল; চব্বিশ ঘণ্টার সান্ধ্য আইনে সমস্ত নাগরিককে ঘরে আটকে সামরিক বিভাগের তৎপরতা চলল। ইতিমধ্যে দু পক্ষে হতাহত হয়েছে অনেক। কিন্তু সরকার পক্ষের এক সপ্তাহের চেষ্টায় বিশেষ ফল হয়নি—এখনও দক্ষিণ ও মধ্য সিংহলের বিস্তৃত এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে ও চা বাগিচায় আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহীরা রাত্রির অন্ধকারে আক্রমণ চালাচ্ছে। সরকার বুঝেছেন—এ বিদ্রোহ শীঘ্র দমন করা যাবে না; তাঁরা এখন বাইরে থেকে হালকা অস্ত্র ও হেলিকপটার জোগাড় করেছেন।

পরবর্তী সংবাদ আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সিংহলের উত্তর কোরীয় দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিদেশী রাষ্ট্রের অনিষ্টকর হাত এই অশান্তির মূলে রয়েছে বলে সরকার পক্ষের সন্দেহ।

—অক্রুর গুপ্ত

বিহার আদি কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ

পাটনা, ১৬ এপ্রিল—বিহার প্রদেশ আদি কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় ত্যাগ করেছেন। দলের সহ-সভাপতি শ্রীমহেশপ্রসাদ সিংহ এ-খবর জানান। —পি টি আই

মানবিক সাহায্যদানের ব্যাপারে পাকিস্তানের অদ্ভুত যুক্তির অবতরণা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—মানবিক সাহায্যদানের ব্যাপারে পাকিস্তানের দিক থেকে অদ্ভুত ধরনের এক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

গতকাল পাক বেতারে বলা হয়, পূর্ববঙ্গের নিপীড়িত জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রসের পক্ষ হতে সাহায্য দানের যে প্রস্তাব দেওয়া হয় তা সত্য। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এ ব্যাপারে তাঁরা কোন অনুরোধ করেননি।

সুতরাং এই সাহায্য করার ব্যাপারটি বস্তুত ভারতের আক্রমণাত্মক চেষ্টা এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপকে সমর্থনের সামিল। —পি টি আই

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য : মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

রাতে মশা, দিনেও মশা

বর্তমান সমস্যা-সঙ্কুল পঃ বাংলায়, বিশেষত, গ্রামাঞ্চলে আর একটি বিরাট সমস্যা মশার উপদ্রব। দিবারাত্র মশার আক্রমণে বিব্রত গ্রাম বাংলার প্রতিটি মানুষ। বিশেষত, দুটি কারণেই মশার এই ভয়াবহ উৎপাত। প্রথমত, প্রায় আট দশ বছর গ্রামাঞ্চলে মশার আক্রমণ প্রতিহত করার কোন প্রচেষ্টাই সরকার করেননি। তাছাড়া, পূর্বের মতো ডি-ডি-টি বা অন্য কোন প্রতিষেধক বর্তমানে চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়ত, নানা ধরনের ধানচাষের জন্য জমিতে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ প্রয়োগের ফলে মশককুল মাঠ ছেড়ে লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে; অপর দিকে আমাদের ঘর ছেড়ে মাঠে যাবার মত অবস্থা।

শরৎ-সাহিত্যে ম্যালেরিয়া ও মশার কথা অনেক পড়েছি; কিন্তু মশক-কণ্ঠে অধুনা-লুপ্ত ম্যালেরিয়ার এমন সুমধুর আগমনী সংগীত আর কখনও শুনিনি। শুধু সন্ধ্যাতেই নয়, সকাল-দুপুর-বৈকাল সর্বক্ষণেই মশার সুললিত সংগীত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কর্ণে সুধা-বর্ষণ করে। তাই, এই অবস্থার আশু প্রতিকার নাহলে পাগল হওয়া ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর নেই। —অমল কুমার, হুগলি।

॥ ২ ॥

কলকাতার ও তার উপকণ্ঠে এখন প্রচণ্ড মশার রাজত্ব চলেছে। এখানে একটানা ৫০ বছর বাস করেও এরূপ মশার কামড় সহ্য করতে হয়নি। সংবাদপত্রে এ নিয়ে আলোচনা হলেও করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ বেশ কানে আঙুল দিয়ে বসে আছেন। আদি গঙ্গা বা অন্যান্য খালের নিকটে যাঁরা বাস করেন তাঁরা হাড়ে হাড়ে এই অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। টালিগঞ্জ, বেহালা, বেলগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যাঁরা বাস করেন তাঁদের অনেককে সন্ধ্যা হলেই হাতে পায়ে ও মুখে মূল্যবান মলম মেখে থাকতে হয়। মশার আকৃতিও প্রচণ্ড কালো মাছির প্রায় কাছাকাছি। দেহের যে কোনও স্থানে বসেই বুভুক্ষু জানোয়ারের মত তারা রক্ত চুষতে শুরু করে। চপেটাঘাতে তাদের দেহান্ত হলেও আমাদের দেহ রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়।

রাজ্য সরকার এই মশার রাজত্ব ধ্বংস করুন, নতুবা বিবিধ ব্যাধির প্রকোপে জনসাধারণের জীবন বিপন্ন হবে,—মন্ত্রীরা বা তাঁদের বন্ধুগণও রেহাই পাবেন বলে মনে হয় না। কলকাতা করপোরেশনের উপর যে মন্ত্রী মহাশয়ের কর্তৃত্ব থাকবে তাঁকেও একটু লাঠিটা জোরে ঘোরাতে হবে:—তাতেও কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হবে কি না সন্দেহ। —সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী (ডাঃ), কলকাতা-৩৩।

পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ

পূর্ববঙ্গে যা ঘটছে সেই সব সংবাদ পরি[illegible]কালে প্রায়ই 'পানজাবী ফৌজ' কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমার আশংকা, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী পানজাবীদের সম্বন্ধে এখানকার স্বল্পশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত কম ধৈর্যের লোকেদের মনে বিদ্বেষ জাগতে পারে। বিশেষ করে কায়েমী স্বার্থের লোকেরা এর সুযোগ নিতে পারে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের পানজাবীদের 'বাংলা দেশের' মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি কম সহানুভূতি নেই। এজন্য আমার অনুরোধ যদি ওই শব্দের স্থানে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা ব্যবহার করা হয় ভাল হয়। অন্তত পানজাবী ফৌজের পাশে বন্ধনীর মধ্যেও যদি পশ্চিম পাক সেনা লেখা হয়, এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। —গুরদিয়াল সিং ধালন, কলকাতা-১২।

রেল কোন্ পথে?

রেল সপ্তাহ উপলক্ষে শনিবার (২৭ চৈত্র, ১৩৭৭) দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসত্যশরণ মুখোপাধ্যায় এক বেতার ভাষণে রেল পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য রেল যাত্রিসাধারণের কাছে আবেদন জানান। এই আবেদন শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে রেল-প্রশাসন যাত্রি-সাধারণের কাছে সহায়তা কামনা করার আগে যাত্রিসাধারণের সুযোগ-সুবিধার জন্য কতটুকু কী করে থাকেন। যে-সব যাত্রীর হিতাহিত জ্ঞান আছে তাঁরা কখনোই চান না রেল-সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হোক। কারণ রেলের ক্ষতি হলে হাজার হাজার মানুষেরই ক্ষতি হবে। বৈদ্যুতিক তার চুরি, ওয়াগন ভাঙ্গা, রেলের যাবতীয় সরঞ্জাম চুরি—এ-সব কিছুর জন্যই সম্পূর্ণরূপে রেল-প্রশাসন দায়ী। আমরা দেখতেই পাই রেলের সমূহ ক্ষতির জন্য আর পি এফ, জি আর পি ও রেলকর্মচারীরা অনেকাংশে দায়ী নিশ্চয়ই। কিছু ভাগ পাবার নেশায় এঁরা সব সময়ই সমাজ-বিরোধীদের সহায়তা করে থাকেন। হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, চালের চোরাই-চালানকারীদের সহায়তা করার জন্য গারড ও ড্রাইভাররা কত তৎপর। এঁদের প্রশ্রয়দানের ফলেই দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা যত্র-তত্র ট্রেনের শিকল টানে। রেল কর্তৃপক্ষ যখন এতই বোঝেন বা জানেন তখন যাত্রিসাধারণের কাছ থেকে কোনোরকম সহায়তা না চেয়ে দুষ্কৃতকারীদের এইসব কীর্তিকলাপ বন্ধ করার কাজে কঠোরতম নীতি অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাই। —জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কল-১৯।

ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা চলবে না

কূটনীতিকদের প্রতি পাক সরকারের নির্দেশ

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৬ এপ্রিল—গতকাল নির্ভরযোগ্য পাকিস্তানী সূত্র থেকে বলা হয়েছে বিদেশে পাকিস্তানী সরকারী কর্মচারীদের এবং কূটনীতিকদের ভারতীয়দের সঙ্গে সংযোগ না রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই সূত্রে বলা হয় ইসলামাবাদ থেকে এই নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে, এবং এখন তা কার্যকরও করা হচ্ছে।

১৯৬৫ সনে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই ধরনের নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। পরে তাসখন্দ চুক্তির পর তা তুলে নেওয়া হয়। আরও কিছু দিন পরে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা আরও শিথিল করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের বহু কূটনীতিক বাঙালী। তাঁদের খুব সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। সেইজন্যই এই নতুন নির্দেশ। —পি টি আই

মুজিবর নাকি ভুট্টোকে বলেছিলেন ...

নয়াদিল্লী, ১৬ এপ্রিল—পাকিস্তান পিপলস্ পারটির চেয়ারম্যান শ্রীভুট্টো বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা আমাকে (মুজিবরকে) 'চূর্ণ' করার পর আপনাকেও (ভুট্টো) চূর্ণ করবে।'

গত মারচ মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শ্রীভুট্টোর সঙ্গে কথাবার্তার সময় বঙ্গবন্ধু নাকি শ্রীভুট্টোকে ওই কথা বলেন।

শ্রীভুট্টো বলেন, শেষবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের সময় তাঁদের মধ্যে ৪০ মিনিট ধরে আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু তখন তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে বলেন। বঙ্গবন্ধু নাকি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু মুজিবর বলেছিলেন, 'দেখাই যাক না কনফেডারেশনের মধ্যে আমরা একসঙ্গে কিভাবে বাস করতে পারি।' এসব কথা শ্রীভুট্টোর। —ইউ এন আই

সিমলায় শ্রীমতী গান্ধী

সিমলা, ১৬ এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছ' দিনের ছুটি উপভোগের জন্য আজ চণ্ডীগড় থেকে হেলিকপটারে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

রাজ্যপাল শ্রী এস চক্রবর্তী এবং মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ওয়াই এস পারমার প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। পরে শ্রীমতী গান্ধী হিমাচল প্রদেশ পুলিশের একটি বাহিনীর গারড অব অনার পরিদর্শন করেন। —পি টি আই

চীন মারকিন মিতালি

কুড়ি বছর পর আবার চীনের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হতে চলেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসন চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন।

চীনের সরকার মারকিন টেবিল টেনিস টিমকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ করার পরই হাওয়া খানিকটা অন্যদিকে বইতে শুরু করেছে। চীন-মারকিন সম্পর্কের উন্নতির আরও কয়েকটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এখন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট যুদ্ধ ও বিভেদের আবহাওয়া দূর করে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পৃথিবী গঠনের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলিকে নিয়ে যে বৈঠকের আহ্বান করেছেন, তাতে চেয়ারম্যান মাও-সে তুং-কে গ্রহণ করারও প্রস্তাব করা হয়েছে।

মারকিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, চীন গমনেচ্ছু মারকিন ভ্রমণকারীদের আর কোন বাধা থাকবে না। মারকিন মুদ্রা সম্পর্কে কড়াকড়িও হ্রাস করা হবে, যাতে চীনারা ডলার ব্যবহার করতে পারে। রপ্তানি যোগ্য দ্রব্যাদির তালিকাও বেরুবে শিগগির। আমেরিকান জাহাজ ও বিমান এখনো চীনা বন্দরে ভিড়তে পারবে না বটে কিন্তু ঐসব জাহাজে চীনা মালপত্র বহন করা আর নিষিদ্ধ নয়।

মারকিন টেবিল টেনিস টিমকে সম্বর্ধনা জানাবার সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বলেন, চীন ও মারকিন দেশের জনগণের সম্পর্কের ইতিহাসে একটি নতুন পৃষ্ঠা সংযোজিত হলো।

মারকিন খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনার জন্য এক বিশাল ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে খাবারদাবার দিল দশ বারো রকমের।

আমেরিকানরা খাবারদাবার ও ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করলে, চৌ এন লাই বলেন, আমাদের অত প্রশংসা করবেন না। কিছু নিন্দেও করুন।

আমেরিকার ক্যাপটেন তখন বলেন, নিন্দে করার একটা ব্যাপার খুঁজে পেয়েছি। আপনারা বড্ড বেশী খেতে দিয়েছেন।

একদল বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে চৌ এন লাই বলেন এরপর থেকে পৃথক পৃথক দলে ভাল করে মারকিন সাংবাদিকদের চীনে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। এ পি'র সংবাদদাতা জজ রোডারিক ২৩ বছর আগেও চীনে নিযুক্ত ছিলেন—তাঁকে চিনতে পেরে চৌ এন লাই বলেন, মিঃ রোডারিক, আপনিই দরজা খুললেন।

স্মৃতি রোমন্থনের আবহাওয়ায় চৌ এন লাই বলেন, ৫০ বছর আগে তিনি বিলেতে কিছুদিন ছিলেন। একমাত্র উত্তর আমেরিকাতেই তিনি কখনো যাননি। সম্প্রতি ক্যানাডা চীনকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ঐ অঞ্চলে চীনা প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণের সম্ভাবনা এবার দেখা দিতে পারে।

৭৩ বছর বয়স্ক চৌ এন লাইয়ের ভঙ্গি অনেকটা পরিতৃপ্ত দার্শনিকের মতন। এমনকি আমেরিকার হিপিদের সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল। একজন লম্বাচুলো মারকিন টেনিস খেলোয়াড়ের সঙ্গে তিনি হিপিদের বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। তিনি বলেন, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানের জন্য নানা স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যায়। আমি যুবকদের কথা বুঝি। তারা ভারী অদ্ভুত।

ব্রিটেনের ডাক বিভাগ জানিয়েছেন, ২২ বছর পর সাংহাই ও লণ্ডনের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ আবার স্থাপিত হবে। অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি প্রতিনিধিদল কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে চীনের সঙ্গে কথা বলতে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একটা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। —রয়টার

সিংহলে বিদ্রোহীরা শ্রীমতী বন্দরনায়ককে বন্দী করতে চেয়েছিল

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে

কলমবো, ১৬ এপ্রিল—সিংহল সরকার সারা দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রায় ফিরিয়ে এনেছেন। দশ দিন আগে চে গুয়েভারাপন্থীরা যে অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করেছিল তা পর্যুদস্ত হয়েছে। এখন জানা গিয়েছে যে বিদ্রোহীরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ককে জীবিত অথবা মৃত যে কোন অবস্থাতেই হোক বন্দী করতে চেয়েছিল। তাঁর সরকারের পতন ঘটানো যে তাদের লক্ষ্য ছিল তাবলাই বাহুল্য।

কারফিউ-এর মেয়াদ কমিয়ে বারো ঘণ্টা করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এই আদেশ অমান্য করলে তাঁদের চাকরি যাবে। রেল ও বাস আবার চলতে শুরু করেছে।

ভারতীয় হাইকমিশন ভবনে কড়া পাহারা। ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী ওয়াই কে পুরীর সরকারী নিবাসে কড়া পাহারা বসানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতিক সংকটে সিংহল—সিংহল—ভারত, রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে সামরিক সাহায্য চেয়েছিল। ভারত সিংহলকে আটটি হেলিকপটার দিয়েছে। দুটি ব্রিটিশ রণতরী পাঁচ হাজার ফৌজ নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে কলমবো যাচ্ছে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

ইজরায়েল স্বীকৃতি দিতে চায়

"বাংলা দেশ" মন্ত্রিসভার ঘনিষ্ঠ কোন মহল থেকে খবর পেয়ে আমাদের "পাক রাজনীতির ভাষ্যকার" জানাচ্ছেন : ইজরাইল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব "বাংলা দেশ"-কে স্বীকৃতি ও সেই সঙ্গে সামরিক সাহায্য দেওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ নানা রাজনৈতিক কারণে "বাংলা দেশ" সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণের অক্ষমতা জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যে "বাংলা দেশের" বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন "ছাত্র লীগ" "বাংলা দেশ"-কে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন পাঠাচ্ছেন। এই আবেদনে সই করছেন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকি, শাজাহান সিরাজ, আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন।

এঁরা শুক্রবার "বাংলা দেশে" মন্তব্য করেন : আমরা আশা করি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র আমাদের দেশকে স্বীকৃতি দিয়ে নগ্ন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে সহায়তা করবেন। "বাংলা দেশে"র এই সংকটে সাহায্য দিতে দেরি করা সাহায্য অস্বীকার করারই সামিল।

বি আর সিং হাসপাতালে অচলাবস্থা

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার সকাল থেকে শিয়ালদহে রেলের বি আর সিং হাসপাতালের কাজকর্মে অচলাবস্থা দেখা দেয়। হাসপাতালের মধ্যে বাইরের লোকের 'গুণ্ডামি'র প্রতিবাদে কর্মীরা কর্মবিরতি শুরু করায় এই অবস্থা ঘটে।

কর্মীরা আমাদের কাছে এই অভিযোগ করেন যে, গত কয়েকদিন স্থানীয় কিছু সমাজবিরোধী ডাক্তার, নারস এবং চতুর্থশ্রেণীর কর্মীদের ভীতিপ্রদর্শন করছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রেও তারা হামলা করে দুজন কর্মীকে মারধর করে বলে অভিযোগ।

নিখোঁজ ডাকোটার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতাগামী জ্যামেয়ারের নিখোঁজ ডাকোটা বিমানখানির ধ্বংসাবশেষের হদিস পাওয়া গিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সেনাদলের একটি ইউনিট হাসিমারা থেকে উত্তর পূর্বদিকে ভুটানের কোন একটি জায়গায় বিমানখানির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করে। গত ২৬ মারচ গৌহাটি থেকে আকাশে ওঠার পর বিমানখানি হঠাৎ নিখোঁজ হয়।

ধ্বংসাবশেষের ভিতর তেরটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। তবে মুখ চেনার মত অবস্থায় কাউকেই পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া দুটি দেহ সম্পূর্ণ গলে গিয়েছে। আগামী ২০ এপ্রিল ভুটান সরকারের চিকিৎসক এবং পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতে এই সব মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

কাজে যোগ না দিলে চাকরি যাবে

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

মোট তিনবার কর্মচারীদের উদ্দেশে ওই সতর্কবাণী পাক বেতার মারফৎ প্রচার করলেন।

পাক বেতারের আরও খবর, ঢাকায় কারফুর মেয়াদ ২ ঘণ্টা কমানো হয়েছে।

পাক বেতার বলতে শুরু করেছে, 'রাষ্ট্র-বিরোধী শক্তিগুলি'—অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী সক্রিয়। বলা হয়েছে, আচমকা আক্রমণ চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৈরব সেতুটি উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা বানচাল করা হয়েছে। দিনাজপুরের উত্তরে 'রাষ্ট্র-বিরোধীদের' খুঁজে বের করা হচ্ছে।

ইউ এন আই জানান, ২ মারচ থেকে ঢাকা হাইকোরট ও জেলা আদালতগুলি খোলেনি। মারচের মাঝামাঝি ঢাকায় সুপ্রিম কোরটের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। সামরিক কর্তৃপক্ষ ফতোয়া দিয়েছেন, দেয় কর সবাইকে অবিলম্বে দিতে হবে। কেউ দেয়নি। ঢাকা টেলিফোনের কর্মীদের- কাজে যোগ দেবার হুমকি দেওয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ মহল থেকে জানানো হয়, কোন সরকারী অফিসেই কেউ কাজে যোগ দেবে না এই বিশ্বাস তাঁদের আছে।

—পি টি আই

বাংলাদেশ ৪টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ার আশা করে

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল—স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আজ সকালে বলা হয়, নতুন বাংলা দেশ সরকার পৃথিবীর চারটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবে বলে আশা করে। এই চারটি রাষ্ট্র হল—সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও যুগোশ্লাভিয়া।

গতকাল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল : চারটি রাষ্ট্র বাংলা দেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়েছে। রাষ্ট্র চারটির অবশ্য নাম করা হয়নি গতকাল।

—ইউ এন আই

ধর্মতেজার প্রতি হাজত বাসের নির্দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

ভারতে প্রেরিত হওয়ার আগে ধর্মতেজা ব্রিটেনে ছিলেন। ভারত সরকারের অনুরোধে তাঁর বিরুদ্ধে বহিস্কারের আদেশ বলবৎ করা হয়। ব্রিটেন থেকে যাতে বহিস্কৃত না হন সে জন্য ধর্মতেজা সেখানকার আদালতে আবেদনের পর আবেদন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সব আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বহিস্কৃত করেন। ধর্মতেজাকে আনার জন্য ভারত সরকার ব্রিটেন অফিসার প্রেরণ করেন।

—পি টি আই

ব্রিটেন থেকে বহিষ্কারের পর জয়ন্তী শিপিং করপোরেশনের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীধর্ম তেজাকে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ম্যাজিসট্রেটের সামনে উপস্থিত করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এত কাণ্ডের পরেও আমেরিকা ইয়াহিয়াকে ঘাঁটাতে নারাজ

জে কে ব্যানারজি

নিউ ইয়রক, ১৬ এপ্রিল—বাংলা দেশে পাকিস্তানী ফৌজের বর্বর ও নারকীয় অত্যাচারের পরেও পাকিস্তান সম্পর্কে নিকসন-প্রশাসনের নীতি বদলাবে বলে মনে হয় না। এর একটা অর্থ এই যে, পাকিস্তানে মারকিন অস্ত্র চালান অব্যাহত আছে এবং থাকবে।

তার প্রমাণ, গতকাল নিকসন-প্রশাসনের এক মুখপাত্রকে যখন স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইয়াহিয়া-চক্রের হাতে আরও মারকিন অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারটা পর্যালোচনার কথা উঠেছিল, এ বিষয়ে কেন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কি? —তখন মুখপাত্রটি সাফ বলে দেন 'না।'

এ ক্ষেত্রে মারকিন নীতি দাঁড়াচ্ছে এই যে, ইয়াহিয়া যতদিন খুশি পূর্ব বাংলায় মানুষ-জবাই চালিয়ে যাবেন। তারপর পৃথিবীর এই হতভাগ্য প্রান্তে যদি তিনি (ইয়াহিয়া) ত্রাণকার্যে কিছু পাঠাবার অনুমতি দেন তখন আমেরিকা তা পাঠাবে। সোজা কথায়, পূর্ব বাংলার মানুষদের দুর্দশায় কিঞ্চিৎ মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়া আমেরিকা এমন কিছু করবে না যাতে ইয়াহিয়া সাহেব চটেন। যদিচ একই সঙ্গে মারকিন মহলে এই বিশ্বাসও আছে যে একদিন না একদিন পূর্ব বাংলার মানুষেরা স্বাধীন হবেন।

এই বিচিত্র নীতির আর একটা কারণ আছে। রাশিয়া পূর্ব বাংলায় পাক ফৌজের ধ্বংসকাণ্ড ও গণহত্যার নিন্দা কড়াভাবেই করেছে এবং শাসিয়েছে যে মসকো ইসলামাবাদকে আরও স্থ দেবে না। ইয়াহিয়া এতে রাশিয়ার উপর চটেছেন। কারণটা যাই হোক, মসকো-ইসলামাবাদের সম্পর্কের এই অবনতিতে আমেরিকা খুব খুশী এবং এজন্য আমেরিকা ইয়াহিয়াকে তোয়াজ করতে প্রস্তুত।

সীমান্তের এপারে ভাসানী

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

চালাচ্ছে, পৃথিবীতে তার কোন নজীর নেই। —পি টি আই ও ইউ এন আই

মৈনুল হকচৌধুরীর বিবৃতি

শিলং-এর খবর : শ্রীমৈনুল হকচৌধুরী আজ রাত্রে টেলিফোনে ইউ এন আই-এর সংবাদদাতাকে বলেন : গতকাল মাঝ রাতে আসাম-বাংলা দেশ সীমান্তের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় তিনি মৌলানা ভাসানির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা তিনঘণ্টা কথাবার্তা বলেন।

শ্রীহকচৌধুরী জানান : বাংলা দেশকে নৈতিক সমর্থন ও সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করার জন্য মৌলানা ভাসানি ভারতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

শ্রীহকচৌধুরী আরও বলেন : বাংলা দেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে আরজি জানাতে ৮৪ বছরের বৃদ্ধ ভাসানি সাশ্রুনয়নে আমাকে অনুরোধ জানান।

শ্রীহক চৌধুরী তাঁর গৌহাটির বাড়ি থেকে টেলিফোনে কথা বলেন। তিনি জানান, মৌলানা ভাসানি বলেছেন, তাঁকে পিকিংপন্থী বলে যে বদনাম দেওয়া হয়, তা মনে রাখা উচিত নয়।

কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী বলেন, সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করে তাঁর এই এই ধারণা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান বহাল তবিয়তেই আছেন।

ভারত সাবমেরিন বানাবে

মাদরাজ, ১৬ এপ্রিল—সেদিন খুব সুদূরে নয়—যখন ভারত তার নিজের সাবমেরিন নিজেই বানাবে। এজন্য একটি কর্মসূচী এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের নৌবহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস অ্যাডমিরাল এন কৃষ্ণান আজ এ কথা বলেন। বর্তমানে ভারতের চারটি সাবমেরিন আছে। এগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

—পি টি আই

পূর্ব বঙ্গে পাক সৈন্য বহনের কথা তুরস্কের অস্বীকার

আংকারা, ১৬ এপ্রিল—তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র তুরস্কের সামরিক পরিবহণ বিমানে করে পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বহন করে নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করেন।

কলকাতায় ভারতীয় গোয়েন্দা মহলের খবরে বলা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এক স্কোয়াড্রনের বেশি তুরস্ক বিমান বাহিনী সি-১৩০ বিমান জড়িত।

সম্প্রতি তুরস্ক সৈন্যবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং বিমানবাহিনীর অফিসাররা পাকিস্তান সফরে যান। সেই সময় তুরস্ক—পাকিস্তান সহযোগিতার ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদিত হয় বলে ওই মহলের খবরে বলা হয়।

—এ পি

ভারতীয় এলাকায় পাক ফৌজের গুলি ও গোলা

তুষার পণ্ডিত

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল—ভারতের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে পাক ফৌজ গত বৃহস্পতিবার সারারাত্রিব্যাপী বিবিরবাজার থেকে ত্রিপুরায় ভারত সীমান্ত এলাকার সোনামুড়ার দিকে গোলা ফেলে। ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটির কাছাকাছি জায়গায় পাক ফৌজের মেসিনগানের বুলেটে ছেয়ে যায়।

ভারতীয় এলাকায় কয়েকটি মরটার গলিয়াও বিস্ফোরণ ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস-এ সশস্ত্র পুলিশ

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট 'ক্যামপাস'-এর মধ্যে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দিন সাতেক বাদে এদিনই বিশ্ববিদ্যালয় আবার খোলে।

ওই 'ক্যামপাস'-এর মধ্যে ক্রমাগত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকায় গত ৮ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেট নিরাপত্তার জন্য ভিতরেই পুলিশ বসাবার প্রস্তাব নেন। সেই অনুসারে এই সরকারী ব্যবস্থা।

সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে পুলিশ মোতায়েনের ঘটনা এই প্রথম। এই নিয়ে এদিন এক শ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে কিছুটা বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রকাশ, বি পি এস এফ (বাম) পক্ষ থেকে এক ছাত্র প্রতিনিধি দল পুলিশ তুলে নেওয়ার দাবিতে শ্লোগান দেন ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যান। ভাইস-চ্যানসেলর বা প্রো-ভাইস-চ্যানসালার না থাকায় তাঁরা রেজিস্ট্রারকে বক্তব্য জানান। ছাত্র পরিষদ (মহাজাতি সদন) ও ছাত্র ফেডারেশ (ডান) সমর্থকরাও পুলিশ তুলে নেওয়ার দাবিতে ধ্বনি দেন।

চার মাস ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর এদিন প্রেসিডেন্সি কলেজও খুলেছে। তবে কলেজ ভবন ও চত্বরে পুলিশ প্রহরা যথারীতি রয়েছে। ক্লাস ও কাজকর্ম নির্বিঘ্নেই হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কনট্রোলার দফতর স্থানান্তরিত

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনট্রোলার দফতরটি ১৪, বিধান সরনীতে পুরাতন আশুতোষ মিউজিয়াম ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এদিন থেকে সেখানেই পুরোদমে কাজ শুরু হয়েছে। ওই ভবনের প্রবেশদ্বারেও কড়া সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। কনট্রোলার, ডেপুটি কনট্রোলার সকলেই ওখানে বসছেন।

অনারসেও গ্রেস

গত বি-এ, বি এস-সি পারট টুর পাশ কোরসের পরীক্ষার্থীরাই শুধু নয় অনারসের সব বিষয়ের পরীক্ষার্থীরাও গ্রেস মারক পাচ্ছেন। ওই পরীক্ষায় অনারসের বিষয়টিতে শতকরা ৬ নম্বর পর্যন্ত কম পাওয়ার জন্য যে-সব পরীক্ষার্থী অনারস পাননি, তাদের অনারস পাওয়ার জন্য কেবলমাত্র যত নম্বর দরকার সেই নম্বরটুকু দেওয়া হচ্ছে। তবে এই 'পরিপূরক মারক' দেওয়া হচ্ছে কেবল পারট টুর অনারস পেপারগুলির মোট নম্বরের উপর, পারট ওয়ান ও টু একত্রে নয়। স্পেশ্যাল অনারসের পরীক্ষার্থীদেরও ওই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ওই ধরনের পরীক্ষার্থীদের এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান অফিসে তাদের মারকশিট জমা দিতে বলা হয়েছে। বি-কম পারট টুর (পাশ) কোন একটি গ্রুপে কেউ ফেল করে থাকলে সেই গ্রুপের মোট নম্বরের উপর শতকরা ৬ নম্বর পর্যন্ত 'পরিপূরক মারক' দেওয়া হচ্ছে।

এদিন একদল পারট ওয়ান ও বি এড পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেট কর্তৃক ইতিপূর্বে গৃহীত গ্রেস না দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নতুন কনট্রোলার দফতরের নতুন ভবনে গিয়ে বিক্ষোভ জানান। অস্থায়ী ডেপুটি কনট্রোলার শ্রীগে পাল ব্যানারজি কোনক্রমেই তার তাদের দাবি বিবেচনা করা হবে না বলে জানিয়ে দিলে তারা চলে যান।

আজ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, শনিবারের আবহাওয়া পূর্বাভাষ : বিকাল অথবা সন্ধ্যের দিকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দিনের বেলায় তাপমাত্রা বাড়বে।

শুক্রবার সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৮৯.৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ৫ সেঃ কম) ও ৭০.৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ৫ সেঃ কম)। বায়ুর আর্দ্রতার সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৯৭ ও ৫৮ ভাগ।

চুয়াডাঙ্গায় বোমাবর্ষণ

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

বর্ষণ করে। আত্মরক্ষার জন্য তারা পাঁচশোর উপর পশ্চিমা নাগরিককে সামরিক পোষাক পরিয়ে সামনে এগিয়ে দেয়। আর অনেক মেয়েকে দুর্গে আটক রেখে পুরুষদের হুকুম করে গুপ্তচর বৃত্তি করতে।

পরিয়ে সামনে এগিয়ে দেয়। আর অনেক মেয়েকে দুর্গে আটক রেখে পুরুষদের হুকুম করে গুপ্তচর বৃত্তি করতে।

গতকাল যশোর শহর থেকে সাত মাইল উত্তরে বারোবাজারে মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাকিস্তানী বাহিনীর জোর লড়াই হয়। এই লড়াইয়ে হানাদাররা জোর মার খায়। তাদের অনেকে হয় খতম। জখমও হয় বহু। পাঁচখানা সাঁজোয়া গাড়ি এখানে ঘায়েল হয়ে পড়ে থাকে। আগেরদিনে পর্যুদস্ত হানাদার দল আবার আজ সকাল থেকেই সামনের দিকে এগোবার চেষ্টা করে। রাস্তার দুপাশের বহু লোককে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করে। কামান দাগতে থাকে সামনের দিকে লক্ষ্য করে। আগুন লাগাতে থাকে ঘরবাড়িতে। এরপর সঙ্গের লুঠেরাদের লেলিয়ে দেয়। তারা গরু নিয়ে উধাও হয়। প্রাণভয়ে বহু মানুষ ভারত সীমান্তের দিকে পালাতে থাকে। হানাদারদের এই হামলা প্রতিরোধে মুক্তিফৌজ প্রাণপণ সংগ্রাম করে। হামলাকারীরা কালিগঞ্জ বাজারে দোকানপাট লুঠ ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলে মুক্তিফৌজ আবার পালটা আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়।

চুয়াডাঙ্গা বিচ্ছিন্ন

চুয়াডাঙ্গা থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, পাক ফৌজ এখন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে চুয়াডাঙ্গাকে চুরমার করে দেবার চেষ্টা করছে। শুক্রবার পাক বিমান দুবার এসে চুয়াডাঙ্গায় প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে। বোমায় নয়জন নিহত। সবচেয়ে ক্ষতি চুয়াডাঙ্গা টেলিফোন একসচেঞ্জের। ফলে বহিঃবিশ্বের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

কুষ্ঠিয়া জেলার এম পি এ মোহাম্মদ আবুল হাসিম সীমান্তের কোন এক জায়গায় আমাকে বলেন, আণ্ডিচাঘাট থেকে নদী পার হয়ে পাক ফৌজ নগরবাড়ি ও গোয়ালন্দে কয়েকটি ট্যাংক নিয়ে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গায় বোমা পড়ার কিছুক্ষণ পরেই সেখানকার প্রত্যক্ষদর্শী একজন ব্যবসায়ী বলেন, প্রথম বোমা পড়ে সকাল সাড়ে ন'টায়। পাঁচটি বোমা পড়ে।

সবল ব্যক্তিদের বাংলা দেশ থেকে বাইরে কোথাও আসা নিষিদ্ধ করে মুক্তিফৌজ একটি নির্দেশনামা প্রচার করেছেন। চুয়াডাঙ্গাতে অসামরিক প্রতিরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু লোক উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

দুটি বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস

আগরতলায় পাওয়া খবরে জানা যায় —হানাদার পাক ফৌজ গত রবিবার চট্টগ্রামের কাছে দুটি বৌদ্ধমন্দির একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছে।

তবে ওই মন্দির আক্রান্ত হওয়ার আগে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অন্যান্য আবাসিক কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন।

ওই খবরে জানা যায়—চট্টগ্রাম থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে লুম্বিনি কানন মন্দিরটি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের কামানের গোলায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। আর কাছাকাছি আর একটি মন্দিরে হানাদাররা অগ্নিসংযোগ করে এবং আগুনে মন্দিরটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে।

—পি টি আই

'দশ মাইলের' দখল নিয়ে জোর লড়াই

অমিতাভ দাশগুপ্ত

দেবীগনজ (দিনাজপুর), ১৬ এপ্রিল—দিনাজপুরের দেবীগনজ ভারতীয় সীমান্ত শহর হলদিবাড়ি থেকে প্রায় মাইল ত্রিশ দূরে। এই শহরটি হঠাৎ মুক্তিফৌজের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সৈয়দপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের মধ্যে 'দশ মাইলে'র কর্তৃত্ব দখলের জন্য তীব্র লড়াই চলছে।

আজ দুপুরে দুটো নাগাদ এখানে এসে দেখি সকলেই উদ্গ্রীব। পাকফৌজের আক্রমণ শুরু হবে এই আশঙ্কায় মহিলা শিশু সহ অনেকেই এখান থেকে সরে গিয়েছে। শহর ছাড়া অন্যত্র প্রায় জনশূন্য।

এখানে আসবার পথে চোখে পড়ল নৃপেন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার, ডাক্তারখানা, মন্দির সব বন্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তিস্তার তীরে এসে উপস্থিত হলাম। এখানে এসে দেখি মুক্তিফৌজ নতুন করে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। মুক্তিফৌজের সুবেদার জানালেন, বুধবার জঙ্গীশাহী পাকসৈন্য 'দশ মাইলে' পুনরায় আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। গত সোমবার তুমুল লড়াইয়ের পর ওই 'দশ মাইল' এলাকা মুক্তিফৌজের দখলে এসেছিল। পাকসৈনারা যাতে না এগোতে পারে সেজন্য ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে ভদকা সেতুটি এঁরা ভেঙে দিয়েছিল। নিরুপায় হয়ে পাকফৌজ বুসির বন্দর সেতুর কাছে জড় হয়। মুক্তিফৌজ ওই সেতুর আংশিক ক্ষতি করে এবং দুই ধারে অবরোধ সৃষ্টি করে। দেবীগনজের দিকে ওই দশ মাইল পথেও অনুরূপভাবে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়।

এখানে অনেকেই বললেন, দেবীগনজ থেকে মুহুর্মুহু বোমার আওয়াজ তাঁরা দুপুর পর্যন্ত একটানা শুনেছেন। সকাল থেকেই এর শুরু। কয়েকবার মাটি কেঁপে ওঠে।

"বাংলা দেশ" থেকে একলক্ষ লোক পঃ বঙ্গে এসেছে

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

সপ্তাহে ওই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজারে। হিলি, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, মাঁজয়া, রাধিকাপুর কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সরকারী ক্যামপ বসানো হয়েছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতরের কমিশনার শ্রী বি বি মণ্ডল জানান, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য এ পর্যন্ত ১০টি গ্রহণ-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ১৫ মারচ পর্যন্ত গ্রহণ-কেন্দ্রগুলিতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। তাছাড়া আরও ৭০ হাজার উদ্বাস্তু এসেছেন।

শ্রীমণ্ডল জানান, উদ্বাস্তুদের মাথাপিছু দৈনিক ৪০০ গ্রাম চাল, ১০০ গ্রাম ডাল, ৩০০ গ্রাম শাকসব্জী দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও রান্না করা খাদ্য অথবা ড্রাইডোলও দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, উদ্বাস্তুদের জন্য যা খরচ হবে, কেন্দ্রীয় সরকার তা পুরাপুরি বহন করবেন।

বানপুর দিয়ে

কৃষ্ণনগর, ১৬ এপ্রিল—বাংলা দেশে পাক ফৌজের বর্বর আক্রমণেও নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য গত একপক্ষকালের মধ্যে একমাত্র নদীয়া জেলার বানপুর সীমান্ত পেরিয়ে ৭০৭৭ জন চলে এসেছেন। আগতদের মধ্যে ৫১৭৪ জন তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট চলে যান, অপর ১৯০৩ জন বানপুরে সরকারী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

ত্রিপুরায় ১০ হাজার

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল—বাংলা দেশ থেকে ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করেছেন। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের চিফ সেকরেটারি শ্রী আই পি গুপ্ত আজ একথা জানান। তিনি বলেন, প্রায় ৩ হাজার জনকে বিভিন্ন সরকারী ক্যামপে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। অন্যান্যরা বিভিন্ন স্থানে তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে আছেন।

করিমগঞ্জে ৫ হাজার শরণার্থী

গত পক্ষকালের মধ্যে বাংলা দেশের পাঁচ হাজারের বেশি শরণার্থী করিমগঞ্জে এসেছেন। এই সকল শরণার্থী সুতারকান্দি সীমান্ত পথ দিয়ে এসে ঢুকেছেন। বৃহস্পতিবার এই খবর জানা যায়। শরণার্থীদের সকলকে ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। আসাম সরকার প্রয়োজনীয় সাহায্য দিচ্ছেন।

—ইউ এন আই

মেঘালয়ে ২ হাজার উদ্বাস্তু

মেঘালয়েও ইতিমধ্যেই ২ হাজার উদ্বাস্তু নরনারী এসে উপস্থিত হয়েছেন। এটা সেখানকার সরকারের পক্ষে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাঃ উইলিয়ামসন সাংমা দিল্লি যাওয়ার পথে শুক্রবার দমদম বিমান-বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে এই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, দিল্লিতে তিনি ওই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন।

লোকসভার ক্ষমতা সীমিত

—জে সি শা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী জে সি শা আজ এখানে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, লোকসভার ক্ষমতা সংবিধানের স্পষ্ট বিধানবলে সীমিত এবং ক্ষমতার বাইরের কোন ব্যাপারে সংসদ হস্তক্ষেপ করলে আদালত তা নাকচ করে দিতে পারেন।

পারলামেনটের সর্বোচ্চ অধিকারের ব্রিটিশ নীতি ভারত গ্রহণ করেনি বলেই এটা হয়েছে বলে তিনি জানান।

দোরাব টাটা স্মৃতি বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতায় শ্রীশা বলেন, আদালত জনগণের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানসম্মত অভিভাবক।

—পি টি আই

তির্যক

সাবান একটি
লাভ তিন রকম
নিকো বীজাণুনাশক সাবান
অন্যান্য সাবানের চেয়ে
আপনার ত্বকের বেশী
পরিচর্যা করে

১ নিকো ত্বকের বীজাণু নাশ করে
২ নিকো ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে
৩ নিকো ত্বককে পরিষ্কার ও সুরক্ষা করে

নিকো সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করা ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা উপায়। নিকোর বীজাণুনাশক ফেনা ত্বকের বীজাণু নাশ করে ও দ্রুত ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে নিকোর ভেষজ উপাদানগুলি সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে। নিকোতে এমন সব জোরালো বীজাণুনাশক পদার্থ আছে যা ছোটখাটো চর্মরোগ প্রতিরোধ করে আর মোলায়েম অথচ সম্পূর্ণভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে। ফলে, আপনার ত্বক হয়ে ওঠে লাবণ্যময় উজ্জ্বল তরতাজা। নিকো আপনার ত্বককে ব্রণ ও ঘামাচির হাত থেকে বাঁচায়। নিয়মিত ব্যবহার করলে মাথার খুসকি দূর করে। আপনার ত্বকের যত্ন ও স্বাস্থ্যের জন্য আজ থেকেই ব্যবহার করতে শুরু করুন তিনভাবে লাভদায়ক সাবান নিকো।

TRIPLE ACTION
NEKO
The Original Germicidal Soap
PARKE-DAVIS
LAISONS 72 BEN

ফেভিকল ®
নামটি গঁদের জগতে সবার শীর্ষে

mcm/pdi/16 ben

বলুন কি জোড়া দিতে হবে—ফেভিকল তা চিরকালের মত তাড়াতাড়ি জুড়ে দেবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—এটি সব রকম জোড়া লাগাবার কাজে উপযোগী। এই গঁদ ব্যবহারের জন্যে তৈরী অবস্থাতেই পাবেন। ঘরে, অফিসে ও শিল্পোদ্যোগে এটি ব্যবহার করা যায়।

নিঃসন্দেহে সব জিনিস সব ক্ষেত্রে জোড়া লাগাবার কাজে উপযোগী গঁদ—ফেভিকল।

ফেভিকল—
জোড়া লাগাবার সকল
সমস্যার সমাধান

বিতরক :
পারেখ এজেন্সিজ,
পোস্ট বক্স নং : ১১০৮৪, বোম্বাই-২০
আমেদাবাদ, কলিকাতা,
দিল্লী, মাদ্রাজ

তৈরী করেছেন : পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-২০

অন্যান্য চিত্রগৃহে

রাধা শ্রী — আঁসু আউর মুস্কান
অতীন্দ্র — আঁসু আউর মুস্কান
অলোকা — জননী
অলকা — THE TAMING OF THE SHREW
নারায়ণী — আঁসু আউর মুস্কান
পার্বতী — একটি রাত
সুরশ্রী — গ্যাম্বলার
শ্যামাশ্রী — সোনা বৌদি
রূপায়ণ — হাসিনো-কা-দেবতা
শ্যামলী — এণ্টনী ফিরিঙ্গী
যোগমায়া — জননী
জয়া — আনন্দ
জেম — আঁসু আউর মুস্কান
রূপম — নকশাল
মিনোদিনী — মেরা নাম জোকার
পূরবী — দি ট্রেন
নবীনা — আঁসু আউর মুস্কান

বিশ্বরূপা — আজ ও কাল ২॥ ও ৬টায় — খাঁটি বাংলা নাটক! বাংলা দেশের নাটক! বাঙালীর নাটক! — কোথায় পাবো তারে — নাটক ও নির্দেশনা রাসবিহারী সরকার

রঙমহল — আজ সাজাহানের বাবা বদলে

স্টার থিয়েটার — নতুন নাটক — সীমা

সন্তান নিয়ে বিরোধের মধ্যে জন্ম নিল নতুন ভালবাসা — নবরাগে — উত্তম-সুচিত্রার

চেতনা

এখানে পিঞ্জর

১১ লক্ষ লোক কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে দেখে গেছে — আপনি দেখেছেন? বাচ্চারা দেখেছে? আজই দেখুন আবার দেখুন — আনমিলো সজনা

নাট্যভারতী — বিনয়-বাদল-দীনেশ

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ — সমরেশ বসুর — সওদাগর

রঙ্গনা — নান্দীকার — তিন পয়সার পালা — শের আফগান

মুক্ত অঙ্গন — শৌভনিক — মলারের রঙ মুহূর্ত

— নতুন নাটক — প্রবাহ — মিনার্ভা থিয়েটারে

কাশী প্রভাত — মেরা নাম জোকার

সকলের মন জয় করেছে — জননী — রাধা ঃ পূর্ণ ঃ পদ্মশ্রী

আনন্দ — ওরিয়েণ্ট ॥ হিন্দ

সম্মিলিত ১৭ সপ্তাহ! চৈতালী — শ্রী ঃ প্রাচী ঃ ইন্দিরা

আঁসু আউর মুস্কান

জনসমর্থনায় ৪র্থ সপ্তাহ! — সোনা বৌদি — বসুশ্রী-বীণা-মিত্রা

গ্লোব — Sean Connery — Brigitte Bardot — SHALAKO

৩য় জনসমর্থিত সপ্তাহ! গ্যাম্বলার — অপেরা - কৃষ্ণা - প্রিয়া

চলুন যাই ফিরপোর মহারাজায়

বেতার বার্তা

শনিবার—১৭ এপরিল

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ নীতিশ রায়—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশ-বন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত উবারঞ্জন মুখোঃ—খেয়াল, ভি জি যোগ—বেহালা; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ মৃণাল বন্দ্যোঃ—শ্যামাসংগীত; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা); ৭-৪৫ ধীরা মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা 'সাহানা সংগীত শিক্ষায়তন'—লোকগীতি; ৮-১৫ অমিয়াংশু মুখোঃ—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ আলি আহমেদ খাঁ—সেতার; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ 'কিংশুক'—রবীন্দ্র-সংগীত; ১০টা অনাথনাথ বসু—খেয়াল; ১০-৩০ শরৎচন্দ্র সটিক—বাঁশী; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা রাম মারাঠে—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত—ইন্দ্রনীল সুখ, শচীন গুপ্ত ও মাধুরী বেনথারে; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ নীতিশ রায়—গীটার; ২টা শচীন দেববর্মণ—আধুনিক; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ এক্সপোর্ট ফ্রণ্ট : (ইং বুলেটিন), তিনকড়ি দাস—লোকগীতি (শর্ট ওয়েভে); ২-৩৫ হিন্দী কার্যক্রম; ২-৪৫ গায়ত্রী ভট্টাঃ—রাগপ্রধান (শর্ট-ওয়েভে); ৩টা জীবনের রঙ : বাংলা নাটক, রচনা—রমেন মজুমদার; ৩-৫০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, আলি আহমেদ খাঁ—সেতার; ৫-৩০ মহিলামহল; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুর-মণ্ডলী; ৬-৩০ তিনকড়ি দাস—লোক-গীতি; ৬-৪০ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পাঠ; ৬-৫০ দিলীপ চক্রঃ—রামপ্রসাদী; ৭টা কৃষিকথা; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা); ৮টা বিচিত্রা : বাংলা রূপক, ফরাক্কা বাঁধ (বাংলা কথিকা)—অজিত চক্রবর্তী; ৮-১৫ 'কিংশুক'—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৩০ অমিয়াংশু মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৪৫ অগোচর গান : বাংলা কাব্য রসের কথিকা—সুকুমার রায়, 'সাহানা সংগীত শিক্ষায়তন'—লোকগীতি (শর্ট ওয়েভে); ৮-৫৫ বাদ্যবৃন্দ; ৯টা ধীরা মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা; ৯-২০ বাংলা সংবাদ; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম, সং; ১১-০৫ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান, ইন্দ্রনীল মিত্র—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-০৫ দিনের আলোয় : রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাঠ; ৬-১০ রাগরঙ : সুবীর মিত্র—সেতার; ৬-৩০ যুববাণী : অনুষ্ঠান পরিচিতি; ৬-৩৫ সুরের আলো : গোপাল রায়—বাঁশী; ৬-৪০ নানারঙের গান : জয়শ্রী বাগচী—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি,

আধুনিক; ৭-৩৫ সত্তর দশকের চোখে/আসলে কী : নতুন কাজের খোঁজ; ৭-৪০ সুরকল্লোল : গোপাল রায়—বাঁশী (ধুন); ৭-৪৫ সিনেমার গান; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১-৪০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি : পপ্ সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের সুরবাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠোসুর : গীতা ভট্টাঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আবৃত্তি—সঞ্জীব রায়; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : গোপাল রায়—বাঁশী (ধুন); ৫-৩০ যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : বীণা মুখোঃ—ভজন; ৫-৪৫ সুরধুনি : গোপাল রায়—বাঁশী (ধুন); ৫-৫০ কবির সুরে গান : ইন্দ্রনীল মিত্র—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ বাইরে দূরে : ট্রাভেলগ : পায়ে হেঁটে বিষ্ণুপুরে : বাং কথিকা—অমরেন্দ্র ঘোষ; ৬-৪০ গীতি-বিচিত্রা : অপরাজিতা ঘোষ—আধুনিক, জয়শ্রী বাগচী—শ্যামাসংগীত; ৬-৫০ আমার প্রিয় গান : লঘু সংগীতের অনুষ্ঠান; সংযোজনা—সঞ্জীব রায়; ৭-১০ রাগরঙে : সুবীর মিত্র—সেতার; ৭-৩০ গানের বৈঠক : বীণা মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত, জয়শ্রী বাগচী—অতুল-প্রসাদের গান ও নজরুলগীতি, অপরা-জিতা ঘোষ—আধুনিক ও শ্যামাসংগীত, গীতা ভট্টাঃ—লোকগীতি; ৮টা মৃণাল বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৮-১৫ শ্যামাসংগীত; ৮-৩০ আলি আহমেদ খাঁ—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-৪৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অলকাশরঞ্জন (দিল্লী থেকে); ৯-৩০ ইং কথিকা; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩০ নরেশ্বর মুখোঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ—পদাবলী কীর্তন; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান :—সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ।

খ : (সন্ধ্যায়)—৬টা অনাথনাথ বসু—খেয়াল ও ঠুংরী; ৬-৩০ শরৎচন্দ্র সটিক বাঁশী; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা গায়ত্রী ভট্টাঃ—ভজন; ৭-১৫ বাণিজ্য বার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ দিলীপ চক্রঃ—রামপ্রসাদী; ৭-৪৫ আধুনিক; ৮টা সমাপ্তি।

আজ যুব-ছাত্র সমাবেশ, নকল রাষ্ট্রপুঞ্জে ইয়াহিয়ার বিচার

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলা দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সমর্থনে আজ শনিবার বেলা ২টায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক কেন্দ্রীয় যুব-ছাত্র সমাবেশ হবে। ছাত্র পরিষদ (মহা-জাতি) এই সমাবেশের ডাক দিয়েছেন। সমাবেশ থেকে মিছিল যাবে পাক দূতা-বাসের সামনে—সেখানে নকল রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে ইয়াহিয়া খানের বিচার হবে। উত্তর কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ওই সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য বেলা ১২টায় আজাদ হিন্দ বাগ থেকে যুব-ছাত্রদের এক মিছিল বের হবে বলে জানানো হয়েছে।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে আনন্দ বাজার

বাঙ্গলা নববর্ষ

[মঙ্গলবার ৪ঠা বৈশাখ ১৩৪১ ইং ১৭-৪-৩৪]

শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠান

শান্তিনিকেতন, ১৫ই এপ্রিল যথাযোগ্য সমারোহে এখানে বাঙ্গলা নববর্ষের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রত্যুষে বৈতালিক দল মিছিল করিয়া নববর্ষের আবাহন গীতি গান করেন। কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথ আশ্রমবাসীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"প্রতিদিনের প্রভাত নিরবধি কালের এক একটি অংশের প্রারম্ভ। কিন্তু নববর্ষের প্রথম দিনেই মানুষ হৃদয় বিশ্লেষণ করে এবং এই দিবসেই তাহারা নবীন উৎসাহের জীবনের মহনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংকল্প গ্রহণ করে। অতীতের ধ্বংসস্তূপেই নবসৃষ্টির বীজ নিহিত থাকিয়া অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টি ধারার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে।"

উপসংহারে তিনি বলেন, কবি হিসাবে তিনি চিরদিন বিশ্বমানবের সেবার ব্যাপৃত আছেন, সিদ্ধি দূরবর্তী হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার আদর্শ অবিনশ্বর।......

*

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী

দেউলী বন্দীনিবাসে প্রেরিত

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর গ্রেপ্তারের জন্য ২০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রায় এক পক্ষকাল পূর্বে তিনি বালীর কোনও বাগান-বাড়ীতে ধৃত হন। তাঁহাকে সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন অনুযায়ী আটক রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে তাঁহাকে দেউলী বন্দীনিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

লায়নস্ (আন্তর্জাতিক) : পঞ্চম বার্ষিক জেলা সম্মেলনের উদ্বোধন, সাড়ে ৪টার গ্র্যান্ড হোটেলে, উদ্বোধক—রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান। **বাংলা দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সমর্থনে সভা :** ৪টায়, স্টুডেনস হলে (কলেজ স্কোয়ার)। উদ্যোক্তা—পঃ বঃ র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট। **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া) :** সাড়ে ৬টায় ৪ নস্কর-পাড়া লেনের আশ্রম ভবনে স্বামী যোগস্থানন্দ মহারাজের শ্রীরামকৃষ্ণ কথা-মৃত পাঠ ও আলোচনা। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার :** সাড়ে ৬টায় শিবানন্দ হলে রেভাঃ জন আতোয়ারের সামাজিক দারিদ্র্যবোধে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে ইংরেজী বক্তৃতা। **রামকৃষ্ণ মিশন তত্ত্বমন্দির (বেলুড়) :** সাড়ে ৬টায় স্বামী শুদ্ধ-সত্ত্বানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' বিষয়ে আলোচনা। **হাওড়া জেলা ছাত্র পরিষদ :** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় সমাবেশে (বেলা ২টা) যোগ-দানের জন্য ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস ইউনিটগুলিকে বেলা ১২টায় হাওড়া সমবায়িকার সামনে উপস্থিত হতে হবে। **নৈবেদ্য :** ৭টায় ৬৮, ফিডার রোড বেল-ঘরিয়ায় ৫ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব। **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক** (ব্যানার্জিবাগান, চন্দননগর) : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও বিবেকানন্দের দু' দিনব্যাপী জন্মোৎ-সবের উদ্বোধন। সাড়ে ৫টায় পূজামণ্ডপ উদ্বোধন। ৭টায় রামায়ণ গান পরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **কলকাতা চা সরকার অ্যাসোসিয়েশন :** ৪টায় বার্ষিক সাধারণ সভা, হেমচন্দ্র গ্রন্থাগার ভবনে (১১।১ মোহনচাঁদ রোড, কলঃ ২৩)। **স্টাফ ওয়েল ফেয়ার ক্লাব** (পঃ বঃ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ) : ৩টায় কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে বাৎসরিক সাধারণ সভা ও কর্মপরিষদ নির্বাচন। **গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী** (চালতাবাগান) : ৭টায় রামায়ণ গান। **পঃ বঃ গ্রাম সেবক সমিতি :** (দঃ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি : কাক-দ্বীপ সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরে কমিটির বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন; ৪টায় প্রতিনিধি সম্মেলন। **ভবানীপুর নবীন সংঘ :** ৬টায় ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডস হলে (নরদারন পারক) পুরস্কার বিতরণী সভা। **শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির :** (১৫ বঙ্কিম চ্যাটারজি স্ট্রীট) ...৬টায় শ্রীঅরবিন্দের মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা। **বিড়লা শিল্প-সংগ্রহশালা** (১৯এ গুরুসদয় রোড) : বেলা দেড়টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। সাড়ে ৩টায় 'ভারতীয় রসায়ন শিল্পে অর্থনীতি' সম্পর্কে অধ্যাপক এস কে নিয়োগীর বক্তৃতা। **ফেডারেশন অব ক্লাবস অ্যান্ড অ্যাসোঃ :** ৬টায় ১৫১নং বিবেকানন্দ রোডস্থ বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে বিধানসভার নব নির্বাচিত নব কংগ্রেস সদস্যদের সম্বর্ধনা ও বাংলা দেশের সমর্থনে সভা।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নটি ভারত সরকারের এক্তিয়ারে

—উপ-রাষ্ট্রপতি

বেরিলি, ১৬ এপ্রিল—উপরাষ্ট্র-পতি শ্রী জি এস পাঠক বলেছেন, বাংলা দেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি ভারত সরকারের নিরঙ্কুশ এক্তিয়ারে এবং এ ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য জনগণের ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা উচিত।

শ্রীপাঠক বেরিলিতে একদিনের সফরে গিয়েছেন। গতপরশু বার এসোসিয়েশনের সভায় উপরাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন।

শ্রীপাঠক বলেন, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পূর্ববঙ্গের পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের উপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার চলেছে, তাতে জনগণের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। জীবন এবং সম্পত্তির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা অকল্পনীয়।

তিনি বলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এ ধরনের প্রয়াসের কথা কেউ কোনদিন শোনেনি এবং একে কোনোমতেই বরদাস্ত করা যায় না।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার প্রসঙ্গে শ্রীপাঠক বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবিক অধিকারের কথা বলে থাকেন। অথচ তাদেরই চোখের সামনে সেই অধিকার নির্বিচারে পদদলিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলা দেশের স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি নিয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তা করছেন এবং আন্ত-র্জাতিক আইন সম্পর্কিত বইপত্রও ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন।

এই বিষয়ে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেননি। তবে তিনি বিশিষ্ট আইনবিদ শ্রীশীতলবাদের অভিমতের সঙ্গে একমত। শ্রীশীতলবাদ বলেছেন, স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তিনি শ্রীশীতলবাদের এই অভিমতের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, সরকার যে এই ব্যাপারে উপযুক্ত সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবেন, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। —ইউ এন আই

দিনপঞ্জিকা

আজ ষষ্ঠী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ৩ বৈশাখ, ১৩৭৮ (২৭ চৈত্র ১৮৯৩ শক), ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ ২০ শফর। ষষ্ঠী দিবা ঘঃ ৭।৩৬ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘঃ ৪।৪৫ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।১৯।১৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৩।০৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—মধ্যম তিথ্যমৃত-যোগ পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে নাস্তি। মুখ্যচান্দ্র চৈত্র গৌণ বৈশাখ (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ৩ বৈশাখ ১৩৭৮ (২৭ চৈত্র ১৮৯৩ শক), ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ ২০ শফর। সপ্তমী রাত্রি ঘঃ ২।৫৩।৫৮ সেঃ পর্যন্ত। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১২।৫৮।৪০ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।১৯।৮ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৩।৪৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি বিষ্টি ও দিনদগ্ধাদিদোষ। মুখ্য-চান্দ্র চৈত্র গৌণ বৈশাখ (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	জোয়ার আরম্ভ দিবা	জোয়ার আরম্ভ রাত্রি	ভাঁটা আরম্ভ দিবা	ভাঁটা আরম্ভ রাত্রি
শনিবার	৩-২৭	৩-৪৫	৭-৫৩	৭-৫৪

বিচিত্রার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

সম্প্রতি জব্বলপুরের দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাব হলে বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের তৃতীয় বার্ষিক বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল। সম্মে-লনের উদ্বোধন করেন শান্তিনিকে-তনের প্রাক্তন ছাত্র শিল্পী শ্রীরামমনোহর সিংহ। বিচিত্রার সভানেত্রী শ্রীমতী হেনা হালদার বাংলা দেশের স্বাধী-নতার সংগ্রামীদের অভিনন্দন জানান। সংস্থার সম্পাদক শ্রীকুসুমবিহারী চৌধুরী বলেন দুই বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আজ সংকটের মুখে। তিনি এই সংকট থেকে জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। সম্মেলনে সর্বশ্রী রাধাগোবিন্দ সেনগুপ্ত, শ্যামাচরণ মিশ্র, তারাপ্রসন্ন বসু, সুধেন্দু চন্দ, শ্যামল মুখো-পাধ্যায়, অশ্রু রায়, সুমিতা দত্ত এবং কবি হেনা হালদার তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেবার অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনুষ্ঠান শেষ হয় দুই বাংলার কবিতা ও গান সংযোগে 'সোনার বাংলা' রূপক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

রিপোনেক্স — সুরভিত ক্রীম — এ, সি, কেমিক্যালস্‌-এর তৈরী

মাথা ভরা কালো চুল যদি চান — 'বলডেক্স' ব্যবহার করুন

ভুটানকে জারমানির উপহার

বুধবার এক অনুষ্ঠানে কলকাতাস্থ ফেডারেল রিপাবলিক অব জারমানির কনসাল জেনারেল ডঃ রুপারথট রাউথ ভুটানের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ দুটি ডাইমলার-বেনজ ইউনিমোগ ট্রাক ভুটান সরকারের কলকাতাস্থ প্রতিনিধি শ্রী পি আর বকসীর হাতে তুলে দেন। ওই ট্রাক দুটি রয়াল ভুটানিজ ওয়ারলেস হেডকোয়ারটারস ব্যবহার করবে।

সাতের নামতা — গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত ৮

জন্মদিনে যামিনী রায়ের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার ১ বৈশাখ, দিনটি প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের জন্মদিন। এবারেও শিল্পীর বালিগঞ্জ প্লেসের বাসভবনে ভোর থেকে অনেকে এলেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু শিল্পী এবার অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তাই নিচেরতলায় তাঁর নিজস্ব স্টুডিওতে তিনি আসতে পারেন নি। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাধারণ মানুষ যাঁরা এলেন অসুস্থ শিল্পী তাঁর বিছানায় শুয়েই তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণ করলেন, করলেন আশীর্বাদ। এদিন তিনি ৮৪ বছরে পদার্পণ করলেন।

ক'দিন ধরে শিল্পী বেশ সুস্থই ছিলেন, কিন্তু বুধবার থেকেই আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর গৃহ চিকিৎসক বললেন, অত্যাধিক উত্তেজনার জনাই এই অবস্থা। বুধবার একসপ্লোরারস ক্লাবের বাংলা দেশের স্বীকৃতি দেবার দাবিপত্রে সই করবার পর থেকেই তিনি অসুস্থতা বোধ করেন।

বাংলা দেশের স্বীকৃতি ও অন্যান্য কয়েকটি দাবিতে একসপ্লোরারস্ ক্লাব অব ইনডিয়ার গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের সূচনা হয় বুধবার। প্রবীণ শিল্পী শ্রীযামিনী রায় দাবিপত্রে স্বাক্ষর করে এ দিন ওই অভিযানের উদ্বোধন করেন। ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। দশ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ওই দাবিপত্রটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি জেনারেলের কাছে পাঠানো হবে। ছবিতে শ্রী রায়কে স্বাক্ষর করতে দেখা যাচ্ছে (বাম থেকে তৃতীয়), পাশে ক্লাবের সভাপতি শ্রীমিহির সেন। বৃহস্পতবার ছিল শ্রী রায়ের ৮৪তম জন্মদিবস।

আইন-আদালত

অনন্ত সিংহের মামলার আরও শুনানী

কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে অনন্ত সিংহ এবং আরও কুড়িজনের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে, শুক্রবার আলিপুরে চতুর্থ ট্রাইবুনালের জজ শ্রীহরিসাধন ব্যানার্জির আদালতে তার আর এক দফা শুনানী হয়। এইদিন হাজতে আটক সব আসামীকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল।

শুনানী শুরু হলে আসামী পক্ষ থেকে বলা হয়, বাইরে বহু মহিলা অপেক্ষা করছেন। এঁরা আসামীদের আত্মীয়। তাঁদের সাক্ষাৎকার অনুমতি দেওয়া হোক। জজ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সাক্ষাৎকারের জন্য এক ঘণ্টা আদালতের কাজ মুলতুবী রাখা হয়। এইদিনও আদালতে যথারীতি চিৎকার চলে, শ্লোগান দেওয়া হয় এবং হত্যার হুমকি দেখান হয়।

৩০ এপরিল পর্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

গারডেনরিচে রেল কলোনিতে স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতায় গারডেনরিচ-এ দক্ষিণ-পূর্ব রেল কলোনিতে শুক্রবার স্টেট ব্যাঙ্কের আর একটি শাখার উদ্বোধন হল।

এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে দঃ পূঃ রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস এস মুখারজি বলেন, এই ব্যাঙ্কটি খোলায় গারডেনরিচ রেল কলোনীর দীর্ঘদিনের একটি অভাব দূর হল। তিনি ব্যাঙ্কটির উদ্বোধনও করেন। স্টেট ব্যাঙ্কের পক্ষে শ্রী এস কে নাথন ও শ্রী এ বসু বক্তব্য রাখেন।

এস এইচ বেনসনের কর্মীদের একদিনের বেতন দান

বিজ্ঞাপন সংস্থা এস এইচ বেনসন (ইনডিয়া) প্রাঃ লিঃ-এর কর্মচারীরা বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য একদিনের বেতন দান করেছেন।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 15

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1971 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 × 10 cms, indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964 and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available, and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Rs. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 17th May, 1971 (31st May, 1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

Posts at S. No. 6 temporary but likely to be made permanent. Posts at S. Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 and 14 temporary but likely to continue indefinitely. Posts at S. Nos. 10 and 11 temporary but likely to continue on long term basis. Posts at S. Nos. 13 and 15 temporary but likely to continue. Posts at S. No. 8 temporary but likely to continue on year to year basis.

Post at S. No. 7 reserved for Scheduled Castes candidates, if such suitable candidate available; otherwise to be treated as unreserved.

Post at S. No. 10 and one post each at S. Nos. 6, 8 and 13 reserved for Scheduled Castes candidates. One post at S. No. 6 reserved for Scheduled Tribes candidates. These posts are not to be treated as unreserved if suitable candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities are not available.

Posts at S. Nos. 3 and 14 reserved for Scheduled Castes candidates, who alone need apply.

1. One Professor of Physiological & Industrial Hygiene, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Supertime Grade II of Central Health Service, Class I. Pay Rs. 1300—60—1600—100—1800 plus non-practising allowance @ 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. Age 50 years and below. Qualifications essential (i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Twelve years' standing in the profession including at least six years' experience as Associate/Assistant Professor/Reader in a medical college/institute after the requisite post-graduate qualification. (iii) Extensive practical and administrative experience in the field of medical relief/medical research, medical education or public health organisation.

2. One Senior Medical Officer, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Specialists' Grade of Central Health Service, Class I. Pay Rs. 600—40—1000—EB—50—1300 plus non-practising allowance @50% of pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 1 above. (ii) Post-graduate qualifications in Surgery e.g., M.S., F.R.C.S., F.A.C.S., or equivalent. (iii) At least three years' work in a responsible position connected with surgery.

3. One Psychiatrist, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Specialists' Grade of Central Health Service, Class I: Pay Rs. 600—40—1000—EB—50—1300 plus non-practising allowance @ 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. Age 50 years and below. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 1 above. (ii) Post-graduate qualifications in Psychiatry e.g., M.D. with Psychiatry, M.R.C.P. with Psychiatry, D.P.M. or equivalent. (iii) At least three years' work in a responsible position connected with Psychiatry.

4. One Surgeon, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Specialists' Grade of Central Health Service, Class I. Pay Rs. 600—40—1000—EB—50—1300 plus non-practising allowance @ 50% of the pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 1 above. (ii) Post-graduate qualification in Surgery e.g., M.S., F.R.C.S., F.A.C.S. or equivalent. (iii) At least three years' work in a responsible position connected with the speciality.

5. One Assistant Professor of Neurology, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Specialists' Grade of Central Health Service, Class I. Pay Rs. 600—40—1000—EB—50—1300 plus non-practising allowance @ 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. and Rs. 100 p.m. as special pay. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 1 above. (ii) Post-graduate degree qualifications in Medicine, e.g. M.D., M.R.C.P. with Neurology or equivalent. (iii) At least three years' experience as a Lecturer in Neurology or in an equivalent teaching post in a medical college/teaching institution after the post-graduate degree qualifications.

6. Five Lady Assistant Surgeons, Grade I, Military Hospitals, Ministry of Defence. Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 plus 33⅓% non-practising allowance subject to a minimum of Rs. 150 p.m. Age 30 years and below. Relaxable for Ex-AMC officers also. Qualifications essential: Same as (i) in item 1 above.

7. One Assistant Development Officer (Chemical), Directorate General of Technical Development, Ministry of Industrial Development & Internal Trade. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) M.Sc. degree in Chemistry or degree in Chemical Engineering/Technology of a recognised university/institute or equivalent. (ii) About two years' experience in the production of rubber goods or research dealing with problems relating to rubber technology.

8. Two Assistant Directors, Ganga Basin Wing, Ministry of Irrigation & Power. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Civil Engineering of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' experience of irrigation and/or allied works.

9. One Architectural Assistant, Directorate General of Health Services, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Pay Rs. 325—15—475—20—575. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Architecture of a recognised university/institution or equivalent. (ii) About two years' professional experience.

10. One Documentation Officer (Research & Policy Division), Ministry of Home Affairs. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Second class Master's degree in any of the Social Sciences preferably in Political Science or Sociology of a recognised university or equivalent. (ii) A degree or its equivalent in Documentation or in Library Science of a recognised university/institution. (iii) About three years' practical or research experience in documentation in any of the Social Sciences, preferably in Political Science or Sociology, in a library/institution of standing.

11. One Labour Officer, Labour Department, Government of Manipur, Imphal. Pay Rs. 350—30—500—EB—30—650—EB—35—1000. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' experience of handling labour problems in a Government establishment or in any industry or in a trade union organisation.

12. One Health Education Technician, Grade I (Script Writing), Directorate General of Health Services, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Pay Rs. 370—20—450—25—575. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university, preferably with Social Sciences as subjects, or equivalent. (ii) About three years' experience in editing magazines, journals, periodicals, etc., preferably on health, in a Government department or in a private organisation of repute.

13. Four Labour Enforcement Officers (Central), Office of the Chief Labour Commissioner (Central). Pay Rs. 350—25—575. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university preferably with Economics or Social Sciences. (ii) Degree in Law of a recognised university. Or Master's degree in Economics or any other Social Science of a recognised university or equivalent. (iii) Two years' experience in labour welfare work. *Or* Diploma of a recognised institution in labour welfare or labour laws.

14. One Superintendent, Observation-cum-Children Home for Girls, Delhi Administration, Delhi. Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent in a Social Science subject, e.g. Sociology, Economics, Anthropology etc. (ii) About three years' experience in social work in a responsible capacity preferably in an institute for social service or social welfare.

15. Two Junior Research Officers, Ministry of Railways (Railway Board). Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Master's degree in Economics/Statistics/Mathematics of a recognised university, preferably with specialisation in Economics of Transportation/Econometrics & Economic Planning, or equivalent qualification. (ii) About two years' experience of research in the field of transport economics or transportation or economic planning or input-output analysis.

CORRIGENDUM

One Senior Technical Assistant (Agriculture Development), Directorate of Cashewnut Development, Calicut, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture). Reference item 20 of Commission's Advertisement No. 3 published on 16-1-1971. It is notified for general information that the number of posts has since increased from one to two. The essential qualification (ii) for the additional post is "About three years' experience in agriculture or agricultural planning in development departments under Central/State Governments" and the place of posting of the selected candidate will be New Delhi or anywhere else in India. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications extended upto 17-5-1971 (31-5-1971 for candidates abroad and from those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied need not apply again.

davp 560 (3)/71

ভারতের স্থির বিশ্বাস

পাকিস্তান তার পাপ অপপ্রচার দিয়ে ঢাকতে পারবে না

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ১৬ এপরিল—"পূর্ব বাংলার জনগণ আত্মমর্যাদা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শান্তির জন্য বর্তমানে যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, পাকিস্তান তাকে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের আর একটি বিষয় বলে ব্যাখ্যা করতে চাইছে। কিন্তু পাকিস্তান বাংলা দেশে ব্যাপক বর্বরতা ও নৃশংসতা চালিয়ে সাধারণভাবে বিশ্বমানবের এবং বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে যে নিদারুণ অপরাধ করেছে, কোন চেষ্টার দ্বারাই সে তা চাপা দিতে পারবে না। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এত বেশি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক পাকিস্তানের ওই অপকর্মের সাক্ষী আছেন যে, পাকিস্তান কিছুতেই তা লুকিয়ে রাখতে পারছে না।"—বহির্বিষয়ক দফতরের একজন সরকারী মুখপাত্র আজ এই কথা বলেন।

মুখপাত্রটি অভিযোগ করেনঃ 'পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক যন্ত্র চালিয়ে পূর্ব বাংলায় পূর্ব পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যাপক ধ্বংস ও গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।'

তিনি বলেন যে, পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় যে নৃশংস ও মধ্যযুগীয় হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তা থেকে পাকিস্তানের তথা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ করার মতলবেই ভারতের বিরুদ্ধে নানারকম বিদ্বেষ ও অপপ্রচার চালাচ্ছে।

এই অপপ্রচারের কয়েকটি নমুনা—(১) ভারতীয় বাহিনীর লোকেরা পূর্ব বাংলায় গিয়ে যুদ্ধ করছেন এবং তাঁদের কয়েকজন নাকি বন্দীও হয়েছেন। (২) স্বাধীন বাংলা বেতার ভারত থেকে পরিচালিত হচ্ছে। (৩) ভারত পূর্ব বাংলায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাচ্ছে। (৪) পাকিস্তানী জাহাজ চলাচলে ভারত বাধা দিচ্ছে।—এ সবই ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচার।

মুখপাত্রটি প্রশ্ন তোলেনঃ 'পাকিস্তান কি একথা বলতে পারে যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক যন্ত্রের পেষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ সংগ্রাম করছেন না? পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক যন্ত্র দিয়ে পূর্ব বাংলায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে যে ধ্বংস ও গণহত্যা চালানো হচ্ছে, সেই তথ্য কি ভারতের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ ও অপপ্রচার দিয়ে ঢাকা দেওয়া যাবে?'

এয়ার ইনডিয়া বোয়িং ৭৪৭ বিমান কিনছে

এয়ার ইনডিয়া প্রথম দফায় দুটি বোয়িং ৭৪৭ বিমান কিনছে। আকাশে ওড়ার সময় এই বিমানের শব্দ বোয়িং ৭০৭ বিমানের চেয়েও কম। এই বিমানের শক্তিশালী প্রাট অ্যানড হুইটনে ইনজিন ধূম্রমুক্ত বলা চলে।

একটি বোয়িং ৭৪৭ ইনজিনের দাম প্রায় ১০ লক্ষ ডলার।

ভাঙড়ে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভাঙ্গর (২৪ পরগণা), ১৫ এপরিল—মল্লিককাঠির শ্রীভূষণ মাহাতো শুক্রবার সন্ধ্যার পর ভাগড় বাজার থেকে সাইকেল সগীসহ বাড়ি ফিরবার পথে একদল সশস্ত্র লোক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে। তার সঙ্গীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।

শেয়ার বাজারে মাঝারি লেনদেন

১৬ এপরিল—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য হেরফের হয়নি। বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেলঃ—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি—বিড়লা জুট ২০, ২০।১৫; ডানলপ ইনডিয়া ৩৪।৬২ ৩৪।৭৫; হাওড়া জুট ৭।৫০ ৭।৩৭; গেসটকিন উইলিয়াম ৩৩।৫০ ৩৪।৭৫; হিন্দ মোটর ১২।৯০ ১৩।৩৭ ইনডিয়ান আয়রন ১১।৯৫ ১২।০৫; ইনড কেবল ১৭।০৫ ১৬।৯০; জয়পুর উদ্যোগ ৯।৫০; ইনড কপার ৪।১৪ ৪।১৬; কেশোরাম ইনড ১৭, ১৭।৫০; জে কে কটন ১০।৪০ ১১।৩০; জয়শ্রী টি ইনড ১৬।৭৫ ১৭।০৬; ওরিয়েনট পেপার ৩১।৮৫ ৩১।৪০; ওড়িশা সিমেনট ১৪।৪০ ১৪।৮৫; রেটস ইনড ৬।৩৫ ৬।৪০ টেকস মেসিঃ ১০।৩০ ১০।৩৫।

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ১৬ এপরিল—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয় মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯৫ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫৫ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

সোনা ও রূপা

১৬ এপরিল—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিলঃ—

খাঁটি সোনা (স্টান ১০ গ্রাম)	২৫০,
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১৯০,
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭৪,
ঐ খুচরা (১ কেজি)	৫৭৪।৫০

চট ও থলের বাজার নরম

১৬ এপরিল—আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজার নরম ছিল। মিল কোন আগ্রহ দেখায়নি। নিচে দর দেওয়া গেল—

	এপরিল	এঃ-জুঃ	জুঃ-সেঃ
৪০—৭½	৭৯,	৭৯,	৭৪,
৪০—১০	৯৯,	৯৯,	৯৬,
বি টুইল	২৪০,	২৪০,	২৪০,

লবণ হ্রদে নয়া বসতিতে প্রথম নববর্ষ

লবণ হ্রদ নাগরিক সমিতির উদ্যোগে ১ বৈশাখ প্রথম নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা দেশের কথা ভেবে অনাড়ম্বর উৎসবে সবাই সেখানকার শহীদদের কথা স্মরণ করেন।

BNT TERENE BENGAL SUITING

GENTS SUITINGS SHIRTINGS, LADIES SLACKS & SKIRTS

THE BENGAL NATIONAL TEXTILE MILLS LTD.
14/5, MATHURA ROAD, FARIDABAD (HARYANA)

বিক্রয়-প্রতিনিধিগণ :

কলিকাতা : মেসার্স মহাদয়াল প্রেমচন্দ্র প্রাঃ লিঃ, ৫, শম্ভু মল্লিক লেন, কলিকাতা। আসাম : মেসার্স নাহতা ইন্টারন্যাশন্যাল এজেন্সিজ, এ. টি. রোড, লাল সিং ম্যানসন, গৌহাটী।

ডীলারগণ :

মেসার্স বি. এম. ট্রেডিং কোম্পানি, ১৭৪, জে. এল. বাজাজ স্ট্রীট, কলিকাতা; মেসার্স ধীরাজলাল অ্যান্ড ব্রাদার্স, ২৪এ, ব্রেবোর্ন রোড, কলিকাতা; মেসার্স জে. অ্যান্ড সনস্, ৩১, মল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭; মেসার্স কোয়ালিটি কাট পিস কর্নার, ১৯৩/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা; মেসার্স চোখানি ব্রাদার্স, ২য় তল, শিউ মার্কেট, গৌহাটী; মেসার্স স্টাইলো, ডিব্রুগড়; মেসার্স হনুমানবক্স মঙ্গলচাঁদ, ডিগবয়; মেসার্স ডিলাক্স, তিনসুকিয়া; মেসার্স গুরু নানক স্টোর্স, গর আলি রোড, জোড়হাট; মেসার্স এস. অমরিক সিং কর্তার সিং, থাঙ্গল বাজার, ইম্ফল; মেসার্স মীমুস, ফ্যান্সি বাজার, গৌহাটী; মেসার্স নব্য ইয়র্ক, বাবু বাজার, গৌহাটী।

কর্ন প্রোডাক্টস্-এর নির্বাচিত পুরস্কৃত পাকপ্রণালী ★

লেমন-চেরী ডিলাইট

(পাঠিয়েছেন মিসেস রোশন কেকি কওয়া, কেয়ার অফ মিসেস রতি বাটলিবয়, হার্ডিং হাউস, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বাই-২৬)

রেক্স জেলি কৃস্ট্যালস্ দিয়ে তৈরী

মিসেস রোশন কেকি কওয়া,

রেক্স জেলিতে আছে অপূর্ব ফলের স্বাদ—শিশু ও বয়স্কদের সবারই প্রিয়। নানা উপলক্ষে নানারকমের পুডিং ও ডেসার্ট তৈরী করতে পারবেন। রেক্স জেলি কৃস্ট্যালস্ সবচেয়ে সেরা, কেননা, সেরা-সেরা উপাদানে তৈরী এবং অতি সযত্নে প্রস্তুত।

৬ রকমের পছন্দমত চমৎকার স্বাদ

উপকরণ :
১ প্যাকেট রেক্স চেরী জেলি কৃস্ট্যালস্
১ প্যাকেট রেক্স লেমন জেলি কৃস্ট্যালস্
৩ কাপ জল
১ টিন রেক্স পেয়্যারস্ (আধখানা-করা ১০টি টুকরো ন্যাসপাতি)
১ কাপ চিনির সিরাপ (ন্যাসপাতির টিন থেকে)
১ ডজন চেরী
১ কলা
১০০ গ্রাম ক্রীম
১ চা-চামচ জেক্সিন জিলেটিন

১। ১½ কাপ গরম জলে রেক্স লেমন জেলি কৃস্ট্যালস্ গুলে নিন ও ১/২ কাপ সিরাপ মেশান। ২। একই ভাবে রেক্স চেরী জেলি কৃস্ট্যালস্ তৈরী করুন ও সিরাপ মেশান ৩। ৪টি আধখানা-করা ন্যাসপাতির টুকরো ও ৪টি চেরীকে ছোট ছোট টুকরো করে কাটুন। ৪। ১ কাপ লেমন জেলি নিয়ে বরফের ওপর বসান। ৫। গোলাকার ছাঁচে কিছুটা লেমন জেলি ঢেলে সেটি জমে যেতে দিন। তারপর আধখানা-করা ন্যাসপাতি এমনভাবে বসান যাতে কাপা দিকটা উপরের দিকে থাকে। ফাঁকা অংশটি চেরী দিয়ে ভরিয়ে দিন। বাকি লেমন জেলি ঢালুন ও বরফের ওপর বসান। ৬। চেরী জেলি বরফের ওপর বসান। যখন জমে যেতে শুরু করবে, তখন টুকরো করা ন্যাসপাতি, কলা, চেরী, একটু জিলেটিন মিশ্রিত ফেটানো ক্রীমের সঙ্গে মেশান। এই মিশ্রিত পদার্থটি ছাঁচের লেমন জেলির ওপর ঢালুন। ৭। যখন দুটো জেলিই বসে যাবে তখন পরিবেশনের পাত্রে ঢেলে নিন। বাকি ক্রীম ও চেরী দিয়ে সাজিয়ে নিন। ৮। বাকি লেমন জেলি টুকরো টুকরো কেটে লেমন-চেরী জেলির ছাঁচের ওপর ছড়িয়ে দিন।

বিনামূল্যে! নতুন পাকপ্রণালী বই নং ৩

আজই এক কপির জন্য লিখুন। বিনামূল্যে আমাকে এক সেট পাকপ্রণালী পাঠাবেন। ইংরেজী / হিন্দী / বাংলা / তামিল / তেলেগু / মালয়ালম / গুজরাটি / মারাঠি / কন্নাড়া

নাম ....

ঠিকানা ....

এই কুপনটি ভরে ডাকে পাঠিয়ে দিন : পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, কর্ন প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি. আর

ABP-8

আপনার পরিবারের সবার মনের মত এ রকম আরো নানা খাবারের জন্য এই পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখুন।

কর্ন প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড,
শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই—১ বি. আর

শনিবারের ফুটবল খেলা

শাওয়ার লীগ—খিদিরপুর : টালীগঞ্জ অগ্রগামী (সিটি), রাজস্থান : হাওড়া ইউ-নিয়ন (রাজস্থান), ভবানীপুর : বারবা স্পোরটিং (পুলিশ), মহঃ স্পোরটিং : ইসটারন রেল (মহঃ স্পোরটিং), পুলিশ : কুমারটুলি (পুলিশ), টাউন : প্রবাসী উৎকল (টাউন), কাসটমস : ভ্রাতৃ সংঘ (কাসটমস), ক্যালঃ জিমখানা : বেহালা ইউথ (তালতলা), কালীঘাট : এরিয়ান (কালীঘাট), গ্রীয়ার : মোহনবাগান (গ্রীয়ার)। অফিস লীগ—ইনকাম ট্যাকস : কাসটমস, ইসপাত : ট্রানসপোরটেশন (বি জি প্রেস), এয়ার করপোরেশন : মানকী স্পোরটস (পৌর প্রতিষ্ঠান), ক্যালকাটা আর এম এস : ইনসপেকটার অফ আরমা-মেনটস (পি টি), ব্রিজ অ্যানড রুফ : ইনডসকো (হাইকোরট ৩-১৫ মিঃ)।

ওয়েসট ইনডিজের ৫ উইঃ ৩৭৭

সোবারস ও ডেভিসের সেনচুরি

পোরট অফ স্পেন, ত্রিনিদাদ, ১৬ এপ্রিল—ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের পঞ্চম ক্রিকেট টেসট ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে ওয়েসট ইনডিজ প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৩৭৭ রান করে ১৭ রানে এগিয়ে গিয়েছে। অধিনায়ক সোবারসের নট আউট ১১৪ রান ও সি ডেভিসের ১০৫ রানের জন্যেই ওয়েসট ইনডিজের পক্ষে এত অধিক রান করা সম্ভব হয়েছে। এমন কি সোবারস ও ডেভিস একত্রে পঞ্চম উইকেটে ১৭৭ রান সংগ্রহ করাতেই ওয়েসট ইনডিজ দল ৫টি উইকেট হাতে ১৭ রানে এগিয়ে যেতে পেরেছে।

মধ্যাহ্নভোজের ৪০ মিনিট বেদী ও প্রসন্নর মারাত্মক স্পিন বোলিং ওয়েসট ইনডিজ দলকে একেবারেই কোণঠাসা করে। কিন্তু লয়েড আউট হবার পর অধিনায়ক সোবারসের যোগ-দানের পরেই খেলার ধারা একেবারেই বদলে যায়। সোবারস খেলা আরম্ভ করে বেপরোয়াভাবে হুক ও গ্লাইড করে দ্রুত রান তুলতে আরম্ভ করেন।

খেলার সূচনায় ভারতীয় দলের ফিলডিং খুবই ভাল হয়। ১৪ রান হলে লুইস বেদীর বলে কৃষ্ণমূর্তির হাতে ক্যাচ আউট হয়ে বিদায় নেন।

কিন্তু এর পরে আবিদ আলীর মারাত্মক ত্রুটির জন্যে ডেভিস শেষ পর্যন্ত ১০৫ রান করে আউট হয়েছেন। অথচ তিনি তাঁর ২৯ রানের সময় বেদীর বলে ক্যাচ তোলেন। বল আবিদ আলীর কাঁধের ওপর দিয়ে চলে যায়, কিন্তু তা তিনি ধরতে পারেন না। এমন কি এর পরেও ডেভিস তাঁর ৮৪ রানের সময় রান আউট হবার সুযোগ দেন। ওয়াড়েকার বিলম্ব করে একটু এগিয়ে এসে বল ছোঁড়েন ও বল অনেক বাইরে বেরিয়ে যায়।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ওয়েসট ইনডিজের ২১৪ রানের সময় সোবারস তাঁর নিজের ৩৪ রানের সময় বেদীর বল সোজা মারেন। বেদী তা ধরে ফেলেন; কিন্তু আমপায়ার তা নাকচ করে দেন। যার ফলে সোবারস শেষ পর্যন্ত ১১৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর রানের মধ্যে ১টি ওভার বাউনডারী ও ৭টি বাউনডারী হয়। আগের দিনে সোবারসের বুকে ব্যথা ছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে তিনি ৪ ঘণ্টা নির্ভীকভাবে কোনরকম অস্বাচ্ছন্দ্যের সংগে খেলেননি।

আরও তিনদিন খেলা বাকী আছে। ভারতকে এই খেলায় জেততে হলে ওয়েসট ইনডিজের অবশিষ্ট উইকেট-গুলি ১০০ রানের মধ্যে ফেলতে হবে। পিচ এখনই স্পিন নিচ্ছে। কিন্তু শনিবার কি অবস্থায় থাকবে বলা কঠিন। শনিবারের খেলার ফলাফলের ওপরই খেলার ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করবে।

তৃতীয় দিনের খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তৃতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হলে আবিদ আলী ও সোলকার এক ওভার করে বল দেন ও তার পরেই উভয় দিক থেকে বেদী ও প্রসন্নকে বল করতে দেন। ৫৫ মিনিট খেলা হলে ডেভিস প্রথম বাউনডারী করেন বেদীর বলে। প্রথম এক ঘণ্টার খেলায় ওয়েসট ইনডিজ মোটে ২৫ রান সংগ্রহ করতে পারে। এর পরেই লুইস বেদীর বলে কৃষ্ণমূর্তির হাতে ক্যাচ আউট হন (১৪২-৩-৭২)। এর তিন ওভার পরেই ডেভিস বেদীর বলে ক্যাচ তুলে রেহাই পান। ১৫৩ রানের সময় লয়েড প্রসন্নর বলে বেঙ্কটরাঘবনের হাতে ক্যাচ আউট হন (১৫৩-৪-৬)। সোবারস খেলায় যোগদান করেন। তিনি এসেই বেদী ও প্রসন্নর বলে পর পর বাউনডারী করেন। বেঙ্কট-রাঘবনকে প্রসন্নর জায়গায় বল করতে দেওয়া হয়। সোবারস তাঁর বলেও পর পর বাউনডারী করেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় ওয়েসট ইনডিজের ৪ উইকেটে ১৯০ রান হয়। সোবারস ও ডেভিস এই সময় ৩৮ মিনিটে ৩৭ রান সংগ্রহ করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর

বেদী ও প্রসন্ন বল করতে আরম্ভ করেন। ২০ মিনিটের খেলায় ১০ রান সংগ্রহ করেন। ওয়েসট ইনডিজের ২০০ রান পূর্ণ হয়। এর পরেও দ্রুত রান উঠতে আরম্ভ করে। ডেভিস ১৪০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করেন। ২১৪ রান হলে সোবারসের সোজা মারা বল বেদী শুয়ে পড়ে ধরেন কিন্তু আমপায়ার তা নাকচ করে দেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পরের এক ঘণ্টা খেলায় ৪০ রান সংগ্রহ হয় ও ওয়েসট ইনডিজের ২৩০ রান হয়। ২৪২ রান হলে ওয়াড়েকার নতুন বল নেন। আবিদ আলী ও সোলকারকে বল করতে দেন। সোবারস ১১৬ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করেন। ৩৮২ মিনিটের খেলায় ওয়েসট ইনডিজের ২৫০ রান হয়। দুজনে একত্রে খেলে ১১৫ মিনিটে ১০০ রান সংগ্রহ করেন। আবিদ আলী ও সোলকার ২ ওভার করে বল দিয়ে বেঙ্কটরাঘবন ও বেদীকে বল ছেড়ে দেন। কিন্তু খেলার অবস্থার কোনই পরিবর্তন হয় না। ডেভিস ৩১৫ মিনিট খেলে নিজস্ব ১০১ রান পূর্ণ করেন। এর মধ্যে ১০টি বাউনডারী হয় ও ওয়েসট ইনডিজেরও ৩১৭ রান হয়। সোবারসও ২১৭ মিনিট খেলে নিজস্ব ১০০ রান পূর্ণ করেন। এইটি হল তাঁর ভারতের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি তৃতীয় টেসট সেনচুরি। ৩৩০ রানের সময় ডেভিস আউট হন (৩৩০—৫—১০৫)। ফসটার খেলতে নামেন। সোবারস বেদীর বলে ওভার বাউনডারী মারেন। দিনের শেষে ওয়েসট ইনডিজের ৫ উইকেটে ৩৭৭ রান হয়। সোবারস ১১৪ রান ও ফসটার ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। শুক্রবার বিশ্রামের দিন। শনিবার আবার খেলা আরম্ভ হবে।

স্কোর

ভারত—প্রথম ইনিংস ৩৬০ রান (এস গাভাসকার ১২৪, দিলীপ সার-দেশাই ৭৫, বেঙ্কটরাঘবন ৫১, কৃষ্ণমূর্তি ২০, বিশ্বনাথ ২২, ওয়াড়েকার ২৮, প্রসন্ন ১৬; হলফোরড ৬৮ রানে ৩টি, শেফোরড ৭৮ রানে ৩টি, ডো ৯৯ রানে ২টি, সোবারস ৩০ রানে ১টি উইকেট)।

ওয়েসট ইনডিজ—প্রথম ইনিংস

এম কেরু ক ওয়াড়েকার ব প্রসন্ন	২৮
ডি লুইস ক কৃষ্ণমূর্তি ব বি বেদী	৭২
আর কানহাই রান আউট	১৩
সি ডেভিস ক সোলকার ব বেঙ্কটরাঘবন	১০৫
সি লয়েড ক বেঙ্কটরাঘবন ব প্রসন্ন	৬
জি সোবারস নট আউট	১১৪
এম ফসটার নট আউট	২৬
অতিরিক্ত	১৩
মোট (৫ উইঃ)	৩৭৭

উইকেট পতন—১।৫২; ২।৯৪; ৩।১৪২; ৪।১৫৩; ৫।৩৩০;

বোলিং—আবিদ আলী ১৭—৩—৩৪—০; সোলকার ৮—১—২৩—০; বি বেদী ৫৬—১৪—১১৯—১; ই প্রসন্ন ৪৮—১১—১১৪—২; বেঙ্কট-রাঘবন ২৪—৩—৭৪—১; জয়ন্তীলাল ১—১—০—০। —রয়টার

চীনের টেবল টেনিস দল ইংলনডে আমন্ত্রিত

লনডন, ১৬ এপ্রিল—ব্রিটেনের টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন চীনকে টেবল টেনিস দল পাঠাতে অনুরোধ করেন। চীন দল পাঠাতে রাজি হয়েছেন। ব্রিটেনের যে সব টেবল টেনিস খেলোয়াড় পিকিংয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ট্রেভর টেলার টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে, তাঁরা খুবই আনন্দে আছেন। কোথাও তাঁদের যাতায়াতের বাধা নিষেধ নেই। —ইউ পি আই

চীনের টেনিস খেলোয়াড়রা আমেরিকায় আমন্ত্রিত

নিউ ইয়রক, ১৬ এপ্রিল—আগামী সেপটেমবর মাসে ফরেসট হিলে যে ওপন টেনিস প্রতিযোগিতা হবে, তাতে চীনের খেলোয়াড়দের যোগদান করবার জন্যে প্রতি-যোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান বিল ট্যালবারট আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই আমন্ত্রণলিপি কূটনৈতিক প্রতিনিধি মারফৎ প্রেরিত হয়েছে। —রয়টার

প্রদর্শনী হকি

বেটন কাপ—কোয়ার্টার ফাইন্যাল
মোহনবাগান : শিখ ইউনিয়ন (কেনিয়া) ৩-৪৫ মিঃ; ইস্টবেঙ্গল : বোম্বাই একাদশ—২-৩০ মিঃ। আজ শনিবার, ১৭ই এপ্রিল ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠ: টিকিট—৩, ২, ও ১ টাকা; মিলিটারি (ইউনিফরম সহ) ১ টাকা; আজ বেলা ১১টা থেকে মোহনবাগান-ক্যালকাটা মাঠ থেকে টিকিট বিক্রয়।

সন্তোষ গাঙ্গুলী,
অবৈতনিক সম্পাদক,
বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন
(৬৩৮১)

বেটনের ২টি প্রদর্শনী খেলা

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠে বেটন কাপের দুটি কোয়ারটার ফাইনালে কলকাতার লীগ চ্যামপিয়ন ও গোলড কাপ রানারস মোহনবাগান কেনিয়ার শিখ ইউনিয়নের সংগে খেলবে। খেলাটি আরম্ভ হবে বেলা ৩-৪৫ মিঃ। অপর খেলায় শক্তিশালী ইসটবেঙ্গল ক্লাব বোমবাই একাদশের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ২-৩০ মিনিটে। খেলা দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং আকর্ষণীয় হয়ে বলে মনে হয়।

বেটন কাপে কেনিয়া এই সর্বপ্রথম খেলছে। কেনিয়া যে শক্তিশালী দল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে মোহনবাগানের খেলার ধারার পার্থক্য অনেক। কেনিয়া দল 'হিট এনড রানে' অভ্যস্ত সেকথা আগের ম্যাচেই বলা হয়েছে। অপর দিকে মোহন-বাগান দলের ক্রীড়াকৌশল ছাঁচ ছোট ছোট পাসে আক্রমণ রচনা। তার সংগে খেলোয়াড়দের স্টিক চাতুর্য। তাই মনে হয়, মোহনবাগান ও কেনিয়া দলের খেলাটি বেশ জমবে।

বোমবাই একাদশ ও ইসটবেঙ্গল দলের শক্তি প্রায় সমান সমান হলেও বোমবাই দল আগের খেলায় সুবিধে করতে পারেনি। দলের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, এছাড়া সুপরিকল্পনাও নেই। যদি তাঁরা ইসট-বেঙ্গলের বিপক্ষে দলগত সংহতি দেখাতে পারেন, তাহলে খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় হবে। খ্যাতনামা খেলোয়াড় ইনামুর রহমন ইসটবেঙ্গল দলে খেলবেন বলে জানা গিয়েছে।

বিস্ময়কর নির্বাচন

স্টাফ রিপোরটার

বাংলার সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে এক নমবর টেনিস খেলোয়াড় চিরদীপ মুখারজিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশ-সমূহের সফরে নির্বাচিত ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া বিস্ময়কর ঘটনা। জুনিয়র বিভাগে বিজয় অমৃতরাজ (মাদরাজ), জে বরাপ্পা (মাদরাজ), মধু-সূদন সিং (দিল্লি) ও বিদ্যুৎ গোস্বামীকে (আসাম) নির্বাচিত করা হয়েছে। কিন্তু মধুসূদন সিং ও বিদ্যুৎ গোস্বামীর চেয়ে চিরদীপ মুখারজি অনেক উঁচু দরের খেলোয়াড়। চিরদীপ এই দুইজনকে পরাজিত করেছেন।

চিরদীপকে ভারতীয় দলে না নেওয়ার জন্য সম্প্রতি বেঙ্গল লন টেনিস অ্যাসো-সিয়েশন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে নিখিল ভারত লন টেনিস ফেডারেশনকে জানিয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, চিরদীপ নির্বাচিত না হওয়া বেঙ্গল লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা মর্মাহত। চিরদীপের রেকরড অনুযায়ী তাঁর নির্বা-চিত হওয়া উচিত ছিল। কিভাবে যে তাঁকে বাদ দেওয়া হল, তা বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।

এশীয় যুব ফুটবলে ভারতীয় টীম

বোমবাই, ১৬ এপরিল—এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষে ৪ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড়সহ ২২ জন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। প্রতি-যোগিতা ২৪ এপরিল শুরু হবে এবং ভারতীয় টীম ২২ এপরিল টোকিও অভি-মুখে রওনা হবে। বাংলার চন্দন গুপ্ত অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। টীমে মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল।

তরুণকুমার বসু, সুধীর, এনড্রুস, কে এন নটরাজ, এস ওয়ালকে, মহম্মদ নাসিম, সৈয়দ ওয়াসিম, শান্তি সাহা, প্রতাপ সিংহ, চন্দন গুপ্ত, এ ভট্টাচার্য, বসির আমেদ, স্বপন সেনগুপ্ত, মানিক ভৌমিক, হাসিম, আলেকজেনডার, ফাউডার, এস এন মিত্র, কবির ও এন মহম্মদ।

ম্যানেজার—শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত।

কোচ—বাস্পা ও পি কে ব্যানারজি। —ইউ এন আই

টালিগঞ্জ রেস

অশ্বঘোষণা

অশ্বঘোষ

১ম বাজী—ভাগীরেথা। ২য় বাজী—পকেট মানি, সাধনা। ৩য় বাজী—গোলডেন আরমার, টারাস বালবা। ৪র্থ বাজী—প্রিনস দীপ, রানী। ৫ম বাজী—ওনলি সন, গুরু হট। ৬ষ্ঠ—ওয়ারলডপীস, লামপি। ৭ম বাজী—নীলোফার, শেরি। রেস আরম্ভ বেলা ১টা ৪৫ মিঃ।

আন্তঃ কলেজ হকি লীগ

হেরম্বচন্দ্রের ৮ গোল

হেরম্বচন্দ্র ৮ : পোসট গ্রাজুয়েট ০

শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্তঃ কলেজ লীগের খেলায় হেরম্বচন্দ্র কলেজ ৮—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পোসট গ্রাজুয়েট কলেজকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে গোল করেন এ ব্যানারজি ২, জে বসাক ২, আর গাঙ্গুলী, ডি ব্যানারজি, এস মুখারজি ও এম দাস ১টি করে।

উমেশচন্দ্র ৪ : বিদ্যাসাগর ১

বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে কলেজ লীগের অপর খেলায় উমেশচন্দ্র কলেজ ৪—১ গোলে বিদ্যাসাগর কলেজকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে গোল করেন আর ইরানী ২, এ সা ও বি মিত্র একটি করে। বিদ্যাসাগর কলেজের পক্ষে একটি গোল শোধ করেন এ দাস।

শনিবারের খেলা

বঙ্গবাসী মরনিং : মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র (বিশ্ববিদ্যালয় ৩টা)
শ্রীরামপুর : ভবানীপুর এডুকেশন (বিশ্ববিদ্যালয় ৩টা)

'ফুটবলার অফ দি ইয়ার'-এর সংবর্ধনা

স্পোরটস জারনালিসট ক্লাব নির্বাচিত ফুটবলার অব দি ইয়ার অর্থাৎ বছরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় সুধীর কর্মকারকে শনিবার ১৭ এপরিল সন্ধ্যা ৬টায় ভবানী-পুর ক্লাব তাঁবুতে স্পোরটস জারনালিসট ক্লাবের তরফ থেকে সংবর্ধনা জানানো হবে।

অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় ডাঃ মন্মথ দত্ত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন এবং পরিতোষ চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

অনধ্র-মহারাষ্ট্রের খেলা ১৫ মিনিট আগে বন্ধ

মাদরাজ, ১৬ এপরিল—আজ অনধ্র ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় ফুটবলের প্রি-কোয়ারটার ফাইনাল খেলা নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট আগে মাঠের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপের ফলে বন্ধ হয়ে যায়। রেফারি অনধ্র দলের একটি গোল নাকচ করে দেবার পর এই ঘটনা ঘটে।

খেলা বন্ধের সময় খেলাটি ২—২ গোলে সমান সমান ছিল। প্রতিযোগিতা কমিটি রাত্রিতে মিলিত হয়ে রেফারির রিপোরট বিবেচনা করবেন।

মহারাষ্ট্রের রক্ষণভাগের একজন খেলোয়াড় পেনালটি সীমার মধ্যে অবরোধ সৃষ্টি করলে রেফারি ইন-ডিরেকট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেন। অনধ্রের রাইট ব্যাক আনসার আলী ডিরেকট-কিক করে গোল করলে রেফারি গোল নাকচ করে দেন। এরপর একদল দর্শক রেফারির বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি তুলে মাঠের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে।

এই ঘটনার একটু আগে অনধ্র দলের নূর মহারাষ্ট্রের শিবদাসকে ল্যাং মারায় শিবদাস নূরের মুখে এক চড় মারেন। তাতেও মাঠের মধ্যে উত্তেজনা ছিল। এদিন বাইরে থেকে ইটপাটকেল পড়ায় রেফারি খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। —ইউ এন আই

প্রেসিডেনসি ব্যাডমিনটন

প্রেসিডেনসি ডিভিসন ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা আগামী রবিবার ১৮ এপরিল বিকাল ৫টায় ইউনি-ভারসিটি ইনসটিটিউট হলে আরম্ভ হবে। পরিত্যক্ত সেমি-ফাইনালের খেলাগুলি ঐদিন সকাল ৮টায় শুরু হবে।

ভারতের ১০ জন অ্যাথলীট মালয়েশিয়া যাবেন

দিল্লি, ১৪ এপরিল—আগামী ৫ আগসট থেকে মালয়েশিয়ার অ্যাথলেটিক চ্যামপিয়নশিপ আরম্ভ হবে। এই প্রতি-যোগিতায় ভারতের পক্ষ সমর্থনের জন্যে ১০ জন ভারতীয় অ্যাথলীট যাবেন বলে অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সম্পাদক ঘোষণা করেছেন। —ইউ এন আই

উঁচুদরের মিস্ত্রীরা
ফরমাইকা*
ডেকোরেটিভ
ল্যামিনেট
ব্যবহার করতে
বলেন।

ফরমাইকা ল্যামিনেট আবরণী হিসেবে চমৎকার ও দীর্ঘস্থায়ী। টেবিল্ ডেস্ক, শেলফ ও কাউন্টারের ওপর এবং কাবার্ডে, ক্যাবিনেটে ও প্যানেলিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন। এটি পরিষ্কার করা সহজ। তাপ সইতে পারে। আঁচড় বা দাগ পড়তে দেয় না। বছরের পর বছর নতুনের মতো দেখায়।

ফরমাইকা ল্যামিনেট যে কোন সময় পছন্দ করার মত নানা বৈচিত্র্যময় রঙে ও প্যাটার্নে পাবেন। এবং প্রত্যেকটি ডিজাইন ম্যাট ও গ্লস ফিনিশে পাবেন। যাঁরা পার্থক্য বোঝেন তাঁরা ফরমাইকা ব্যবহার করতে বলেন—কেননা এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট!

বিনামূল্যে ফরমাইকা ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট বিষয়ে আমাদের আকর্ষণীয় পুস্তিকার জন্য লিখুন।

এই কুপনটি ভরে ডাকে পাঠিয়ে দিন :
ডিপার্টমেন্ট নম্বর: 31-PR.
ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড পি. ও. বক্স ৬৪, পুণা-১
নাম ....
ঠিকানা ....
শহর .... রাজ্য ....

FORMICA

* ফরমাইকা ফরমাইকা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক এবং ভারতে ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইহার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

ভারতে এবং ১২০টি অন্যান্য দেশে ডেকোরেটিভ ল্যামিনেটের একটাই নাম—ফরমাইকা

Bensons/6716-Ben

আবার লেক্স্-এর জয়জয়কার

পর পর দুবার মন্দ্ (বিশ্ব) নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ

ব্রাসেল্স্ এর বিশ্ব প্রতিযোগিতায় লেক্স্-এর ব্রোঞ্জ পদক লাভ এই সেদিনের ঘটনা। এরই মধ্যে রটারডামের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক জয় করে লেক্স্ এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে তার শ্রেষ্ঠতা ও গুণমানের পরিচয় দিয়েছে।

লেক্স্ জয়ী হয়েছে তার তামাকের জাত আর গুণমানের জোরে; ব্লেণ্ডিং আর মনোহারী প্যাকিং-এর উৎকর্ষে। আপনিও আজ থেকে লেক্স্ ধরুন।

সর্বোচ্চ দাম ৪৮ পয়সায় ১০টি, ৫ পয়সায় ১টি (স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

সবার সেরা তামাকে গড়া...না খুব মিঠে, না খুব কড়া...

সেল! সেল!! সেল!!!

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশতঃ গত ৩১শে চৈত্র, ১৪-৪-৭১ ইং দোকান বন্ধ থাকায় আমাদের খরিদ্দারবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে অদ্য হইতে ১২ই বৈশাখ, ২৬-৪-৭১ ইং পর্যন্ত বিশেষ রিবেট সেল চলিতে থাকিবে।

বিনীত—

ট্রেডার্স এসেমব্লী

গড়িয়াহাট জংশন, কলিঃ-১৯, ফোন: ৪৭-৩১৪৭, ৪৭-৮২৬৪

বাজারের সেরা

তারা ★ মার্কা পাট বীজ

রেজিঃ ট্রেড মার্ক নং ২৪১৮০০

০ এই বীজের বিশেষত্ব ০

১। প্রতিটি দানা অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বীজে অধিক জমি বপন করা যায়
২। অল্প সময়ে বর্ধিত হয় এবং অল্প সময়ে পরিণত হয়: ফলে একই জমিতে পরবর্তী ফসল অর্থাৎ রবি চাষ জলদি শুরু করা যায়।
৩। আঁশ ওজনে ভারী হয়
৪। আঁশ চিক্কণ হয় বলিয়া দাম বেশী পাওয়া যায়
৫। বীজগুলি রোগ নিরোধক ঔষধ দ্বারা শোধিত থাকে বলিয়া গোড়া পাঁচা প্রভৃতি বীজবাহী (Seedborne) রোগ হয় না
৬। বীজগুলি আর্দ্রতা নিরোধক আধারে থাকে বলিয়া বহুদিন সতেজ থাকে

নকল প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি প্যাকেটে রেজিঃ ট্রেড মার্ক নং ২৪১৮০০ ছাপান আছে দেখিয়া লইবেন।

বি, কে, রায় প্রাইভেট লিঃ
৪ নং ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: ২৩ ০৬০[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

১৯৭১—৭২ সালের জন্য এই রাজ্যের ক্ষুদ্রায়তন সাবান প্রস্তুতকারী ইউনিটসমূহকে চর্বি/নারিকেল তৈল/পাম অয়েল বরাদ্দের জন্য পশ্চিম-বঙ্গের ডিরেক্টরেট অব কটেজ অ্যান্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রীজ কর্তৃক প্রচারিত

১৯৭১-৭২ সালে নয়াদিল্লিস্থ ভারত সরকারের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (এস এস আই) কর্তৃক এই রাজ্যের জন্য যে চর্বি / নারিকেল তৈল / পাম অয়েল বরাদ্দ করা যাইতে পারে, তাহার জন্য রেজিস্টার্ড ক্ষুদ্রায়তন সাবান প্রস্তুতকারী ইউনিটসমূহের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্তে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা চাই—(ক) ইউনিটের নাম, (খ) ডিরেক্টরেট অব কটেজ অ্যান্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রীজের এস এস আই রেজিস্ট্রেশন নম্বর—মায় বৈধতার তারিখ, (গ) ফ্যাক্টরীর ঠিকানা, (ঘ) ১৯৭১-৭২ সালে বার্ষিক প্রয়োজন (পরিমাণ)—চর্বি, নারিকেল তৈল, পাম অয়েল, (ঙ) উৎপন্ন দ্রব্য, (চ) ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে ডব্লিউ বি এস আই সি লিমিটেড-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত চর্বি, (ছ) খরচ (১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে)—চর্বি, নারিকেল তৈল, পাম অয়েল, অন্যান্য ফ্যাট/তৈল, (জ) ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে প্রস্তুত সাবান, (ঝ) ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়।

ফ্যাক্টরীতে বর্তমান সাজ-সরঞ্জামের একটি তালিকাও গাঁথিয়া দিতে হইবে।

চর্বি, নারিকেল তেল ও পাম অয়েল বরাদ্দের জন্য যাঁহারা ইতঃপূর্বে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং বা এই ডিরেক্টরেটের সুপারিশক্রমে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন লিঃ-এর নিকট হইতে নিয়মিতভাবে চর্বির বরাদ্দ পাইতেছেন তাঁহারা সহ সকল ইউনিটকেই নূতন করিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, নয়াদিল্লিস্থ ভারত সরকারের ডেভেলপমেণ্ট কমিশনারের (এস এস আই) নিকট হইতে ১৯৭১-৭২ সালের জন্য এই রাজ্যের নিমিত্ত চর্বি/নারিকেল তেল/পাম অয়েলের বরাদ্দ যখন পাওয়া যাইবে কেবল তখনই এই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে প্রাপ্ত দরখাস্তগুলিই বিবেচিত হইবে।

এই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে প্রেরিত নহে, এইরূপ প্রাপ্ত কোন দরখাস্ত ১৯৭১-৭২ সালের জন্য চর্বি/নারিকেল তেল/পাম অয়েল বরাদ্দের নিমিত্ত বিবেচিত হইবে না।

"১৯৭১-৭২ সালের জন্য চর্বি / নারিকেল তেল / পাম অয়েল বরাদ্দ" কথাগুলি উপরে লিখিত দরখাস্ত অবশ্যই নিম্নোক্ত ঠিকানায় (যেক্ষেত্রে যেরূপ) ১২-৫-৭১ তারিখের মধ্যে পৌঁছা চাই :

১। যে সকল ইউনিটের ফ্যাক্টরী হাওড়া ও হুগলী জেলায় অবস্থিত, সেগুলি বাদে সকল ইউনিটের জন্য ...দি ডিরেক্টর অব কটেজ অ্যান্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ, পশ্চিমবঙ্গ, সার্টি-ফিকেশন সেল, ২, চার্চ লেন (২য় তলা) কলিকাতা-১

২। যে সকল ইউনিটের ফ্যাক্টরী হাওড়া ও হুগলী জেলায় অবস্থিত, সেগুলির জন্য ...দি ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ (স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ) এবং অফিসার-ইন-চার্জ : এস এস আই জোন 'বি' নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস অ্যানেক্স (সপ্তম তলা) ১, কিরণশংকর রায় রোড কলিকাতা-১।

—ডব্লিউ বি (আই অ্যান্ড পি আর) ১২৭৭(৪)/৭১—

গুলি ছুরি বোমায় ৯ জন নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ ছাড়া ব্যাটরা পুলিশ থানা এলাকার কালীকুণ্ডু লেন থেকে শ্রীতারাপদ হাজরা (৪০) নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। শিবপুর থানার দালাল পুকুরেও এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে নিহত হন বলে জানা যায়।

বৃহস্পতিবার বাকসাড়া এলাকা থেকে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীবীরেন মল্লিক (৪৬)-কে ছুরিকাহত অবস্থায় হাওড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে ব্যাটরা থানার কালাচাঁদ নন্দী লেনে শ্রীবীরেন সেনাপতি (২৮) নামে এক সি পি এম সমর্থক ছুরিকাহত হন। এ'কেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর শ্রী ডি জি দেশাই (৪২)-কে একদল যুবক লাঠি-সোটা নিয়ে তাঁর বাড়িতেই আক্রমণ করে। তিনিও হাসপাতালে ভর্তি হন।

টালিগঞ্জে একজন কনস্টেবল খুন

শুক্রবার সকালে টালিগঞ্জের চণ্ডীতলায় শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্তী নামে একজন পুলিশ কনস্টেবল ছুরি ও বোমার ঘায়ে নিহত হন। তাঁর বয়স ৪৫। অফিসের কাজে শ্রীচক্রবর্তী বীরভূম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, তারা নকশালপন্থী।

দমদমে একজন নিহত

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় দমদম গোরাবাজারের ইনসিনিরেটর রোডের উপর পাইপগানের গুলিতে এক যুবক নিহত হয়। নাম প্রভাত ভট্টাচার্য (২৫)। এছাড়া পাতিপুকুর এলাকার স্বামীজী সরনিতে দুর্বৃত্তদের গুলির আঘাতে ২ জন অল্প বয়স্ক মেয়ে আহত হয়। আহতদের নাম মুনমুন তালুকদার (১১) ও রীঙ্কু তালুকদার। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ৬ রাউনড গুলি ছোড়ে। ফলে দুজন দুর্বৃত্ত আহত হয়। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। কিছু টাকার দাবিতে দুর্বৃত্তরা শ্রীমাধব কুণ্ডুর বাড়িতে চড়াও হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্কুলের ছাত্র নিহত

শ্রীখোকন ভট্টাচার্য (১৮) নামে স্কুলের একটি ছাত্র ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার শেষরাত্রির দিকে বারাসত কাজিপাড়া অঞ্চলে এক খানার মধ্যে তাকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

কালনায় ১৪ এপ্রিল বনধ হয়নি

কালনার লক্ষ্মণপাড়া থেকে শ্রীঅমিতাভ দাশ লিখে জানিয়েছেন যে, গত মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) বর্ধমান জেলার কালনা শহরে কোন প্রকার রাজনৈতিক খুনজখম হয়নি; এবং পরদিন (১৪ এপ্রিল) সি পি এম-এর ডাকে ওই শহরে কোন বনধ পালিত হয়নি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ওই মর্মের সংবাদটি ভিত্তিহীন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

বসিরহাটে স্কুল শিক্ষক খুন

বসিরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গত বুধবার স্থানীয় হাই স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীঅভিমন্যু গায়েন তাঁর বাড়ির সামনে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এটি নকশালপন্থীদের কাজ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পাইপগান এবং ছোরাতে আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ১৬ এপ্রিল—শহরে পীরতলাতে শ্রীকানাইলাল দত্ত নামে এক ব্যক্তি এবং তাঁর পুত্র পাইপগানের গুলিতে আহত হন। আহতদের শক্তিনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ধুবুলিয়া তাতলা বাজারে বাবলু ভদ্র নামে একজন যুবক ছুরিকাহত হন। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্কুল-কলেজে হামলা কমেছে

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতায় স্কুল, কলেজ এবং ট্রাম-বাসে দুষ্কৃতকারীদের হমলা সম্প্রতি বেশ কমে গিয়েছে। সরকারী সূত্রে জানা গেল কলকাতার ৫৭টি কলেজেই এখন স্বাভাবিকভাবে ক্লাস চলছে এবং ৪৭৩টি স্কুলের মধ্যে ৪৫৭টি স্কুলে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে।

গত আগসট থেকে এ পর্যন্ত প্রতি মাসে স্কুলে হামলা হয়েছে আগসট—৬৮, সেপটেমবর—৪১, অকটোবর—৪, নবেমবর — ৭৩, ডিসেমবর — ৩৬, জানুয়ারি—২৩, ফেবরুয়ারি—১৫ ও মারচ—১৪। ট্রাম-বাসে হামলা: আগসট — ২১, সেপটেমবর — ১০, অকটোবর — ১৫, নবেমবর — ১০, ডিসেমবর — ৫, জানুয়ারি — ১, ফেবরুয়ারি—৫ ও মারচ—১।

খুনখারাপি বন্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে যে খুনখারাপি চলেছে তা প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক-ভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধ আইন এবং অন্যান্য "কঠোরতর ব্যবস্থা" প্রয়োগের জন্য স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব করা হয়ে বলে সরকারী মহলের সংগে আলাপ-আলোচনা সূত্রে জানা যায়।

সম্ভবতঃ আগামী মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই সব প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে। মন্ত্রিসভা গঠনের পরও খুনখারাপির সংখ্যা হ্রাস না পাওয়ায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে ৬·৭ জন করে খুন হচ্ছেন।

RAJASTHAN STATE' LOTTERIES

১৬-৪-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত

প্রাত্যাহিক খেলার ফলাফল

৭,৫০০, টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং B-233765 প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার নয়টি পুরস্কার টিকিট নং

C-122111	D-603869	E-835424
F-652254	G-750627	H-080512
J-934261	K-071571	A-692753

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ৯০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

নতুন চুল আবার মাথা ভরে উঠবে

গোপন ফরাসি পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে মাথার ত্বকের নীচে গ্ল্যান্ড-গুলিতে যে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে তাকে সুস্থিত ও সক্রিয় করলে মাথায় চুল গজাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থাতেই তা থাকবে।

গোপন একটি ফরাসি পদ্ধতির ফলশ্রুতি হল "ভাইটেক্স" যার সাহায্যে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং ত্বক সজীব করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। এই ভাইটেক্স চুলের মূলে পৌঁছে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হানিকর পদার্থ থেকে মুক্ত করে নতুন চুল ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। চুল পড়ে যাবার তিন মাসের মধ্যে নতুন চুল ওঠে; অতএব ফল পেতে হলে অন্তত তিন মাস ভাইটেক্স ব্যবহার করতে হবে।

ভাইটেক্স-এর বৈশিষ্ট্য হল যে, দুষ্প্রাপ্য শিকড়, বাকল ও ভেষজের সারবস্তু নিয়ে নিজস্ব একটি পদ্ধতিতে এটি তৈরি করা হয়, এবং তারপর সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্যে বিশেষ-ভাবে রূপান্তরিত করে একে শিশিতে ভর্তি করা হয়। এর সক্রিয় অংশটি নিষ্কাশিত করতে প্রচুর ব্যয় হয় কিন্তু সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা অর্জন করার ফলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভাইটেক্স তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

চুলের গোড়ার পুষ্টিসাধনে পাতলা বা উঠে-যাওয়া চুলের পরিবর্তে নতুন ও সতেজ কেশোদ্গমে ও টাকপড়া নিবারণে ভাইটেক্স অপরিহার্য।

ভিটামিনযুক্ত ভাইটেক্স ভারতবর্ষে কেশতৈল এবং পমেড (নন-গ্রিজি ঘনীভূত) আকারে পাওয়া যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন নতুন চুল কিছুতেই উঠতে চায় না বা চুল পড়তেই থাকে সেই সময় পমেড অপরিহার্য।

সজীব ও উজ্জ্বল মাথাভর্তি চুলের জন্য ভাইটেক্স ব্যবহার করুন। বড় বড় দোকান বা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। প্যারলিন-প্যারিস'এর আর একটি জনপ্রিয় সামগ্রী শিল্কো-শ্যাম্পু, মাথার চুল পরিষ্কার করতে অদ্বিতীয়। চুলের সঠিক যত্নের জন্যে ভাইটেক্স আর শিল্কো একই সঙ্গে কিনুন।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও ওড়িশার ডিস্ট্রিবিউটর:
এম জি প্রাইমি অ্যান্ড কোং (ক্যাল) প্রাঃ লিঃ
৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

সাতটি অস্কার পেয়েছে যুদ্ধচিত্র "প্যাটন"

লস অ্যানজেলেস, ১৬ এপ্রিল—অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আরটস অ্যানড সায়ানসেস-এর বিচারে যুদ্ধ চিত্র "প্যাটন" ১৯৭০ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। এ ছাড়া আরও ছয়টি বিভাগে ওই চিত্রটি শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করে "অসকার" পুরস্কার জয় করেছে। তার মধ্যে আছে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার—সেটি পেলেন জর্জ সি স্কট। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার পেয়েছেন "প্যাটন" চিত্রের পরিচালক ফ্র্যাংকলিন জে শ্যাফনার।

গতকাল রাত্রে অ্যাকাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠানে "অসকার" পুরস্কারজয়ী-দের নাম ঘোষণা এবং সেই সঙ্গে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে এবারেও যথারীতি আড়ম্বর ছিল যথেষ্ট। আর উপস্থিত সকলের মনে কৌতূহল।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে সম্মানিত হয়েছেন ব্রিটেনের গ্লেনডা জ্যাকসন। তিনি "উইমেন ইন লাভ" চিত্রের নায়িকা। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা হিসাবে পুরস্কৃত জন মিলস। তিনি "রিয়ানস ডটার" চিত্রে এক গ্রাম্য অল্পবুদ্ধি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রী ম্যাগি স্মিথের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে জন মিলস বলেন: "আমি এর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না; ব্যাপারটা আমাকে একেবারে নির্বাক করে দিয়েছে।" শ্রেষ্ঠ অভিনেতা জর্জ স্কট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। পরে বলেন, "পুরস্কার পাই বা না পাই, এ বিষয়ে আমার কিছুই বলবার নেই।"

দুটি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা চলচ্চিত্রকার অরসন ওয়েলস এবং ফ্র্যাংক সিনাত্রা, সম্প্রতি যিনি প্রমোদলোক থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ফ্র্যাংক সিনাত্রা পুরস্কার নিয়ে আবেগকম্পিত স্বরে বলেন: "সমগ্র সত্তা দিয়ে আমি এই মুহূর্তে উত্তেজনা বোধ করছি। রাত্রিটাও এই রকম কাটবে।"

শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত ইতালির "ইনভেসটিগেশন অব এ সিটিজেন অ্যাবাভ সাসপিশন।"

—রয়টার

বাংলাদেশে পাক সৈন্যের অত্যাচারে সিকিম যুক্ত ফ্রনটের তীব্র নিন্দা

গ্যাংটক, ১৫ এপ্রিল—পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ফৌজের উপর 'পাকিস্তানী সৈন্যের নৃশংস অত্যাচারে' সিকিম যুক্তফ্রনট আজ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ফ্রনটের প্রচার দফতরের সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যে অমানুষিক অত্যাচার এখন চালিয়ে যাচ্ছে, সিকিমের জনগণ তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করছেন। সিকিমের জনগণ আশা করেন, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ শীঘ্রই একটা আপস মীমাংসায় আসতে পারবেন। —ইউ এন আই

কোহিমা, ১৫ এপ্রিল—দেশদ্রোহিতার অভিযোগে পুলিশ গতকাল গোকাল বোরডের সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

বোরডের সম্পাদককেও গ্রেফতার করার জন্য আদেশ জারি করা হয়েছে।

কোচবিহারে একদল চোর গ্রেফতার

কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল—গতকাল কোচবিহার পুলিশ একদল সিঁদেল চোরকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। কিছুকাল যাবৎ উত্তরবঙ্গ জেলাসমূহে এরা বিভিন্ন দোকান ভেঙ্গে চুরি করছিল। শিলিগুড়িতে এদের ঘাঁটি আছে। পুলিশ একটি চলন্ত গাড়ি থেকে এদের গ্রেফতার করে এবং এদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ছাড়াও কিছু রেডিও ও মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ পাওয়া গেছে। —পি টি আই

সহকর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রেলকর্মী বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

পূর্ব রেলের একজন কর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে শুক্রবার নিউ কয়লাঘাট অফিসের কর্মীরা কর্মবিরতি, বিক্ষোভ, ডেপুটেশন প্রভৃতির মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কর্মীদের দাবি, ধৃত কর্মীকে বিনা শর্তে মুক্তি না দিলে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ চলবে।

প্রকাশ, গত ৮ এপ্রিল পূর্ব রেলের নিউ কয়লাঘাট বিলডিং-এর স্টেনোগ্রাফার শ্রীস্বদেশরঞ্জন অধিকারীকে নানা অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে। কর্মীদের অভিযোগ, শ্রীঅধিকারীকে অফিস টাইমে অফিসের ভিতর থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসটারন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

গ্রেফতারের প্রতিবাদ, প্রহারের অভিযোগ

আর সি পি আই-এর হাওড়া শাখার পক্ষে শ্রীহারাধন মণ্ডল এক বিবৃতিতে দলের শ্রমিক-নেতা শ্রীবিধু অধিকারীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান। পুলিশ শ্রীঅধিকারীকে প্রহার করে বলেও তাঁর অভিযোগ।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ

'কৃষি ভবন', নয়াদিল্লি

(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)

বিজ্ঞাঃ নং ৬/৭১: ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নবর্ণিত রিসার্চ ইনস্টিটিউটসমূহে এবং কাউন্সিলের হেড কোয়ার্টার্সে নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে:—

ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নয়াদিল্লি-১২

১। কানপুরে রিজিওনাল রিসার্চ স্টেশনে একজন জুনিয়ার ব্রিডার (মিলেট): ৪০০,-৪০,-৮০০,-৫০,-৯৫০, টাকা। বয়স: ৩৫ বৎসর ও তাহার কম। যোগ্যতাবলী: (ক) আবশ্যিক: (১) এগ্রিকালচার বা এগ্রিকালচার বোটানি বা বোটানিতে মাস্টারস ডিগ্রী বা সমতুল পোস্ট-গ্রাজুয়েট যোগ্যতা। (২) প্রকাশিত রচনা দ্বারা প্রমাণিত প্ল্যান্ট ব্রিডিং বিশেষ করিয়া দানা শস্য সম্পর্কে তিন বৎসর গবেষণার অভিজ্ঞতা। (৩) শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা (পোস্ট-গ্রাজুয়েট লেভেলে বাঞ্ছনীয়)। ...

[illegible]

সুরভী — বিশুদ্ধ ঘৃত
স্বাদ : গন্ধ : পুষ্টির
একত্র সমন্বয়।
হিন্দুস্থান ডেয়ারী এণ্ড ফার্ম
কলিকাতা–২৮

পাকিস্তান যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে উপযুক্ত জবাব পাবে

—শ্রীশেঠী

রতলম (মধ্যপ্রদেশ), ১৬ এপ্রিল—প্রতিরক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠী আজ এখানে বলেন, বাংলা দেশের ব্যাপার নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন না।

তিনি বলেন, 'আমাদের উপরে পাকিস্তান যদি এই ধরনের সংঘর্ষ চাপিয়ে দেয় আমরা নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত জবাব দেব।'

দিল্লি থেকে ইন্দোরে যাওয়ার পথে শ্রীশেঠী সংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভারত বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে শ্রীশেঠী পাকিস্তানের এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। —পি টি আই

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২৯মে, স্কুল ফাইন্যাল ১৮ জুন থেকে শুরু

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা ২৯ মে ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা ১৮ জুন শুরু হচ্ছে। শুক্রবার পর্ষদের পরীক্ষা কমিটির সভায় ওই তারিখ স্থির হয়েছে।

পর্ষদের সভাপতি শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এদিন জানান যে, ২৪ মে থেকেই হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা শুরু করবেন বলে তাঁরা পূর্বে স্থির করেছিলেন। কিন্তু ২৪, ২৫ ও ২৬ মে—এই তিন দিন ইনজিনিয়ারিং, মেডিকেল, লেদার টেকনোলজি প্রভৃতি কয়েকটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই তারিখ পিছোতে হয়েছে। ওই সব পরীক্ষা দিতে মফঃস্বল থেকে যে-সব পরীক্ষার্থী কলকাতায় আসবেন তাঁদের সাতে ফিরে গিয়ে হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা দিতে কোনও অসুবিধা না হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই কয়েকদিন ছাড় রাখা হয়েছে। হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা শেষ হতে লাগবে ১২।১৩ দিন, তার দিন চারেক বাদ রেখে ১৮ জুন থেকে স্কুল ফাইন্যাল শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ফেরিএন, বিশিষ্ট চীনা রেস্তরা
(শীততাপনিয়ন্ত্রিত)
৮৭-এ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা ১৬
(সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সামনে)

সমর কৌশলের বিচারে বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ

খগেন দে সরকার

নয়াদিল্লি। মাত্র দু সপ্তাহ! দু সপ্তাহের মধ্যেই এটার—তাঁদের মতে যেটা নিছক একটি বিদ্রোহমাত্র—অবসান ঘটিয়ে দেওয়া যাবে বলে পাকিস্তানী মিলিটারি কম্যানডের স্টাফ অফিসাররা আশা করেছিলেন। ভারতের রাজধানীতেও এমনি কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা এই 'বিদ্রোহ'-দমনে দু সপ্তাহই যথেষ্ট বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ দু সপ্তাহে শেষ হল না,—আজ চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতেও সেই যুদ্ধ তেমনই চলছে। তাঁদের ভুল ভাঙল। এখানকার প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা আজ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এক শক্তিশালী ও সুসংহত ফৌজের বিরুদ্ধে এটা মুক্তির লড়াই বা প্রতিরোধ যুদ্ধ—এবং এটা চলছে অনেকটা বিগতকালে ফ্রানসের বিরুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের মুক্তির লড়াইয়ের পথ ধরেই। কিউবা বা আলজিরিয়ার পথে এটা যাচ্ছে না।

হয়তো রণাঙ্গনের চিত্রটির সর্বদাই পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা সত্য যে, গ্রাম বাংলা দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং ছোট ছোট শহরগুলি মুক্তি ফৌজের দখলেই রয়েছে। মনে রাখতে হবে, তিন ডিভিশনেরও বেশী পদাতিক সেনা এবং দুই স্কোয়াড্রনেরও বেশী জঙ্গী-বোমারু বিমান এবং সেই সঙ্গে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের দখল করা গেল না, 'ইসলামাবাদে'র ভাষায় যারা 'দুর্বৃত্ত' ও 'জাতীয়তা-বিরোধী'।

শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, রাজশাহী, দিনাজপুর ও লালমণিরহাটের অতি সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে স্থলবাহিনীর পথ নিরাপদ করার জন্য বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করতে হয়েছে এবং কামান থেকে গোলা।—এমন কি কুষ্টিয়ার ন্যায় পূর্ব পাক রাইফেলসের একটি জেলা হেডকোয়ার্টারস দখলের জন্য এগোবার আগে বোমা বর্ষণ করতে হয়েছে।—পাকিস্তানী জঙ্গী কর্তারা যে কী পরিমাণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে।

পরিষ্কার বোঝা যায় পাক ফৌজ মুক্তি ফৌজের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চায় না,—সম্মুখ লড়াইয়ে তারা ভয় পাচ্ছে। এও দেখা গিয়েছে, অতর্কিত আক্রমণের মুখে পাক ফৌজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, অথবা, ছত্রভঙ্গ। তাদের মধ্যে অনেকেই মরতে ভয় পায়। কড়া নিয়মশৃঙ্খলা, উন্নত ধরনের অস্ত্র,—কিন্তু, তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে তারা ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় খুঁজছে।

আবার এ সকল সৈন্যই পূবের বাংলার নিরস্ত্র অধিবাসীদের ওপর নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলছে। এ থেকেই বোঝা যায়, তাদের মনোবল অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। নইলে এমন নৃশংস আচরণ তারা করতে পারত না।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পাক ফৌজ তাদের অভিযানের প্রথম পর্যায় শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করতে চলেছে। এখন থেকে শুরু করে বর্ষার আগমন পর্যন্ত এই পর্যায় চলবে। এই পর্যায়ে (১) তারা তাদের ঘাঁটিগুলি শক্তিশালী করে তুলবে; (২) আকাশ পথে নতুন সৈন্য আমদানী করবে এবং যেটি পাক ফৌজ ও মুক্তি ফৌজ উভয়ের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে এই যে, (৩) দেশের অভ্যন্তরের নদী-ঘাঁটিগুলি এবং নদী পথগুলি চালু রাখার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠবে। এ জন্য হালকা নৌ-যান ও গানবোট আনা হচ্ছে 'সেনটো'র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি থেকে। চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, জগন্নাথগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও চালনায় শক্ত হয়ে বসার জন্য পাক ফৌজ সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে।

'ক্যাপটেন মনসুন' মুক্তি ফৌজের পাশে এসে দাঁড়ালে তারা লড়াই করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু, 'মনসুন' মুক্তি ফৌজের রণকৌশলের দিক থেকে এক অতি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

বর্ষাকালে এবং বর্ষার শেষেও কিছুকাল পাক ফৌজকে জলপথে অস্ত্রশস্ত্র এনে নদী ঘাঁটিগুলি রক্ষা করতে হবে। মুক্তি ফৌজ এ সকল জলপথের ভৌগোলিক পরিচয় জানে, বাঁশবনের আড়াল থেকে, পাট ক্ষেতে মাথা ডুবিয়ে রেখে, ফলবাগানের পেছন থেকে তারা পাক ফৌজ এবং পাক সরবরাহ পথ বিপর্যস্ত করে দিতে পারবে। অবশ্য এ জন্য ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী অস্ত্র প্রয়োজন যেগুলি সৈন্য ও সমরাস্ত্রবাহী নদী-যান চুরমার করে দিতে পারবে। তা ছাড়া অটোমেটিক কামান ও হালকা মরটার প্রয়োজন যেগুলি সহজেই পিঠের ওপর বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর এবং নৌকা থেকে নদী তীরবর্তী ঝোপের আড়াল থেকে পলকের মধ্যে ব্যবহার করা চলবে।

নদীবন্দর ও নদীপথে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এই পাক ফৌজী প্রয়াসের বিরুদ্ধে মুক্তি ফৌজ যদি উপরোক্ত রণকৌশল গ্রহণ না করে, তবে বর্ষাশেষে পাক ফৌজ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এটা লক্ষ্য করছেন যে, মুক্তি ফৌজ তাদের তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে রণকৌশল ও রণনীতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করে চলেছেন। তাদের জনবল ও অস্ত্রবল বিচার করেই যে রণকৌশলটি বেছে নিতে হবে, সেটা তাঁরা ক্রমশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

মুক্তি ফৌজ সম্মুখ-সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিয়ে প্রতিরোধ-সংগ্রামের পথ নিয়েছেন এবং পর্যায়ক্রমে শত্রু-উচ্ছেদের কৌশল গ্রহণ করেছেন, এটা আশার লক্ষণ।

প্রতিরক্ষা-বিশেষজ্ঞদের মতে, মুক্তি ফৌজকে এখন নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে,—সংগ্রামের চতুর্থ সপ্তাহে এবং বর্ষার আগমন-কাল পর্যন্ত তাদের রণকৌশল হওয়া উচিত এরূপ:—

(১) যে জায়গায় আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে নিজেদের অবস্থা আরও জোরদার করে তুলুন : যেখানে সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন বলে স্থির করেছেন, সে এলাকাটি যেভাবেই হোক নিরাপদ করে তুলুন;

(২) উত্তর বাংলায় মাকড়সার জালের মতো যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা রয়েছে, সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে সমস্ত উত্তর বাংলা মুক্ত হতে পারবে;

(৩) যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের একটি অব্যাহত ব্যবস্থা গড়ে তুলুন;

(৪) যা এখন দখলে আছে, তা বজায় রাখার চেষ্টা করুন, অন্যথায় একবার ছেড়ে দিলে আবার দখল করা অতিশয় কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

(৫) শত্রুকে সর্বদা উত্ত্যক্ত করতে থাকুন, তার অগ্রগতির চেষ্টা দুষ্কর করে তুলুন,—তার জনবল ও অস্ত্রবলের হানি ঘটাবার চেষ্টা সব দিক থেকেই করতে থাকুন।

বগুড়ার বকুল মিঞা

ডাকনাম বকুল মিঞা। সহকর্মীরা ডাকেন বকুলভাই। সারা বগুড়া জেলার ঘরে ঘরে ওর নাম এখন ছড়িয়ে পড়ছে। বয়স ২৬। সারা বগুড়া জেলার মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি। আজ ওর ইউনিয়ন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশের মুক্তি সংগ্রামে।

বকুল মিঞার পুরা নাম এস এম আকবর হোসেন। বাড়ি বগুড়ায়। বকুল কোন বিপ্লবের কেতাব পড়েননি। কিন্তু তিনি নিজেই আজ এক কেতাব সৃষ্টি করেছেন। আজ তিনি পাকা যোদ্ধা। তাঁর নেতৃত্বে নিজের মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিটি কর্মী আজ মুক্তিফৌজের সেনা।

শুধু বগুড়া শহরকেই তিনি মুক্ত করতে যুদ্ধ করেননি। এখন তাঁর ডাক পড়েছে পাশের জেলা দিনাজপুর ও পাবনায়ও।

বকুল মিঞা আমাকে বলেছেন, ওঁর ইচ্ছা ঢাকা গিয়ে লড়াই করেন। সারা বাংলা দেশ থেকে শত্রু বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর কোন কাজ করবেন না। কিন্তু বগুড়ার হাই কমানড ওঁকে অন্যত্র যেতে দিতে চাইছেন না।

মুক্ত হওয়ার পর বকুলকে শহরের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একথা বলে হাই কমানডের একজন মুখপাত্র আমাদের বলেন : বকুল যদি সেদিন না থাকতো তবে এই শহরে যে কি কাণ্ডই না ঘটতে পারত। গেরিলা কায়দায় লড়াই করে বহু শত্রু সৈন্যকে খতম করেছে বকুল।

গত সপ্তাহে বগুড়া যাওয়ার পথে বকুলই ছিলেন আমাদের সঙ্গী। নিজের বীরত্বের কৃতিত্বের কথা বলতে তিনি লজ্জা পান। বলেছেন, এই যুদ্ধ শেষ হলে তাঁর মোটর শ্রমিকদের নিয়ে তিনি এক গেরিলা বাহিনী গঠন করবেন। এবং সেই বাহিনী তিনি শেখ সাহেবকে উপহার দেবেন স্বাধীন বাংলা দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।

—সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

সি পি এম-এর বিরুদ্ধে পৌর যুক্ত ফ্রনট ভাঙার অভিযোগ

স্টাফ রিপোরটার

ফরওয়ারড ব্লকের কলকাতা জেলা কমিটি পৌর যুক্ত ফ্রনট ভাঙা ঘটনাকে মারকসবাদী কমিউনিসটদের 'এক কুকীর্তি' বলে বর্ণনা করেন।

এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, 'যে মত পার্থক্য নিয়ে এতদিন পৌর যুক্ত ফ্রনট চলতে পেরেছিল আজ তা আর পারছে না। কারণ ফ্রনটের চুক্তি অনুযায়ী সি পি এম'কে মেয়র পদ ছাড়তে হয়। সি পি এম-এর ফ্রনট শ্লোগান বা আঁতাতের ভাঁওতাবাজি এ থেকে কলকাতার মানুষ আর একবার বুঝতে পারবেন বলে বিবৃতিতে বলা হয়।

এস ইউ সি'র বক্তব্য

এস ইউ সি'র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এদিন এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'সি পি এম পৌর যুক্ত ফ্রনট ভেঙেছে। আমাদের দল এর বিরোধিতা করেছে। যুক্ত ফ্রনট ভেঙে দেওয়ার অর্থ পুনরায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৌর সভায় কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করা।'

পূর্ববঙ্গের জনগণের সাহায্যার্থে পশ্চিম জারমান ত্রাণসংস্থা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল—রেডিও কলোনে বলা হয়, যাঁরা পূর্ববঙ্গের গৃহযুদ্ধের শিকার হয়েছেন, তাঁদের সাহায্যের জন্য পশ্চিম জারমানির একটি ত্রাণ সংস্থা চল্লিশ হাজার মারকস সমমূল্যের দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

এই সংস্থা ভারতে প্রবেশকারী উদ্বাস্তুদেরও সাহায্য করবেন।

—ইউ এন আই

বিসকো
BISCO
উন্নতধরনের টিউবওয়েল ফিল্টার
প্রোগ্রেসিভ পাম্পস এণ্ড ফিল্টারস্ প্রাঃ লিঃ হাওড়া-৫

ইয়াহিয়ার জন্যই পাকিস্তান ভেঙে গেল

—বন্দী পাক ক্যাপটেন

শিলং, ১৬ এপ্রিল—পাক সেনাবাহিনীর পানজাব রেজিমেনটের একজন বন্দী ক্যাপটেন 'পাকিস্তান খান খান' হয়ে যাওয়ার জন্য প্রেসিডেনট ইয়াহিয়াকে দায়ী করেছেন। আজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই খবর দেয়।

ওই বেতারে আজ সকালে বলা হয়, শুধু পূর্ববঙ্গ নয়—জেনারেল ইয়াহিয়া বেলুচিস্তান এবং পাখতুনিস্তানও হারাচ্ছে।

বেতারে ওই বন্দী অফিসারের নাম বলা হয়নি। —ইউ এন আই

মহারাষ্ট্রে অখিল ভারত সর্বোদয় সম্মেলন

আগামী ৮, ৯ ও ১০ মে ১৯৭১ মহারাষ্ট্রের নাশিকে ১৯শ অখিল ভারত সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২০ এপরিলের মধ্যে কলকাতা সর্বোদয় কার্যালয়ে (সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মারকেট, কলি-১২) প্রতিনিধি শুল্ক ৫·০০ জমা দিলে রেলওয়ে কনসেশন সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

বিবরণ আগামী কাল…
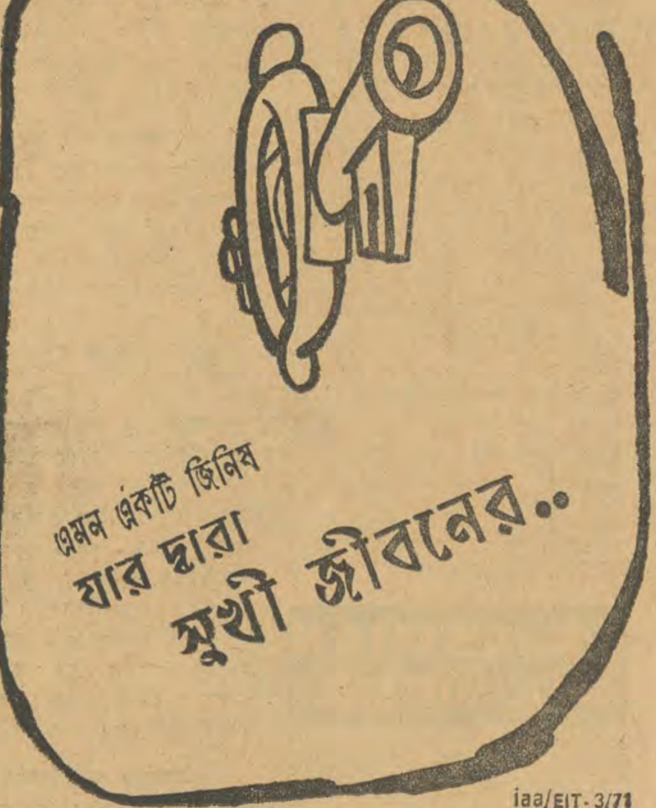

iaa/EIT-3/71

বিখ্যাত বৃটিশ পেটার ডিজেল ইঞ্জিন ভারতে
indec ইণ্ডেক নামে নির্মিত হচ্ছে
★ মডেল : পিএইচ ১ ৬.২৫, ৭.৫, ৮.২ বিএইচপি
: পিএইচ ২ ১২.৫, ১৫, ১৬.৪ বিএইচপি
★ বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ পেটার ইঞ্জিনের মত দেখতে ও কাজকর্মে।
★ ঋণ পদ্ধতিতে কেনার জন্যে সরকারী ও ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা অনুমোদিত।
★ সহজ সর্তে ঋণ পাওয়ার জন্যে সাহায্য করা হয়।
★ পশ্চিম বঙ্গে নির্মিত।
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল
ডিজেল ইঞ্জিন কোং লিঃ
৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট, ৭তলা,
কলকাতা-১৬, টেলিফোন নং ৪৪৩৮০১-০৫
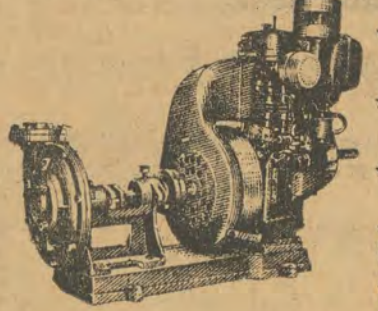

হিমাজীর রান্নার
জুড়ি মেলা ভার
স্বাদে ভরা কতনা নোনতা খাবার
(দেখলেই জিভে জল—পতি দেবতার!)
মুখরোচক, তৃপ্তিকর জল-খাবার হিসাবে দহি বড়া, দোসা, ইডলী, সাম্বারের সত্যি তুলনা নেই! আগে এসব তৈরী করার ঝঞ্ঝাট ছিল অনেক। এখন হীমাজীর কল্যাণে—নিমেষের মধ্যে যা আপনার মন চায় তৈরী ক'রে ফেলতে পারেন। ধোয়া-পরিষ্কার করার ঝামেলা নেই, বাটা ও পেষার পরিশ্রম নেই, ভেজালেরও দুর্ভাবনা নেই। হীমার সব জিনিষই—অপূর্ব্ব, মুখরোচক, তৃপ্তিকর। হীমার নোনতা খাবার আজই বাড়ীর সবাইকে খাইয়ে তাক লাগিয়ে দিন!
আরও বিশদ জানতে হ'লে এই ঠিকানায় লিখুন:
হীমা কুকারী সার্ভিস পোস্ট বক্স ৯৯৬ বোম্বাই-১
হীমা স্বাদের নাই সীমা
কড়াইশুঁটি, গোলাপ জাম, ক্ষীর, দোসা, দহি বড়া, ইডলী, সাম্বার, সুপ, কেক।

লিনটাস HMR. 4A-145 BG
হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

উজ্জ্বলতা… এঁর চোখে
বলেন…আমার জন্য তিনি গর্ব বোধ করেন। সর্ব্বদা, ভাল পোষাকে আমায় কেতাদুরস্ত দেখতে চান। ভাল কাপড়ের, ভালভাবে তৈরী সার্টই আমায় পরতে হয়। আমায় সুরুচিপূর্ণ পোষাকে দেখে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ব'লে আমিও গর্ব্বিত।
বিন্নি সার্টস্
বিন্নি লিমিটেড দ্বারা তৈরী, গার্মেন্ট ফ্যাক্টরী হেব্বল, বাঙ্গালোর-৬

Interpub/BG/13/BEN
পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্তিস্থান :
কলিকাতা : বিন্নির শোরুম, ২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ * শিলিগুড়ি : এক্সক্লুসিভ শপ, * মেসার্স কিঠানিয়া, হিল কার্ট রোড, কার্সিয়াং : মেসার্স গিফট কর্নার, হিল কার্ট রোড, জলপাইগুড়ি * মেসার্স বীণা স্টোর্স, দিনবাজার, * মেসার্স কৃষ্ণা স্টোর্স, মল, কোচবিহার : * মেসার্স লক্ষ্মীনারায়ণ বস্ত্রালয়, রঘুনাথগঞ্জ : মেসার্স দত্ত স্টোর্স, মুর্শিদাবাদ : * কমলালয়, নেতাজী সুভাষ রোড, খাগড়া : * মেসার্স সাজ ও শয্যা, বোলপুর : * মেসার্স বঙ্গজননী বস্ত্রালয়, স্টেশন রোড, রামপুরহাট * মেসার্স হরবংশ প্রসাদ অ্যান্ড ব্রাদার্স, সিউড়ি * মেসার্স বীরভূম ক্লথ স্টোর্স, বার্নপুর : মেসার্স দত্ত স্টোর্স, স্টেশন রোড, আসানসোল : মেসার্স ঘাটি ক্লথ স্টোর্স, জি টি রোড, রানীগঞ্জ : * মেসার্স সুতনলিকা, এম জি রোড, দুর্গাপুর : * মেসার্স রাজোরিয়া ক্লথ স্টোর্স, বেনাচিটি, * মেসার্স বণিক ক্লথ স্টোর্স, বেনাচিটি, বর্ধমান : মেসার্স খুরানা ব্রাদার্স, বি সি রোড * মেসার্স বেঙ্গল ক্লথ স্টোর্স, বি সি রোড, মগরা : * মেসার্স মহঃ রফিক, আরামবাগ : * মেসার্স দেশপ্রিয় বস্ত্রালয়, সাহাগঞ্জ : * মেসার্স ভারত প্রসাদ, শপ নং ৬, ডানলপ নিউ মার্কেট, শ্রীরামপুর : * মেসার্স মডার্ন স্টোর্স, নেতাজী সুভাষ রোড, চন্দননগর : * মেসার্স নিয়োগী অ্যান্ড কোং, কানাইলাল অ্যাভেনিউ, খড়্গপুর : মেসার্স আশা স্টোর্স, টি২০০, গোলবাজার, চুঁচুড়া : * মেসার্স ন্যাশনাল বস্ত্রালয়, এন এস রোড, আলিপুরদুয়ার : * মেসার্স দাস অ্যান্ড কোং, স্টেশন রোড।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার